



## চললো গুলি, প্রাণে বাঁচলেন তৃণমূল প্রার্থী



মধ্যরাতে ঘটনার তদন্তে অকুস্থলে পুলিশ। কথা বলছেন তৃণমূল প্রার্থীর সাথে। দ্বিতীয় ছবিতে বিজেপি নেতা রঞ্জিত মজুমদারের ছোড়া গুলি।

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। দিল্লিতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী আশ্বাস দিচ্ছেন ত্রিপুরায় অশান্তি হবে না, আর মধ্য রাতে বিরোধী দলের প্রার্থীকে লক্ষ্য করে গুলি চলছে। আগরতলা পুর নিগমের এক নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌরী মজুমদার। প্রার্থী বলেন, আমি দেখে ফেলি রণজিৎ মজুমদারকে। আমি দেখে ফেলায়, গুলি চালাতে চালাতে রণজিৎ চলে যায়। রণজিৎ মজুমদার স্থানীয় শাসক দলীয় নেতা বলে এলাকাবাসী সূত্রে খবর।

আগরতলা শহরের পশ্চিম দিকে বাংলাব্রহ্ম সীমান্ত ঘেঁষা এক নম্বর ওয়ার্ড। মিশ্র বসতির এলাকা। পুলিশ গেছে ঘটনাস্থলে। অগ্ন্যেস্ত্র নিয়ে প্রার্থীর বাড়িতে হামলার ঘটনা যেন সব ঘটনাকে ছাপিয়ে গেল। ভোটটার ভোট দিতে পারবেন কিনা এই নিয়ে যখন সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে, বিরোধী প্রার্থীরা-কর্মীরা আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ প্রচুর আসছে, তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্টে গেছে পুরভোটে হিংসার অভিযোগ নিয়ে। মঙ্গলবারে শুনানি আছে।

সোমবারের ত্রিপুরা হাইকোর্টও শাস্তিতে নির্বাচন করার নির্দেশ দিয়েছে কমিশনকে। আগে সুপ্রিম কোর্ট এই নির্দেশ দিয়েছিল পুলিশকে। সাধারণ সবজি চাষি এক পরিবারের প্রার্থীর বাড়িতে গুলি চালানোর ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে। এদিকে, সোমবার বিকেলেই নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ তৃণমূল প্রতিনিধি দলকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ত্রিপুরায় আর রাজনৈতিক হিংসা হবে না। এ বিষয়ে তিনি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব

কুমার দেবর্ষ সঙ্গে কথা বলেছেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সোমবার গভীর রাতে লক্ষ্যমুড়ায় আক্রান্ত হলেন আগরতলা পুরনিগমের এক নং ওয়ার্ডের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গৌরী মজুমদার। জানা গেছে, তার লক্ষ্যমুড়ায় বাড়িতে ঘরের দরজা ভেঙে ঢুকে পড়েন একদল দুষ্কৃতিকারী। ঘরে ঢুকেই তার সঙ্গে টানা হাটু চাকু করে দেয় একদল লক্ষ্য করে গুলি চালিয়ে দেয়। কিন্তু টানা হাটু চাকু। এরপর দুইয়ের পাভায়

### চাকরি ইস্যুতে উত্তাল খুমলুঙ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। সরকারি বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই এডিসিতে দুই জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ারের নিয়োগকে কেন্দ্র করে সোমবার উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে খুমলুঙ। এডিসি নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর খুব সম্ভবত সোমবারই প্রথম একেবারে এডিসি সদর দফতরে তিন মথ্যাকে চালালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে। একদল উপজাতি ইঞ্জিনিয়ার এদিন এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী আধিকারিক সি কে জমাতিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অভিযোগ করেছেন, সম্প্রতি এডিসিতে দু'জন জুনিয়র ইঞ্জিনিয়ার নিয়োগ হয়েছে। অথচ পত্রিকায় সরকারি কোনও বিজ্ঞাপন বেরোয়নি। এদেরকে বীকা পথে চাকরি দেওয়া হয়েছে বলেও বেকার ইঞ্জিনিয়াররা অভিযোগ করেন। এক্ষেত্রে নানা মহল থেকে এডিসির উপ মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য তথা কৃষি দফতরের নির্বাহী সদস্য অনিমেঘ দেববর্মার দিকেও আঙুল তুলেন। এমনকী শোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে যায়। কৃষি দফতরের নির্বাহী সদস্য অনিমেঘ দেববর্মার নাকি দুই ইঞ্জিনিয়ার এরপর দুইয়ের পাভায়

## পুলিশ সুপার নিজেই ‘মিসিং’ এসডিপিও ম্যানেজ মাস্টার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। আতশ কাচের নিচে শহরের পুলিশ সুপার। থুড়ি, জেলার পুলিশ সুপার। গত এক পক্ষকাল ধরেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঘটে চলেছে। শাসক দলের বিরুদ্ধে কয়েক সাধারণ অভিযোগ বিরোধী দল তৃণমূল কংগ্রেস সহ বামফ্রন্টের। আসন্ন আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই বিরোধী দলের প্রার্থীদের উপর নানা জায়গায় আক্রমণ ঘটেছে। বিরোধী প্রার্থীর স্কুট পড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, এমন ঘটনাও ঘটেছে। সবচেয়ে ন্যাকারজনক ঘটনা এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে বোধ হয় এটা যে, একদিনে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত একটি থানা মোট দু'বার আক্রান্ত হয়েছে। সেখানেও অভিযোগ শাসক দলের হাতে-গোনা কয়েকজন কর্মী-সমর্থকদের উপর। গত রবিবার সংবাদমাধ্যমের দুই প্রতিনিধির উপরও হামলা হয়। বহিরাঙ্গের এক সাংবাদিককেও



নেতা-কর্মীরা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। বিরোধী দলের তরফে থানায় গিয়ে পুলিশ মহানির্দেশকের সঙ্গে দেখা করার ঘটনাও ঘটেছে, কিন্তু শেষ

পর্যন্ত দেখা মেলেনি মহানির্দেশকের। এসব প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, পশ্চিম জেলার পুলিশ সুপার কোথায় গেলেন? পুলিশ সুপার মানিক দাস নিজেই ‘মিসিং’। গত কয়েক সপ্তাহ ধরে শহরের বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে চূড়ান্ত পর্যায়ের হিংসাত্মক ঘটনা ঘটতে থাকলেও, এখন পর্যন্ত সশস্ত্র বাহিনী মার্কিন বাবু কোনও একটি ঘটনাতো নিজে উপস্থিতি জানান দেননি। প্রধানত এসডিপিও রমেশ যাদবকে পাঠিয়েই ‘ম্যানেজ’ করার চেষ্টায় লেগে আছেন পুলিশ সুপার মানিক দাস। নগরবাসীর মধ্যে এই প্রশ্ন প্রতিদিন জোর থেকে জোরালো হচ্ছে, একজন এসপি কীভাবে দিনের পর দিন এরকম সব ঘটনা থেকে নিজে দূরে সরিয়ে রাখতে পারেন? ঠান্ডা ঘরে বসে থেকে লক্ষ্যবিন্দু টাকার মাসিক বৈতন সাধারণ মানুষের করের টাকায় হলেও, দায়িত্ব পালনে সাধারণ মানুষের মৌলিক অধিকার গুলোকে এরপর দুইয়ের পাভায়

## মীরজাফরদের সঙ্গে আর আপোশ নয়



ধর্মনগর

আমবাসা

কৈলাসহর

প্রেস রিলিজ

রাজনৈতিক মীরজাফরদের সঙ্গে আর আপোশ নয়। গণদেবতারের মূল্যবান রাস্তা জিতে, যারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করছে, রাজ্যের গুণ্ডাবৃত্তিসম্পন্ন মানুষ তাদেরকে আর প্রশ্রয় দেবেন না। ব্যক্তিগত চরিত্রাচার করতে, রাস্তার আঁধারে জন আস্থার অসম্মান করবে, গোপন বোকাপাড়ার মাধ্যমে তারা দীর্ঘদিন কমিউনিস্টদের ক্ষমতায় টিকিয়ে রেখেছিল। এই

রাজনৈতিক স্বার্থান্বেষীদের গণতান্ত্রিক উপায়ে সমীচীন জবাব দেবেন রাজ্যের স্বভিমামি গণদেবতাগণ। পুর নিগম নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি মনোনীত প্রার্থীদের সমর্থনে রাজধানীর শান্তিপাড়ায় আয়োজিত নির্বাচনি সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব। রাজনৈতিক তথ্যবিজ্ঞ মহলের ধারণা, বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণের পর, ৮ টাউন বড়দোয়ালী বিধানসভা কেন্দ্রে আয়োজিত

এদিনের নির্বাচনি সভা থেকে সুদীপ ছায়াসঙ্গী আশিস সাহাকে ইঙ্গিত করেই তীব্রক আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব। বলা বাজ্ব্য একদিন আগেই প্রতাপগড় নির্বাচনি সভায়, ‘সুই অফ নেতা’ উল্লেখ করে সুদীপ রায় বর্মণের দিকে ইঙ্গিত করে বাক্যব্যপ ছুড়ে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব। এর আগে আমবাসা, ধর্মনগর এবং কৈলাসহরে তিনটি নির্বাচনি জনসভায় অংশগ্রহণ করেন। বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন,

পৃথ্বীরাজকে প্রতিহত করতে যেভাবে জয়চাঁদ বহিরাগতদের আশ্রয় নিয়েছিলেন, ত্রিপুরার রাজনৈতিক জয়চাঁদও মুখ্যমন্ত্রী ও রাজ্যের উন্নয়নের গতিকে রুখতে একেই ফন্দি এঁটেছেন। ত্রিপুরার মানুষের ভোটে জিতে তাদের আস্থার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। ঘরের শত্রু বিভীষণসম রাজনৈতিক মীরজাফরদের সঙ্গে আর আপোশ নয়। কমিউনিস্টদের ক্ষমতাচ্যুত করার স্বপ্ন দেখিয়ে, রাস্তার আঁধারে গোপন

### কলকাতার মেয়রের নামে মামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২২ নভেম্বর।। কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম(ববি)র বিরুদ্ধে সোনামুড়া থানায় অভিযোগ করেছেন উত্তম দত্ত এবং সোহেল রানা নামের দুইজন। পুলিশ হুমকি দেয়ার অভিযোগ এনে ভারতীয় দস্তবিধির ৫০৬ ধারায় মামলা করেছে। ফিরহাদ হাকিমের বিরুদ্ধে মঙ্গলবার সোনামুড়ার জেলা আদালতে পাবলিক প্রসিকিউটর এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট পাবলিক প্রসিকিউটর মানহানির মামলা করবেন বলে খবর পাওয়া গেছে। পুর নির্বাচনের প্রচারে এসে তৃণমূল নেতা ফিরহাদ হাকিম সোনামুড়ায় বক্তৃতা করেছেন। সেখানে তিনি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেবকে ‘কুয়ের ব্যাণ্ড’ বলেছেন। তা ছাড়াও হুমকি দিয়ে ছেন বলে অভিযোগ। তৃণমূল যুব নেত্রী সায়নী ঘোষাকে খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তিনি মঙ্গলবারে আদালত থেকে জামিন পেয়ে গেছেন।

### ভোটের মুখে সুদীপ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। দীর্ঘ নীরবতা ভেদ করে পুরভোটের সর্ব প্রচার শেষের দিন মুখ খুলবেন বিজেপি বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মণ এবং আশিস কুমার সাহা। মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় তারা সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সাম্প্রতিক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বক্তব্য রাখবেন। সুদীপবাবুর ঘনিষ্ঠ মহল জানাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী বিপ্রব কুমার দেব যেভাবে নাম না করে সুদীপ রায় বর্মণকে নানা বিশেষণে খোঁচা দিয়ে আক্রমণ করেন, মঙ্গলবার সুদীপবাবু নীরবতা ভাঙবেন। এদিন তিনি বিজেপিতে থেকেই বিজেপি সরকারকে, বলা ভালো মুখ্যমন্ত্রীর দিকে বেনজির আক্রমণ চালাতে পারেন।



পৃষ্ঠা ৬

পশ্চিমবঙ্গে গ্রুপ-ডি কর্মী নিয়োগ মামলায় সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ হাইকোর্টের

জানুয়ারিতেই কোমর্বিড শিশুদের টিকাকরণ!

‘ত্রিপুরায় গণতন্ত্র ভুলুগুটিত’ঃ মমতা

## অভিষেক-প্রদ্যোত কাছাকাছি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। সোমবারের রাজনৈতিক চালচিলে ত্রিপুরা মথ্য চেয়ারম্যান প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ আবার রাজ্যে এসেই তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুই বক্তব্য মিলে গেলো এক সূত্রে। দুই তরুণ নেতার একই ভাবনা জারিত বক্তব্য আগামীদিনে রাজ্য রাজনীতিতে নতুন কোনও প্রভাব ফেলাবে কিনা সেই উত্তর ভবিষ্যৎ দিতে পারে। তবে প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ আর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাবনায় যে কোথায় মিল রয়েছে তা আগামীদিনে চলার ক্ষেত্রে দুই নেতাকেই কাছাকাছি টানবে। সোমবার এমনটাই মনে করেছেন দুই দলের সমর্থকেরাই। এদিন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ বলছেন রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে এতে করে গোটা দেশের কাছে ত্রিপুরার বদনাম হচ্ছে। গোটা দেশের কাছে ত্রিপুরা পরিচিত হচ্ছে সংঘাত প্রবণ রাজ্য হিসেবে। যেখানে রাজনৈতিক হিংসা তীব্র



চাইবেন না। তার আরও বক্তব্য, নির্বাচন শেষ হয়ে যাবে ২৮ নভেম্বর। এরপর সবাইকেই একসঙ্গে থাকতে হবে। কিন্তু নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে যেভাবে একের পর এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা ঘটে চলেছে তা না ঘটলেই যে ভালো ছিলো এমনটাও মনে করেন প্রদ্যোত। প্রায় একই সুরে কথা

বলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনিও এদিন বলেছেন, এ রাজ্যে সাংবাদিক আক্রান্ত, সংবাদ দফতর আক্রান্ত, হাসপাতালে ঢুকে রোগীর উপর হামলা করা হচ্ছে, আদালতে আইনজীবীদের উপর হামলা করা হচ্ছে, থানায় ঢুকে পুলিশ সহ সাধারণ মানুষকে পেটানো হচ্ছে, এমন রাজ্যে কোনও দিন কোনও শিল্প আসতে পারে না। রাজনীতির লড়াই হলেও এই লড়াইটা আমার-আপনার এরপর দুইয়ের পাভায়

## “বিচারের মানদণ্ডই বিঘ্নিত হবে”

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর।। ফরোয়ার্ডিং, চল্লিশ পাতার কেস ডায়েরি, সাথে সপারিশদ হাইকোর্টের পিপি’র সার্বমিনন, দুই দিনের পুলিশ হেফাজত চাই। কিন্তু বিচারক বিশেষ সারবত্তাই পেলেন না কিছু। পিপি, এপিপি, পুলিশ সব মিলিয়ে যা বলা হল, তাতে আসামিকে পুলিশ রিমান্ডে বিচারক দিলেনই না, জামিনে কোনও কড়া শর্তও দিলেন না। খুনের চেষ্টার অভিযোগে গ্রেফতার হওয়া তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষ কুড়ি হাজার টাকার বন্ড ও একজন জামিনদার দিয়ে বেরিয়ে এলেন আদালত থেকে। শনিবার রাত সাড়ে এগারোটো থেকেই পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা তৃণমূল নেত্রী সায়নী ঘোষের হোটেল হানা দেয় পুলিশ। সোমবারের মতো চলে গেলেও রবিবার সকালে কোনও নোটিশ ছাড়াই পুলিশ তার হোটেল গিয়ে হাজির হয়, বেলো এগারোটায় পূর্ব মহিলা থানায় সায়নী আসেন। অতর্ক, মেরুগুহীন পুলিশ নিজেদের থানা আক্রমণেও হাত নামিয়ে দাঁড়িয়ে থাকলেও, সারাদিন ধরে একজন মহিলাকে উচ্চ পদস্থ আইপিএস অফিসার জেরা করে সন্ধ্যার ঠিক আগে গ্রেফতার করা হয়। আবারও থানা আক্রমণ এবং এককালে প্রেসিডেন্ট কালার্স প্যারেডিল যে পুলিশ, তারা কিছুই করল না। সাংবাদিকের রক্ত বরলো। সোমবারে আশোক স্তম্ভ বসানো আইপিএস ক্যাডার অ্যাডিশনাল এসপি জে রেড্ডি বিরক্ত প্রকাশ করতে করতে জানানলেন, প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাই তাকে গ্রেফতার করেছি। সাক্ষীর সাথে কথা বলে ‘প্রমাণ’ পাওয়া গেছে। ১৫৩ ধারায় গোষ্ঠীর মধ্যে শত্রুতা তৈরি করার জন্য ১৫৩/১৫৩এ ধারায়, ৩০৭ ধারায় ‘অ্যাটম্পট টু মার্ডার’ মামলা, এখানে আবার তিনি বললেন, খুনের চেষ্টার প্রাথমিক প্রমাণ পাওয়া গেছে, তাই গ্রেফতার করা হয়েছে। কাকে খুন করার চেষ্টা, এই প্রশ্ন আইপিএস স্যার কী বুঝলেন বোকা গেল না, দেশের দুই সরকারি ভাষা হিন্দি এরপর দুইয়ের পাভায়



## সিপিএমের হাতে আক্রান্ত বিজেপি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ নভেম্বর।। বিলোনিয়া এবং ঋষামুখে শাসক দলের হাতে বার বার আক্রান্ত হয়েছিলেন সিপিএম নেতা-কর্মীরা। এমনকী ঋষামুখে মরুমুতা দোর্দণ্ডপ্রতাপশালী বিধায়ক বাদল চৌধুরী পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছিলেন নিজের গড়ে। কিন্তু সোমবার পুরভোটের মুখে সিপিএম ক্যাডারদের হাতেই আক্রান্ত হলেন শাসক দলের তিন নেতা। আশ্চর্য হলেও সত্যি, সিপিএম ক্যাডাররা এদিন শাসক বিজেপির উপর হামলা চালানোর মতো ঘটনা ঘটায়ছে। আক্রমণের তীব্রতা এতটাই ছিলো যে, গুরুতর দুই বিজেপি নেতাকে বিলোনিয়া হাসপাতাল থেকে জিবিপিতে স্থানান্তর করা হয়েছে। বিলোনিয়াতেও ভোটের জেরদার প্রচার চলছে। মঙ্গলবার সর্ব প্রচার শেষ হওয়ার আগে সোমবার রাত আটটা নাগাদ কালীনগর গঙ্গামা আশ্রম এলাকায় পোস্টার লাগাছিলেন তিন বিজেপি নেতা সুশান্ত দাস, শিব রায়বর্মা এবং উদ্বদ দত্ত। খবর পেয়ে সিপিএম’র বেশ কয়েকজন ক্যাডার দা, লাঠি নিয়ে

এসে এদের উপর অতর্কিত হামলা চালায় বলে অভিযোগ। এতে গুরুতর আহত হয়েছেন প্রত্যেকে। খবর পেয়ে অন্যান্য বিজেপি কার্যকর্তারা ছুটে গিয়ে আহত তিনজনকেই বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। এরপর শিব রায়বর্মাও এবং উদ্বদ দত্তকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। জানা গেছে, শিববাবুর কপাল ও মাথার পেছনে দায়ের কোপ লেগেছে। ২৫টি সেলাই লেগেছে তার মাথায়। ঘটনার পর পরই হাসপাতালে ছুটে গিয়েছেন মণ্ডল সভাপতি গৌতম সরকার এবং বিধায়ক অরুণ চন্দ্র ভৌমিক।

বিজেপি কর্মীরা উত্তেজিত হয়ে পড়লে মণ্ডল সভাপতি তাদেরকে শান্ত করে বাড়ি পাঠিয়েছেন বলেও স্থানীয়রা জানিয়েছেন। ঘটনার পর গঙ্গা মা আশ্রম এলাকায় ছুটে যান এসডিপিও সৌমা দেববর্মা এবং বিলোনিয়া থানার ওসি স্মৃতিকান্ত বর্মণ। এর আগেই বিজেপির তরফ থেকে সাত সিপিএম নেতার নামে অফাইসিয়ার করা হয়েছে বিলোনিয়া থানায়। পুলিশ ওই এলাকায় ছুটে গিয়ে চন্দন দেবনাথ নামক এক সিপিএম ক্যাডারকে গ্রেফতার করেছে। গোটা বিলোনিয়া শহর এবং কালীনগর এলাকায় বিশাল এরপর দুইয়ের পাভায়

An Initiative by Joyjit Saha

**Big Books**

THINK BIG

NURSERY | CBSE | TBSE | COMPETITIVE | COLLEGE | UNIVERSITY

AN ISO 9001:2015 CERTIFIED COMPANY

**পারুল প্রকাশনী**

9774414298

মতব্রতা, পাঠক নামের পরে প্রকাশনী দেখে পারুল প্রকাশনী-র বই কিনুন!

AGARTALA KOLKATA NEW DELHI GUWAHATI

53 Shishu Uddyan Bijnani Bitan A.K. Road Agartala 799001



# সোজা সার্প্টা শক্তি মাপা

২০১৮ বিধানসভা ভোটে অভাবনীয় সাফল্যের পর ২০২১ এডিসি ভোটে অবশ্য বড় ধরনের ধাক্কা খায় রাজ্যের বর্তমান শাসক বিজেপি-আইপিএফটি জোট। তবে পাছাড়ের ভোটে সমঝোতা হলেও সমতলে অর্থাৎ পূর নিগম, পুরসভা ও নগর পঞ্চায়েত ভোটে অবশ্য একা বিজেপি-ই ময়দানে। অবশ্য ইতিমধ্যে একটা বিরাট অংশের আসনে বিনা ভোট যুদ্ধে জয়ী হয়েছে বিজেপি। এবার লক্ষ্য আগরতলা পুর নিগম। বিজেপি-র মিশন আগরতলা পুর নিগমে ৫১টি আসনেই বিপুল ভোটে জয়। অবশ্য আগরতলা পুর নিগমে এবার বিজেপি-র বিরুদ্ধে তৃণমূল ছাড়া প্রধান বিরোধী দলকে কিন্তু সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। টানা ২৫ বছর রাজ্যে শাসন করার পরও সিপিআইএম নেতৃত্বাধীন বামেরা কিন্তু পুর নিগমে ৫১টি আসনে প্রার্থীই ধরে রাখতে পারেনি। কংগ্রেস তো আরও পেছনে। এডিসি-র শাসক দল তিপ্রা মথা তো হাতে-গোনা কয়েকটি আসলে লড়ছে। তবে সবচেয়ে বড় ঘটনা হচ্ছে, আগরতলা পুর নিগমের ৫১টি আসনেই প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস। ৫১টি কেন্দ্রেই বিজেপি সব আসন পাবে কি না বা অন্য কোন দল কিছু আসন পাবে কি না তা ২৮ নভেম্বর সামনে আসবে। তবে রাজনৈতিক মহল মনে করছে, এবারের আগরতলা পুর নিগম ভোট আসলে তৃণমুলের রাজ্য রাজনীতিতে নতুন করে পা রাখার জমির শক্তি মাপা হবে। ৫১টি আসনে তৃণমূল কতটা শক্তি সঞ্চয় করতে পারলো তা কিন্তু শুধু তৃণমুলের কাছে চ্যালেঞ্জ নয়, এটা শাসক বিজেপি-র পাশাপাশি প্রধান বিরোধী দল সিপিআইএম-র কাছেও বড় চ্যালেঞ্জ। আগরতলা পুর নিগমে বিজেপি প্রথম স্থান পাবে তা নিশ্চিত। এখন দেখার, ভোট প্রাপ্তিতে তৃণমূল বামদের পেছনে ফেলতে পারে কি না।

## পুলিশ সুপার নিজেই ‘মিসিং’

● **প্রথম পাতার পর** কেন খতিত করবেন মানিকবাবুর? এই প্রশ্ন এখন মুখে মুখে। মানিকবাবু শেষ কবে শহরের কোনও পথে নেমে ‘হিংসা’র ঘটনাস্থলে নিজে পৌঁছেছেন, তা বলা মুশকিল। এদিকে, প্রত্যেকদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে কোনওরকমভাবে একেটি ঘটনা ধামাচাপা দিচ্ছেন এসডিপিও রমেশ দাবব। গত রবিবার রমেশবাবু সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে যতগুলি কথা বলেছেন, তার একটি কথাও যে সত্য নয়, সেটা সোমবার মাননীয় আদালত প্রমাণ করে দিয়েছেন। গত রবিবারের থানা আক্রমণ এবং পরবর্তী প্রত্যেকটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে তাণ্ডব শহরবাসী দেখেছেন, তা এক কথায় লজ্জার। বিষয়টিকে নিয়ে গত রবিবার রমেশবাবু স্পষ্ট বলেছিলেন—“আমরা কমপ্লেন নিয়েছি। এফআইআর রেজিস্ট্রি করবে। আমরা। যারা হামলা চালিয়েছে, তাদেরকে চিহ্নিত করে আমরা নিশ্চিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করবো...আমাদের কাজ হচ্ছে সমাজকে পরিষেবা দেওয়া। প্রত্যেকটি ঘটনার স্ট্রং আ্যকশন নেওয়া হবে। প্রত্যেক দলের তরফ থেকে যে এফআইআর দাখিল করা হয়েছে, তার তদন্ত চলছে... আমাদের কাছে সায়নী ঘোষকে গ্রেফতার করার সমস্ত প্রমাণ রয়েছে... আমরা রিমান্ড চাইবে। এবং রিমান্ডে আনার পর বাকি তদন্ত করবে। গাড়ির চালক এবং প্রাসঙ্গিক বিষয়গুলো নিয়ে বিচারটিত জানাবো... পুলিশ কম্পাউন্ডের ভিতরে কোনও মামলা পাওয়া গেল না। আপনারা ভিডিও দেখে নেবেন। সব খতিয়ে দেখবে। এবং এফআইআর মোতাবেক যারা যুদ্ধ তাদের বিরুদ্ধে আ্যকশন নেওয়া হবে... আমাদের কাছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা যারা এসেছেন এবং তাদের উপর হামলা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন, তাদেরকে আমরা পার্সোনাল সিকিউরিটি দিয়েছি। বিনা অনুমতি নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় সভা সমিতি করতে গিয়ে কিছু আক্রমণের ঘটনা ঘটেছে।” রমেশবাবুর উপরের এই প্রত্যেকটি লাইন যে শুধুমাত্র সাংবাদিকদের কঠিন প্রশ্নগুলো থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য ছিলো, তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। রাজ্যের প্রধান জেলার পুলিশ সুপার এবং এসডিপিও জুটি যখন আইন শৃঙ্খলা নিয়ে এরকম ‘শীতল’ ভূমিকা পালন করেন, তখন আদতে সাধারণ নাগরিককা কতটা অসহায় হয়ে পড়েন, তা সহজই অনুমেয়। প্রতিদিন রাজ্যের রাজনৈতিক হিংসা বাড়াচ্ছে। বাড়াচ্ছে সমাজ দলের তাণ্ডব। একইভাবে বাইক বাহিনীর অনিয়ন্ত্রিত মাস্তানি। শহরের বিভিন্ন জায়গায় বিরোধী দলগুলোর ফ্লাগ-ফেস্টুন ছিড়ে দেওয়া, পুড়িয়ে দেওয়া প্রতিদিনকার ঘটনা হয়ে উঠেছে। সরকারি গাড়ি ব্যবহার করে বিরোধী দলগুলোর পতাকা খুলে নেওয়া হচ্ছে, এই ঘটনাও শহরে ঘটেছে কয়েকদিন আগে। এসবের সত্ত্বেও জেলার এসপি এবং এসডিপিও’র যা ভূমিকা হওয়া উচিত ছিলো, তা ঘূর্ণাক্ষরেও টের পাচ্ছেন না শহর তথা রাজ্যবাসী। দেখার, আগামী কয়েকদিনে এই বিষয়গুলোতে কোনও পরিবর্তন আসে কিনা!

### অবমাননার শুনানি আজ

● **প্রথম পাতার পর** আদালতে তৃণমূল কংগ্রেস এবং তার রাজ্যসভার সাংসদ সুস্মিতা দেব ত্রিপুরায় তৃণমূল কর্মীরা আক্রান্ত হচ্ছেন, প্রচার করতে পারছেন না ইত্যাদি অভিযোগ এবং সৃষ্ট নির্বাচন হওয়ার আবেদন নিয়ে গিয়েছিলেন। সুস্মিতা দেব অভিযোগ করেছেন, যে, সূপ্রিম কোর্টে নিয়ে দেওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যে তৃণমূল প্রার্থী ও কর্মীদের ওপর আক্রমণ হয়েছে। প্রার্থীসহ অন্তত ১৬ জন আহত হয়েছে। বিজেপি দক্ষুতিকারীদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্টভাবে থানায় অভিযোগ করলেও পুলিশ কাউকেই গ্রেফতার করেনি, উলটে তৃণমূল কর্মীদের হেনস্থা করেছে। সূপ্রিম কোর্ট হুমকি ও আশঙ্কা ইত্যাদি নজরে রেখে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে বলেছিল। পুলিশ সুপাররা ব্যক্তি প্রতি নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়টিও বিবেচনা করবে বলে আদালতের নির্দেশ ছিল। এখন পর্যন্ত কোনও তৃণমূল প্রার্থী কিংবা নেতাকে কোনও নিরাপত্তা দেওয়া হয়নি। সেই আদালত অবমাননার আবেদনের শুনানি হবে মঙ্গলবারে। তৃণমূল আদালতকে বলেছে, প্রতিদিন পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সাথে তৃণমুলের বিশাল প্রতিনিধি দল আজ দেখা করে ত্রিপুরার পরিস্থিতি নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। দেশের রাজধানীতে তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছেন, স্লোগান তুলেছেন।

## যুবককে খুনের অভিযোগ

● **আটের পাতার পর** - তাকে হত্যা করা হয়েছে পরে রেল লাইনে ফেলে দেওয়া হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করলেও আদৌ মূল রহস্য উন্মোচিত হবে কিনা তা নিয়ে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন। মৃতের পরিবারের লোকজন সন্দেহ করছেন এই ঘটনার সাথে বীরেন্দ্র বব্দুরা জড়িত থাকতে পারে। কারণ শেষ বার তাদের সাথেই বীরেন্দ্রকে তারা দেখেছিলেন। মেলার কথা বলে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেও তারা কোথায় গিয়েছিলেন সেটাই এখন খুঁজে বের করতে বাস্তব পুলিশ। রাজা এই ধরনের ঘটনা আগেও দেখা গেছে। যেখানে খুনের মামলাকে ধামাচাপা দিতে ঘটনাকে আদ্ব্যহত্যা কিংবা দুর্ঘটনার রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে। এখন সবটাই নির্ভর করছে পুলিশের তদন্ত প্রক্রিয়ার উপর।

### স্পর্শকাতর কেন্দ্র

● **আটের পাতার পর** - অভিযোগ উঠছে তা দেখে আদালত চোখ বন্ধ করে রাখতে পারে না। রাজা নির্বাচন কমিশনকে অতি দ্রুত স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করে শান্তিপূর্ণ পরিশেষে ভোট নিশ্চিত করতে হবে। স্পর্শকাতর ভোট কেন্দ্রগুলি নির্বাচনের ২৪ ঘণ্টা আগেই বিলুপ্তি দিয়ে জানাতে হবে। আবেদনকারীদের বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশনারের কাছে স্পর্শকাতর পুলিশ স্টেশনগুলি সম্পর্কে বক্তব্য পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে জমা করতে। উচ্চ আদালত মন্তব্য করে, শান্তিপূর্ণভাবে ভোট না করাতে পারলে এটা গণতন্ত্রের উপর আঘাত আনবে। যে কারণে আদালত আশা করেছে নির্বাচন কমিশনার সেইভাবেই কাজ করবেন। এই রায়ের পর সিপিএম সদর দফতরে সাংবাদিক সম্মেলন করে আইনজীবী হরিবল দেবনাথ এবং শিশির চক্রবর্তী দাবি করেন, ইতিমধ্যেই পুর ভোট ঘোষণার পর বামপন্থী প্রার্থী এবং কর্মীদের উপর ব্যাপকভাবে আক্রমণ হয়েছে। চিট এফআইআর এখন পর্যন্ত পুলিশ নিয়েছে। বহু অভিযোগে পুলিশ রিসিভ কপি পর্যন্ত দেয় না। আমরা এসব ঘটনায় এখন নির্বাচন কমিশন কার্যকর ব্যবস্থা নেবে বলেই আশা করছি। পুলিশের বিচারিতার জন্যই মানুষ এখন বিচার পাচ্ছে না।

### শহরে টাকা ছিনতাই

● **আটের পাতার পর** - ব্যাগটি নিয়ে পালিয়ে যায়। খুশা থানায় জানিয়েছে, মঙ্গলবার কলকাতায় যাওয়ার জন্যই বাড়ি থেকে এই টাকা এনেছিলো। তাদের বাড়ি তেলিয়ামুড়া হলেও লালবাহাদুর রুাব এলাকায় ভাড়া থাকতো। এদিকে পুলিশ নাকি দুই ছাত্রীকে পাল্টা বন্দোবস্ত বাইকের নম্বর সংগ্রহ করে দিতে। প্রসঙ্গত, লোক চৌমুহর্নি এলাকায় বেশ কয়েকটি সিসি ক্যামেরা রয়েছে। দ্রুত এই সিসি ক্যামেরা দেখে ছিনতাইবাজকে শনাক্ত করার দাবি উঠেছে। শহরে পুর নির্বাচন উপলক্ষে কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন এবং আরক্ষা প্রশাসন দাবি করে। কিন্তু এত নিরাপত্তার মধ্যেও ছিনতাই বন্ধ হচ্ছে না।

## বাড়িতে হামলা

● **আটের পাতার পর** - দেবীপুরস্থিত আজিদুর রহমানের বাড়িতে হামলা চালায়। এই ঘটনায় আজিদুর রহমানের পরিবারের সদস্যরা আক্রান্ত হন। তাদের বাড়িরেও ভাঙুর করে দুর্বৃত্তরা। শেষ পর্যন্ত অসহায় পরিবারটি শান্তিরবাজার থানায় এসে আশ্রয় নেন। আজিদুর রহমান গত ৫ বছরেরও বেশি সময় ধরে আদিপুর এলাকায় বাসনা করছেন। রাজ্যর পাশা বসে তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যায় দানাচূর, ফুকা এবং ডিম বিক্রি করেন। রবিবার সন্ধ্যায় রাকেশ চাকমা তার দোকানে আসে। দুটি সেকুডিম নিয়ে যেতে চাইলে রাকেশ চাকমা টাকা দেয়নি। তাই আজিদুর রহমান তার কাছে টাকা চান। খবরই অতিযু্ত ব্যক্তি পায়ের জুতো খুলে আজিদুর রহমানের উপর চড়াও এবং বলে অভিযোগ। তার দোকানের সামগ্রী লাথি দিয়ে রাজ্যে ফেলে দেয়। পরবর্তী সময় আদিপুরের লোকজন এগিয়ে আসায় রাকেশ চাকমা সন্ত্রাসী বলে চলে যায়। ওইদিন রাতেই দলবল নিয়ে রাকেশ চাকমা ডিম বিক্রেতা আজিদুর রহমানের বাড়িতে চড়াও হয়। ব্যবসায়ী ম জানান, ২০ থেকে ৩০ জন যুবক মিলে তাদের বাড়িতে তাণ্ডব চালায়। অধিকাংশ যুবকের বয়স একেবারেই কম। তাদের সবাইকে তারা চিনতে পারেননি। তবে রাকেশ চাকমা এবং তার শ্যালক সেখানেই ছিল। তাদের দু’জনকে তারা চিনতে পেরেছেন। সাধারণ একটি বিষয় নিয়ে এইধরনের হামলার ঘটনায় পরিবারের সদস্যরা খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছেন। শান্তিরবাজার থানায় এসে তারা ওইদিনের ঘটনা নিয়ে অভিযোগ জানান। পরিবারটি এতটাই আতঙ্কিত যে তারা নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন। তাদের আশঙ্কা হয়তো ফের বাড়িতে হামলা সংঘটিত হতে পারে।

### ভালবেসে বানিয়ে দিলেন ‘তাজমহল’

● **ছয়ের পাতার পর** ঙ্কীকে। মুঘল সম্রাট শাহজাহান যেমন পত্নী মমতাজের প্রতি ভালবাসা ব্যক্ত করতে তাঁর স্মৃতিতে তাজমহল বানিয়েছিলেন, সেই পৃথকেই অনুসরণ করলেন আনন্দ। তবে তাঁর স্মৃতিতে নয়, ঙ্কীর প্রতি ভালবাসার নিদর্শন হিসেবেই তাজমহলের এক ছোট সংস্করণ বানিয়েছেন তিনি। আনন্দ জানান, এই বুরহানপুরেই মুত্ভা হয়েছিল মমতাজের। কিন্তু এই শহরে তাজমহল না বানিয়ে আখায় কেন সেই স্মৃতিসৌধ বানাতে গেলেন শাহজাহান, এই বিষয়টি তাঁকে খুব অবাক করত। তাই তিনি ঠিক করেন তাজমহলের প্রতিরূপ বানাবেন বুরহানপুরে। নিজের বাড়ি কে তাজমহলের আদলে তৈরি করে তা ঙ্কীকে উপহার দিয়েছেন আনন্দ।

### সম্মানিত অভিনন্দন

● **ছয়ের পাতার পর** একটি সেনা অপারেশনে পাঁচ জঙ্গিকে খতম করেন তিনি। একই অপারেশনে ২০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করেন তিনি। মেজর বিভূতির ঙ্কী ও মায়ের হাতে দেশের অন্যতম সামরিক সম্মান তুলে দেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। এছাড়াও সোমবার রাষ্ট্রপতি কোবিন্দ মরণোক্ত ‘সূর্য চক্র’ সম্মানে সম্মানিত করলেন নায়ের সুদোার সৌধরিকে। সেনার ‘মোস্ট ওয়ান্টেড’ তালিকায় থাকা এক জঙ্গিকে খতম করেন সৌধির। নায়ের সুবেপরের ঙ্কীর হাতে ‘সূর্য চক্র’ তুলে দেন রাষ্ট্রপতি। স্বাধীনতা দিবস ও প্রজাতন্ত্র দিবসের দিনে খোঁটিতে হয় বীরশ্রেের পুরস্কার। সর্বেচ্চ পুরস্কারগুলির মধ্যে রয়েছে ‘পরবীর চক্র’, ‘অশোক চক্র’, ‘মহাবীর চক্র’, ‘কীর্তি চক্র’, ‘বীর চক্র’ ও ‘সূর্য চক্র’।

### স্যাটেলাইট

● **ছয়ের পাতার পর** প্রতিষ্ঠানেই একটি করে ভিসাট স্থাপন করতে হবে। স্যাটেলাইট কমিউনিকেশনের সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো নিরবচ্ছিন্নতার নিশ্চয়তা ও বিস্তৃত কাভারেজ। আর সবচেয়ে বড় অসুবিধা হলো ব্যয়বহল এবং ধীরগতি। গাজীপুরের জয়দেবপুরে থ্যালাস অ্যালানিয়া কোম্পানির সহায়তায় মূল গ্রাউন্ড স্টেশনটি ইতিমধ্যে স্থাপিত হয়েছে। এখান থেকেই এই সমস্ত কমিউনিকেশন ও নিয়ন্ত্রণ করা হবে। একই রকম আরেকটি আগলৎখানি গ্রাউন্ড স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে রাজমাটির বৈতবুনিয়ায়। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইটেরে সার্ভিসগুলো হলো ভিস্যাট এন্টেনা ব্যবহার করে ডিরেক্ট টু হোম, টিভি সম্প্রচার এবং ইন্টারনেট সেবা পাওয়া যাবে। কাজেই এই উপগ্রহ বাংলাদেশের টেকনোলজির ইতিহাসে এক অনন্য উদাহরণ হতে যাচ্ছে। স্যাটেলাইট হলো প্রযুক্তির সর্বোচ্চ চূড়। বঙ্গবন্ধু-১ স্যাটেলাইট এবং ব্র্যাক অশ্বষা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে আমরা প্রযুক্তির উৎকর্ষের অভিজ্ঞতাই শুধু অর্জন করলাম তা নয়; প্রযুক্তির জ্ঞানও আমরা অর্জন করলাম। অবিয়াকে আরও স্যাটেলাইট বা অন্য যেকোনো প্রযুক্তি বিকাশে এই ভাবমূর্তি আমাদের ভীষণ কাজে আসবে। আমাদের তরুণ প্রজন্ম শুধু এই প্রযুক্তির জ্ঞান আহরণ ও ব্যবহারে আগ্রহী হবে। সঙ্গে সঙ্গে তারা নতুন জ্ঞান যুষ্টিতেও বিরাট ভূমিকা রাখতে সমর্থ হবে। অন্যদিকে বিশ্ব দরবারে একটি ইতিবাচক ভাবমূর্তি তৈরি হবে আমাদের। বিজ্ঞান ও প্রকৌশল প্রযুক্তির বাণিজ্যিক ব্যবহারকারী হিসেবে আজ আমরা এই প্রযুক্তির বাজারে প্রবেশ করছি। কিন্তু আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, একদিন আমরা স্যাটেলাইট, রোবটিকস, আইওটিসহ অন্যান্য উচ্চ প্রযুক্তির নির্মাতা হিসেবে বিশ্বের বুকে মাথা উঁচু করে দাঁড়াব। আমাদের সেই সক্ষমতা আছে, এখন দরকার আত্মবিশ্বাস ও প্রস্তুতি।

### তিন বছরের জেল

● **পাঁচের পাতার পর** গ্রেফতার করে। মামলার তদন্ত শেষে আদালতে চার্জশিট জমা দেওয়া হয় ২০২০ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি। এই মামলার রায় ঘোষণা করা হয় সোমবার। আদালত অভিযুক্ত বিজয় হাজমকে দোষী সাব্যস্ত করে ৩ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪৪ এবং পক্ষসে আক্টের ৮৭ ধারায় তাকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়। অভিযুক্তকে ৫ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়। অনালায়ে আরও দুই মাসের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত।

### প্রাণে বাঁচলেন তৃণমূল প্রার্থী

● **প্রথম পাতার পর** করতে গিয়ে গৌরীদেবী সেই সময় মাটিতে লুটে পড়ায় গুলি তার বুকে না লেগেও বুকের পাশ ঘেঁষে চলে গিয়েছে। গোটা বাড়ি জুড়ে কার্যত তাণ্ডব চালায় দুকুতিকরীরা। অভিযোগ, সেই সময় তাদের উঠানেই ভারত মাতা কি ভ্রম বলে সওয়াল উঠছিলো। প্রার্থী স্ত্রী মজুমদারের অভিযোগ। পুলিশ বিজেপি নেতা রঞ্জিত মজুমদারের নেতৃত্বে সোমবার এই ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ ঘটনাস্থলে ছুটে গেলেও রঞ্জিত মজুমদারের খোঁজে টর্সের আলো পর্যন্ত ফেলেননি। গৌরীদেবীর বাড়িতে হামলার ঘটনায় গোটা এলাকা আতঙ্কে স্তব্ধ হয়ে যায়। অভিযোগ, দুকুতিকরীরা এই হামলার নেতৃত্বে থাকলেও পশ্চিম থানার পুলিশ বিন্দুমাত্রও তার খোঁজে তদ্রাশি চালায়নি। অনেকেই বক্তব্য, পশ্চিম থানায় এরকম একজন দোর্দণ্ডপ্রতাপ ওসি রয়েছে, যিনি প্রকাশ্যেই বলে থাকেন কেউ তার সোর্সে এসে দেওওয়ারকি এত বেশি যে তিনি পশ্চিম থানাতে বসেই গোটা রাজ্য চালাতে পারেন। সেই দোর্দণ্ডপ্রতাপ ওসি জয়ন্ত কর্মকার এদিন লক্ষ্মমুড়ায় গুলির খোল পেলেও রঞ্জিত মজুমদারকে গ্রেফতার করার মতো সাহস দেখাতে পারেননি। এই ঘটনার পর পরই অন্যান্য তৃণমূল প্রার্থী এবং প্রার্থীর এজেন্টরা তীব্র আতঙ্কে রয়েছেন। এদের অনেকেই এই ঘটনার পর বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন বলে খবর। পরিস্থিতি এরকম চলতে থাকলে শেষ মুহূর্তে হয়তো-বা তৃণমূল তাদের প্রার্থীও তুলে নিতে পারে। কারণ, এদিন যেভাবে গৌরীদেবীর বাড়িতে আক্রমণ হয়েছে এবং তাকে গুলি করা হয়েছে এই ধারা অন্যান্য প্রার্থীদের উপরও প্রয়োগ হতে পারে।

### আক্রান্ত বিজেপি

● **প্রথম পাতার পর** পুলিশ বাহিনী নামিয়ে দেওয়া হলেও বিলোনিয়া এখন প্রায় বিনির্নয় রজনী কাটাচ্ছে। যেকোনও সময়েই সিপিএম নেতা-কর্মীদের বাড়িঘর আক্রান্ত হতে পারে বলে আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। আতঙ্কে রয়েছেন সিপিএম নেতা-কর্মীরাও। যদিও সমস্ত সভাপতি জানিয়েছেন, তিনি দলীয় কার্যকর্তাদেরকে নিশ্চয় দিয়েছেন তারা যেন এমন কোনও কাজ না করেন যেটা শাসক বিজেপি সম্পর্কে ভুল ধারণা সৃষ্টি হবে। তবে যারা বিজেপি কার্যকর্তাদের উপর হামলায় জড়িত এদের কাউকেই ছাড়া হবে না বলেও ঈশয়ারি দিয়েছেন।

### চাকরিচ্যুত শিক্ষক

● **আটের পাতার পর** - আলোতে মারধরের ঘটনায় দুকুতিদের গ্রেফতার করতে সাহস দেখায়নি পুলিশ। কমল দেব জানান, ২০ মাস ধরে বেনেহীন আমরা। ভীষণ আর্থিক সংকটের মধ্যে আছি। এর মধ্যেই দুকুতিদের আক্রমণ বন্ধ হচ্ছে না। এদিকে বিলোনিয়ায় ১০৩২৩’র শিক্ষক কৃষ্ণ দেবের বাড়ি ভাঙুর করা হয়েছে। বিজেপির দুকুতিরা রাত সাড়ে নয়টা নাগাদ কৃষ্ণ’র বাড়িতে ঢুকে ভাঙুর চালায় বলে অভিযোগ।

### অস্ত্র ছিনতাই

● **আটের পাতার পর** - রক্তাক্ত অবস্থায় জওয়ানকে উদ্ধার করে বন্ধনগর সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হয়। জওয়ানের মাথায় তিনটি সেলাই লাগে। খবর পেয়ে কমলচৌধা থানার পুলিশও ছুটে আসে। দীর্ঘ দুই ঘন্টা তদ্রাশির পর এলাকার প্রধান আক্তার হোসেন এবং স্থানীয়দের সহযোগিতায় জওয়ানের ছিনতাইহওয়া রাইফেলটি জঙ্গল থেকে উদ্ধার করা সত্ত্ব হয়। আশাউড়িওর্গণির কোম্পানি কম্মাভার-সহ পুলিশ আধিকারিকরা সার্ভিস রাইফেল উদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই ছিলেন। এখন স্পষ্ট উঠছে এই ঘটনার সাথে কল্যা জড়িত। বিএসএফ’র তরফ থেকে মঙ্গলবার থানায় মামলা দায়ের করা হবে বলে খবর। সীমান্ত এলাকায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করা হয়েছে।

### ডিজিকে নির্দেশ

● **আটের পাতার পর** - গ্রহণ করেন। দুই পক্ষের বক্তব্য শুনে উচ্চ আদালত রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ও পুলিশ জেলা পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছে। অতি সত্বর রিট আবেদনকারীকে, প্রার্থীকে জরুরি ভিত্তিতে এই মুহূর্ত থেকে ভোট গণনা পর্যন্ত উপযুক্ত নিরাপত্তা প্রদান করতে হবে। সূচু ও অবাধ নির্বাচনের জন্য আবেদনকারীর অন্যান্য আবেদন সম্পর্কে উচ্চ আদালত বলেছেন, বিষয়টি সূপ্রিম কোর্টের বিবেচনায়নি। রিট আবেদনকারীর পাথে বামমাল লড়ছেন বরিশ আইনজীবী পূর্ণরোহম চান। রায় বর্মণ, আইনজীবী সমরজিৎ ভট্টাচার্য ও আইনজীবী কৌশিক দাস। সরকার পক্ষে ছিলেন আয়ডভোকেট জেনারেল এসএস দে।

### অভিষেক-প্রদ্যোত কাছাকাছি

● **প্রথম পাতার পর** নয়, এই লড়াইটা আগামী প্রজন্মের লড়াই। রাজ্যের অস্থির পরিস্বে যে কোনও শিল্প গোষ্ঠীই এইরাজ্যে আসবে না এবং রাজনৈতিক অস্থিরতা যে এ রাজ্যের শান্তি স্থিতিত এবং পবিত্রতাকে বিনষ্ট করছে এই ব্যাপারে দুই নেতাই একমত। রাজ্যে বর্তমানে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এই পরিস্থিতিতে অবিলম্বে সর্বদলীয় বৈঠক ডাকা প্রয়োজন বলেও অভিমত ব্যক্ত করেছেন প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ। তার অভিযোগ, সোমবার আগরতলায় তার র‍্যালি করার কথা ছিলো। কিন্তু শেষ মুহূর্তে পুলিশ তার র‍্যালির উপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছে। প্রদ্যোত কিশোর বলেন, সবকিছুতেই রাজনীতিকে প্রাধান্য দেওয়া হচ্ছে। রাজনীতি ছাড়াও যে মানুষের উপর কিছু দায় দায়িত্ব রয়েছে, সামাজিকতা রয়েছে এটা তুলে গেলে চলবে না। নির্বাচনের নামে একের পর এক অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন প্রদ্যোত কিশোর। বলেন, এ জাতীয় ঘটনায় তিনি ব্যথিত। তা এড়ানোর জন্য প্রশাসনকে এবং শাসক দলকে উদ্যোগী হওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন তিনি। বলেন, নির্বাচন আসবে, নির্বাচন যাবে কিন্তু তাই বলে নিজেদের মধ্যে সৌহার্দের পরিশেষ বিনষ্ট হয়ে গেলে তা আর ফিরে আসবে না। শাসক দল হিসেবে বিজেপিকে এক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা নেওয়ার জন্যও অনুরোধ করেছেন তিনি। তবে এদিন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য আর প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণের বক্তব্য প্রায় একই সূত্রে গাঁথে যাওয়ায় আগামীদিনে এই দুই নেতার কাছাকাছি আসার সম্ভাবনা তীব্রত্ব হয়েছে বলেই অনেকে অনুমান। উল্লেখ্য, এর আগে তৃণমুলের বার্তা নিয়ে রাজ অন্দরে গিয়েছিলেন তৃণমূল নেতা কৃশাল ঘোষ। যদিও কৃশালবাবু বেরিয়ে আসার পর প্রদ্যোত কিশোর দেববর্মণ এবং কৃশাল ঘোষ দু’জনেই জানিয়েছিলেন পূর্ব পরিস্থিতির সূত্র ধরেই তারা নিজেদের মধ্যে আলাপ আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। তবে এদিনকার দুই নেতার বক্তব্য একই সূত্রে মিলে যাওয়া শুধুই কাকতালীয় নাকি পরিকল্পিত রচনার অঙ্গ তা নিয়েও নানা জল্পনা শুরু হয়েছে।

## “বিচারের মানদণ্ডই বিঘ্নিত হবে”

● **প্রথম পাতার পর** এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই ছিল, তিনি জবাব দিলেন, “ এগেইনস্টে কোনও ব্যক্তির বিরুদ্ধে ছিল না। গাড়ি চালানোয় ছিল।” গাড়ি ড্রাইভার চালাচ্ছিলেন, তো? মানে, খুনের চেষ্টার অভিযোগ ড্রাইভারের বিরুদ্ধে নয় কেন? আইপিএস স্যার এইবার ভিডিও ফুটেজে চলে গেলেন, যে ফুটেজ সাংবাদিকদের কাছেও আছে, সেটা তিনি নিজেও বলেছেন। সেটা আদালতে পেশ করা হবে, তিনি জানানো। আবার বলেন, সেই ভিডিও না থাকলে, আপনারা নিতে পারেন, মানে ‘প্রমাণ’ পুলিশ পাঁচ হাত করতে চেয়েছিল। উল্লেখ্য, যে ভিডিও সাংবাদিক এবং নেটিজেনরা পেয়েছেন, তাতে কাউকে মেরে ফেলার মতো কিছু কেউ দেখেননি। ড্রাইভার আরেক্ট হয়েছে কিনা, এই প্রশ্নে সাংবাদিকদের তিনি শান্ত থাকার উপদেশ দিয়ে বলেন, “ না, ড্রাইভার এখনও গ্রেফতার হননি। গাড়িতে অন্য লোকও ছিলেন, তাদের খবর পেয়েছি, তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা করব এখন।” অবশ্য সেই চেষ্টা আর করেনি পুলিশ। আবার তারা ‘পলাতক’ একথাও পুলিশ বলেনি। আদালতে শুধু মোটর ভাহিকেলস্ আক্টের দুই ধারা যুক্ত করার অনুমতি চেয়েছে। কোনও আইপিএস, টিপিএসবাবুই এই মামলার তদন্তকারী অফিসার নন, তদন্তকারী অফিসার মীনা দেববর্মা। ‘প্রমাণ’ পেয়ে যাওয়া পুলিশ আদালতের কাছে যা দিয়েছে, তাতে আদালত বলেছে, খুনের চেষ্টা, শরুতা হত্যা ইত্যাদির কোনও কিছুই পাওয়া যায়নি। আর্ডিশনাল চিফ জুডিশিয়াল মাজিস্ট্রেট এস বি দাস জামিন দিতে গিয়ে যা বলেছেন , তার কিছু অংশ অনুবাদে এখানে রইল। “প্রসিকিউশনের কৌশলী আদালতকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন যে অভিযুক্তকে (হেফাজতে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ অবশ্য প্রয়োজন অন্যান্য সহযোগীদের খুঁজে বের করতে, রাজ্যের শাস্তি-শৃঙ্খলা-সম্প্রীতিকে বিঘ্নিত হওয়ার থেকে রক্ষা করতে। “ রেকর্ডে এখন কিছু নেই যে আসামির কোনও কাজ দুই গোষ্ঠীতে কোনও অসম্ভাব কিংবা বিদ্বেষের কারণ হতে পারে, যাতে ১৫২ আইপিসি ধারা অনুযায়ী প্রাথমিকভাবে কোনও অপরাধ বলে গণ্য করা যায়। কেস ডায়েরিতে লেখা হয়েছে, “মেরে ফেলুন তাদের। মুখামস্তীর সভা বাতিল করে দিন। খেলা হবে।”সদি সত্যই আসামী ‘মেরে ফেলুন’ বলেছেন, তাহলে এরকম শব্দ ‘দায়ির্ঘীন মন্তব্য’। ‘খেলা হবে’ টিএমসি’র স্লোগান। এই শব্দগুচ্ছ পুরভাটের প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক প্রচারের পটভূমি। ‘খেলা হবে’ স্লোগানে অন্য রাজনৈতিক গোষ্ঠীরা একটা অবশেষ স্কেভেজ কারণ হতে পারে এবং তাতে ৩০৭ আইপিসি ধারায় অপরাধ হয় না। সরাসরি, পরোক্ষে কিংবা দূর-দুরান্তের কোনো প্রাইমারেসি প্রমাণ নেই যে তাতে জীবন সশেষ অসামরিক মতো কোনও আঘাত হয়েছে, তাতে আসামির কোনও ভূমিকা আছে। “ মানায় এমন কিছু পেলাম না যে আসামির কোনও কাজ সত্যিই আপত্তির এবং ত্রিপুরার শাস্তি-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হওয়ার মতীয় কিছু আছে। জামিন অযোগ্য অপরাধের বিষয় নাথিযুক্ত করাই যথেষ্ট নয়, এবং আপনাদের দায়িত্ব একজনদের স্বাধীনতা, অধিকার বিঘ্নিত না হয়। “ বিচারের মানদণ্ডই বিঘ্নিত হবে যদি সায়নী ঘোষকে পুলিশ (হেফাজতে কিংবা বিচারবিহীনায় হেফাজতে পাঠানো হয়। অভিযোগের নমুনা নজরে রেখে কোনও কড়া শর্ত দেওয়া হচ্ছে না।” সায়নী ঘোষকে বিচারক তদন্তে সহযোগিতা করতে বলেছেন। তার তদন্তকারী অফিসার বলেছেন যে প্রয়োজন হলে যথেষ্ট সময় দিয়ে নোটশি হবে আসার জন্য। নির্লজ্জ পুলিশের তারপরেও সামান্য ঈঁশ ফিরবে কিনা প্রশ্ন থাকছে। নিরুর্মা পুলিশ একজন মহিলাকে প্রাইমারেসি কোনও উপকরণ ছাড়াই সার্গানি-সারারাত আঁকে রেখেছে। অন্য রাজা থেকে আসা অতিথিদের যদি এইভাবে অভ্যর্থনা করা হয়, তবে দেশে ছড়িয়ে পড়বে রাজ্যের নাম। বাইরের আইনজীবীদের নামে ইউএপিএ দেওয়া হয়েছে, সূপ্রিম কোর্ট গ্রেফতার করতে নিষেধ করেছে। আরেক জায়গায় খেলনা দুই সাংবাদিককে গ্রেফতার করেছিল, আদালত জামিন দিয়ে দেয়। পুলিশের তারপরেও লজ্জা নেই। লজ্জা নেই রাজ্যের পরিচালকদের। পুলিশের লজ্জা হলে ৩০৭ ধারা নিয়ে, ১৫৩ ধারা নিয়ে অন্তত এসব মানুষকে জ্বালাতন করা সম্ভ হবে, বন্ধ হবে পুলিশের মুখে চুনকালি পড়া। সম্ভ্রতি ত্রিপুরার পুলিশ পক্ষপাতদুষ্ট রাজ্যের এক প্রাক্তন মুখ্য পতিবাহিত বলেছেন। মাত্র ২০ হাজার টাকার বহুতল বিনিময়ে পুলিশ পেলেন পশ্চিমবঙ্গের যুব তৃণমূল নেত্রী ও অভিনেত্রী সায়নী ঘোষ। ত্রিপুরা পুলিশ তার দু’দিনের রিমান্ড চাইলেও আদালত জামিনে ছাড়ার নির্দেশ দেয়। মানায় সায়নীর আইনজীবী শঙ্কর লোধ পলিমার দাবি করেন, এফআইআর’র ফোণাও বলা হয়নি সায়নী গাড়িতে উঠে ঢিল ছুড়েছেন। কিন্তু পুলিশ ফরোয়ার্ডিং-এ বলছে সায়নী গাড়িতে উঠে ঢিল ছুড়েছে। পুলিশের লাগানে ধারার সঙ্গে অভিযোগের কোনও মিল নেই। এসব কারণেই আদালত সায়নীকে জামিন দেয়। এদিন অসায় সায়নীকে পশ্চিম মহিলা থানা থেকে কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে আদালতে আনা হয়। সদর পুলিশ কোর্টে বেলো সোয়া দুটো নাগাদ সায়নীকে প্রথমে লকআপে ঢোকানো হয়। তার বিরুদ্ধে তদন্তকারী অফিসার মীনা দেববর্মা মোটর ভাহিকেলস্ আক্টে ২৭৯ এবং ১৮৪ ধারা লাগানোর আবেদন করেন। কেইস ডায়েরিও জমা করে। সায়নী পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ আইনজীবী শঙ্কর লোধ ছাড়াও সওয়াল করেন অগ্নিশ বসু, সঞ্জয় বসু, শুভদীপ বসাক, কৃশালায় রায়-সহ আরও কয়েকজন। শঙ্কর লোধ দাবি করেন, তদন্তকারী অফিসারের কাছে এমন কোনও প্রাথমিক প্রমাণ নেই যেখানে সায়নী ঘোষ হত্যার চেষ্টা অথবা দাঙ্গা লাগানোর চেষ্টা করেছেন। যে কারণে জামিন অযোগ্য ধারায় পুলিশ নেওয়া ১৫৩এ এবং ৩০৭ আইপিসি ধারা কার্যকর না। এই দাবি নিয়ে সায়নীকে সোমবার সাতটা জামিন দেওয়ার আবেদন করেন তিনি। সরকারি তরফে হাইকোর্টের পাবলিক প্রসিকিউটর রতন দত্ত, জেলা আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর বীর্ষজিৎ দেব এবং এপিপি ইনচার্জ বিদ্যুৎ সূত্রের ছাড়াও আইনজীবীদের একটি টিম রিমান্ড চেয়ে সওয়াল করেন। তাদের দাবি ছিল, কারোর শারীরে আহত হওয়ার চিহ্ন দেখানো ৩০৭ ধারা যুক্ত করার জন্য নিশ্চিৎ কাজ হতে পারে না। ৪০ পাতার কেইস ডায়েরি বিচারের পক্ষে রায় অভিযুক্তকে সওয়াল এবং বক্তব্য শুনে অতিরিক্ত সিজএম সৌম্য বিকাশ দাস। সায়নী ঘোষ পূর্ব মহিলা থানায় তাকে রাখার পর শাসকদলের দুকুতিদের আক্রমণের কথা প্রকাশে আদালতে বলেন। বিচারক দুই পক্ষের বক্তব্য শোনার পর মন্তব্য করেন। অভিযুক্তের বক্তব্যের পর দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষ হয়েছে এই ধরনের কোনও প্রমাণ তিনি পুলিশের কেইস ডায়েরিতে দেখতে পাননি। সায়নী কোথাও মুখামস্তীর সভা বাতিলের চেষ্টা অথবা মেরে ফেলার কথা বলেছেন এটাও প্রাথমিকভাবে প্রমাণিত নয়। খেলা হবে স্লোগানটি তৃণমূল কংগ্রেসের আগরতলা পূরনিগমের নির্বাচন প্রচারের অঙ্গ। সায়নী খুন করার চেষ্টা করছেন এই ধরনের কোনও প্রমাণ নেই। বিচারক জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে কোনও কঠোর শর্ত দিতে রাজী হননি। তিনি রায় উল্লেখ করছেন সায়নী ঘোষ একজন টিভির অভিনেত্রী। তিনি তদন্তে সায়নী করবেন এটা আশা করছেন। তাকে তদন্তে সাহায্য করার নির্দেশ দেন বিচারক। এদিন সায়নীকে আদালতে পেশ করার আগে থেকেই কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়। সন্ধ্যায় এসডিপিও রমেশ দাববের উপস্থিতিতে সায়নীকে আদালত থেকে নিয়ে যাওয়া হয়। আদালতে শুনানি চলার সময়ে হাজির ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী ব্রাত্য বসু, প্রাক্তন সাংসদ কৃশাল ঘোষ, সাংসদ সুস্মিতা দেব-সহ অনেকেই।

### উত্তাল খুমলুঙ

● **প্রথম পাতার পর** নিয়েগো কুড়ি লক্ষ টাকা নিয়েছেন। একদিকে সোশ্যাল মিডিয়ায় এমন বক্তব্যের ফুলগুরি অপরাদিকে বেকার ইঞ্জিনিয়াররা সরাসরি এসে মুখ কার্যনির্বাহী সদস্যদের কাছে ডেরেটেশনে শাশনি। এরকম পরিস্থিতিতে সোমবার খুমলুঙ-এ মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণ চন্দ্র জমতিয়াকে পাশে বসিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন উপমুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য অনিমেষ দেববর্মা। সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বলেছেন, তিপ্রা মথার নেতৃত্বাধীন এডিসি’র মূল লক্ষ্য উপজাতিদের উন্নয়ন। এমনকি নিয়োগের ক্ষেত্রেও একশতা শতাংশ রোষ্টার বজায় রেখে নিয়োগ চলছে বলেও তিনি জানিয়েছেন। তার বক্তব্য, বর্তমান এডিসি প্রশাসন যদি কারো প্রতি স্বজনপোষণ করে থাকে তাহলে সেটা হয়েছে স্বজাতির প্রতি। এডিসিতে উপজাতিদের স্বার্থ সুরক্ষা করতে গিয়েই তিপ্রা মথার নেতৃত্বাধীন এডিসি প্রশাসন নানা উদ্যোগ যে নিয়েছেন তাও এদিন অনিমেষবাবু জানিয়েছেন। এদিন চাকরির বিনিময়ে যুস কাড়ের বিষয়টি সরাসরি চালেঞ্জ জানিয়ে অনিমেষ দেববর্মা বলেছেন, কৃষি বিভাগে চাকরি কেলেঙ্কারিতে কুড়ি লক্ষ টাকা নিয়ে তার বিরুদ্ধে ‘কেউ যদি কুড়ি পয়সা যুস কিংবা কলেক্টরির অভিযোগ প্রমাণ করতে পারেন তিনি রাজনীতিই ছেড়ে দেবেন। বর্তমান এডিসি প্রশাসন অসম্ভবরকমভাবে স্বচ্ছতার সঙ্গে কাজ করাছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

### আর আপোশ নয়

● **প্রথম পাতার পর** তথ্যবিজ্ঞ মহল। তবে, মুখামস্তীর এই বক্তব্যের পর সুদীপ আশিসরা যে কার্যত দলে আরও কোণাসা হয়ে পড়লেন, তা বলাই বাহুল্য। মুখামস্তী বলেন, এটিটিএ



# হিন্দি ভাষায় বিজেপির সাংবাদিক সম্মেলন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক এবং রাজ্যের তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হন। সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই তারা বলেছেন, বিজেপির হাইকমান্ডের নির্দেশে তারা এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে হিন্দি ভাষায় কথা বলবেন। তবে কেন হিন্দি ভাষায় সাংবাদিক সম্মেলন তার পুরো বাখ্যা দেননি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক কিংবা রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। দু’জনেই বলেছেন, ৩৩৪টি পুর সংস্থার আসনের মধ্যে ১১২টি আসনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়ী হয়েছে বিজেপি। তার জন্য ভোটারদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। দু’জনেই বলেছেন রাজ্যে অশান্তি পাকানোর জন্য বহিরাগত এসেছে। তারা রাজ্যের বদনাম করছে, রাজ্যবাসীকে অপমান করছে। প্রতিমা ভৌমিক বলেন, বর্গিরা এসেছে লুট করতে। লুটের রাজত্ব কায়েম করেছে পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরাতেও তা করতে চায়। কটাক্ষ করে প্রতিমা ভৌমিক বলেন, আগে মমতা বানার্জী সকলের দিদি ছিলেন। এখন তিনি পিসি। দিদি থাকতে তিনি ছিলেন মমতাময়ী এবং মায়ের মতো। এখন তিনি পিসি হয়ে গেছেন। এখন আর তার মধ্যে মমতাময়ী ভাব নেই। শুধু এখানেই আক্রমণ সীমিত রাখেননি প্রতিমা ভৌমিক। ভাইপো শব্দে কটাক্ষ করে প্রতিমা ভৌমিক বলেছেন, ওই দলটা তো গরু পাচারকারী, চিটফাও কেলেক্কারি, খুন সন্ত্রাসের দল। পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে তারা। তৃণমূলের নাম উচ্চারণ করে রাজনৈতিক আক্রমণ শানিত

করলেন প্রতিমা ভৌমিক। তিনি এও বলেছেন, বর্তমান যে পরিস্থিতি চলছে সেখানে পশ্চিমবঙ্গের লুটপাটের সরকারের পরিচয় দিয়েছে তারা। ত্রিপুরাতেও তা

করতে চায়। সুশান্ত চৌধুরী বলেছেন, ত্রিপুরার বদনাম করে ত্রিপুরাবাসীকে অপমান করছে তৃণমূল। আইপ্যাকের নামে এই রাজ্যে যা চলছে তা কখনোই ছিল না। অভিযেকের বিরুদ্ধেও সর্বব হয়েছে সুশান্ত। বলেছেন, এখন তো কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থায় তদন্ত করা হচ্ছে। দেশবাসী তো সবই জানছে। তবে রাজ্যে তৃণমূলের কিছুই নেই। এই দাবি করে সুশান্ত বলেন, অভিযেকের তো ব্যস কম তাই বৃই-চারশো জন দেখেই মাথা খারাপ হয়ে যাচ্ছে। বর্তমান প্রেক্ষিতের বিষয়গুলো উল্লেখ করে সুশান্ত চৌধুরী আরও বলেন, ত্রিপুরায় যারা এসেছে তারা মুখ্যমন্ত্রীকে হুমকি দিচ্ছে। বিস্ত্রি ভাষায় কথা বলছে। পশ্চিমবঙ্গে নাকি এক সাথে পাঁচজনকে হত্যা করতে পারে। বিজেপির লক্ষ লক্ষ কর্মীরা বাড়িঘর ছাড়া প্রতিদিন আক্রমণের শিকার বিজেপির গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে তৃণমূল। ত্রিপুরায় এসেও অশান্তি পাকাতে চাইছে। সিপিএম’র সাথে গোপন

সমঝোতায় তৃণমূল কার্যত সিপিএমকেই বাঁকা পথে সুযোগ করে দিতে চাইছে। কিন্তু তা সফল হবে না। এ রাজ্যে বিজেপির আমলেই সুষ্ঠু অবাধ ও শান্তিপূর্ণ বিশ্বাস ও আস্থা বিজেপির প্রতি রয়েছে তা ইতিপূর্বে প্রমাণ হয়ে গেছে, ২৫ নভেম্বরের পর ২৮ নভেম্বরও তা প্রমাণ হবে। এদিন আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনিতে মহিলাদের নিয়ে বিজেপির সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। সুশান্ত চৌধুরীও বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনি জ্ঞানের অংশগ্রহণ করছেন। এদিন দু’জনেই দুটকঠে বলেন, বিজেপির ১০০ শতাংশ জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। বর্গিদের ভোট বাস্ত্বে মানুষ জবাব দেবে পাল্টা আক্রমণ তৃণমূলকে। অবশ্য এদিন বিজেপি নেতৃবৃন্দ অভিযেক বানার্জীর উত্থাপিত অভিযোগেরও পাল্টা জবাব দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গকে শেষ করে দিয়ে এখন ত্রিপুরার দিকে নজর দিয়েছে তৃণমূল। সেই রাজ্যের মানুষের জন্য কিছুই করছে না তৃণমূল। প্রতিমা ভৌমিকের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের একটি উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার জেলাশাসক অনুমতি দেননি। সুশান্ত চৌধুরীর কটাক্ষ সূরে আবেদন— অভিযেক বানার্জী আগে পশ্চিমবঙ্গ মানুষের জন্য কাজ করুক, তারপর ত্রিপুরায় এসে তার হিসাব দিক। মিথ্যার উপর ভর করে তৃণমূল রাজনীতি করছে বলে কটাক্ষ সুশান্ত’র। সব মিলিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করে বিজেপির এই দুই মন্ত্রী আক্রমণ শানিত করেছেন। অবশ্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে হিন্দি ভাষায় সাংবাদিক সম্মেলন করলেও সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বাংলা ভাষায় জবাব দেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

বিশ্বাস ও আস্থা বিজেপির প্রতি রয়েছে তা ইতিপূর্বে প্রমাণ হয়ে গেছে, ২৫ নভেম্বরের পর ২৮ নভেম্বরও তা প্রমাণ হবে। এদিন আগরতলা প্যারাডাইস চৌমুহনিতে মহিলাদের নিয়ে বিজেপির সভায় বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। সুশান্ত চৌধুরীও বিভিন্ন জায়গায় নির্বাচনি জ্ঞানের অংশগ্রহণ করছেন। এদিন দু’জনেই দুটকঠে বলেন, বিজেপির ১০০ শতাংশ জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। বর্গিদের ভোট বাস্ত্বে মানুষ জবাব দেবে পাল্টা আক্রমণ তৃণমূলকে। অবশ্য এদিন বিজেপি নেতৃবৃন্দ অভিযেক বানার্জীর উত্থাপিত অভিযোগেরও পাল্টা জবাব দিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গকে শেষ করে দিয়ে এখন ত্রিপুরার দিকে নজর দিয়েছে তৃণমূল। সেই রাজ্যের মানুষের জন্য কিছুই করছে না তৃণমূল। প্রতিমা ভৌমিকের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের একটি উন্নয়নমূলক অনুষ্ঠানে তিনি অংশ নিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সেখানকার জেলাশাসক অনুমতি দেননি। সুশান্ত চৌধুরীর কটাক্ষ সূরে আবেদন— অভিযেক বানার্জী আগে পশ্চিমবঙ্গ মানুষের জন্য কাজ করুক, তারপর ত্রিপুরায় এসে তার হিসাব দিক। মিথ্যার উপর ভর করে তৃণমূল রাজনীতি করছে বলে কটাক্ষ সুশান্ত’র। সব মিলিয়ে তৃণমূলকে নিশানা করে বিজেপির এই দুই মন্ত্রী আক্রমণ শানিত করেছেন। অবশ্য কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের নির্দেশে হিন্দি ভাষায় সাংবাদিক সম্মেলন করলেও সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বাংলা ভাষায় জবাব দেন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

## থানার ভেতরে হামলা, নিন্দা কংগ্রেসের

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২২ নভেম্বর ।। সোমবার দুপুরে কৈলাসহরের কংগ্রেস ভবনে সাংবাদিক সম্মেলন করে রবিবার আগরতলায় পূর্ব মহিলা থানায় ঢুকে তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা কর্মীদের উপর আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি বীরজিং সিনহা। সাংবাদিক সম্মেলনে বীরজিং সিনহা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক রুদ্রেন্দ্র ভট্টাচার্য। সাংবাদিক সম্মেলনে বীরজিং সিনহা বলেন, সারা রাজ্যে বিজেপি দল প্রতিদিন দিবারাত্রি সন্ত্রাস করে যাচ্ছে। আগরতলার পাশাপাশি ধর্মনিগর শহরে কংগ্রেস দলের মহিলা প্রার্থীকে বাড়ি ঘরে ঢুকে সন্ত্রাস করেছে এবং প্রাণনাশের হুমকি দেওয়ার পর কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থী রাজ্য ছেড়ে আসাম চলে যান। বীরজিং সিনহা আরও বলেন যে, বিজেপি দল এবং তৃণমূল কংগ্রেস দুই দলই সন্ত্রাসী দল। পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সারা রাজ্যে সন্ত্রাস করা হচ্ছে আর উল্টো দিকে ত্রিপুরা রাজ্য বিজেপি সারা রাজ্যে সন্ত্রাস করছে। বিজেপি দল এবং তৃণমূল কংগ্রেস মৃত্যুর এগিৎ এবং গুপ্তি। বীরজিং সিনহা আরও বলেন যে, বিজেপি দল এত বেশি সন্ত্রাস করেও এরা বুঝে গেছে তাদের সাথে সাধারণ মানুষের সমর্থন নেই। তাই রাজ্যের একজন মুখ্যমন্ত্রী হয়েও বড় মাঠে জনসভা করার সাহস দেখাতে পারেননি বিপ্লব কুমার দেব। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব কৈলাসহরের মূল রাজ্য অবরোধ করে পথসভায় যোগ দিচ্ছেন। যা একেবারেই লঙ্ঘন বিষয়।

## অগ্নিদগ্ধা বধু সংকটাপন্ন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২২ নভেম্বর ।। নিজের গায়ে কেরোসিন তেল ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা এক গৃহবধুর। ঘটনা সোমবার সকালে বিলোনিয়া মহকুমা়র বরপাখরী এলাকায়। গৃহবধুর স্বশ্রববাড়ি রাজনগর রকেটগৌরদ বাজার এলাকায়। মানসিক অবসাদের জেরে এই ঘটনা বলে জানান গৃহবধুর মা। ঘটনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বধুর মা জানান, নিকট আত্মীয়ের বাড়িতে যাওয়ার নাম করে সবার নজর এড়িয়ে এদিন সকালে তার অমেয়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে দেয়। বাথরুম থেকে ধোঁয়া উঠতে দেখতে পান তারা। মা, ভাই-সহ পরিবারের অন্য সদস্যরা দৌড়ে গিয়ে আগুন নিভিয়ে বিলোনিয়া হাসপাতালে নিয়ে আসে চিকিৎসার জন্য। গৃহবধুর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসক সাথে সাথে আগরতলা জিবিপি হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য স্থানান্তরিত করে দেয়। গৃহবধুর ১৬ বছরের এক পুত্র ও ১৪ বছরের এক কন্যা রয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। মেয়ের শারীরিক অবস্থা দেখে তার মা কান্নায় ভেঙে পড়েন বিলোনিয়া হাসপাতালে। বধুর প্রাণ রক্ষা করা যাবে কিনা তা নিয়ে কিছুই বলতে চাননি কর্তব্যরত চিকিৎসক। গৃহবধুর প্রাণ রক্ষার জন্য সবাই প্রার্থনা করছেন। তার শরীরের অধিকাংশ অংশ ঝলসে গেছে। ঘটনার খবর পেয়ে স্বশ্রববাড়ির লোকজনও হাসপাতালে ছুটে আসেন। তবে কি কারণে বধু মানসিক চাপে ছিলেন তা জানা যায়নি।

## ২৪ ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত নিতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। পুর নির্বাচনে এক বাম প্রার্থীর মনোনয়ন জোর করে প্রত্যাহার করানোর অভিযোগে নির্বাচন কমিশনারের কাছে জানাতে নির্দেশ দিয়েছিল উচ্চ আদালত। অভিযোগ জানানোর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে ব্যবস্থা নিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রয়োজনে এই বিষয়ে তদন্ত করতে পারবেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার। সোমবার ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের বিচারপতি শুভাশিস তলাপার, বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বোর্ডে বসেবাসের মনোনীত প্রার্থী নিকুঞ্জ দেবনাথের মামলাটি উঠেছিল। নিকুঞ্জ দেবনাথ ধর্মনিগর পুর পরিষদের ৩নং ওয়ার্ডের প্রার্থী ছিলেন। তিনি ২৭ অক্টোবর নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার জন্য আবেদনপত্র তুলেছিলেন। ৫ নভেম্বর মনোনয়নপত্র পরীক্ষা

হওয়ার কথা ছিল। মনোনয়ন তুলে নেওয়ার শেষ তারিখ ছিল ৮ নভেম্বর। কিন্তু ৪ নভেম্বর রবিবার ছুটির দিনই মনোনয়ন প্রত্যাহার করেন নিকুঞ্জ। তার আইনজীবী সৈকত সাহার দাবি, ৪ নভেম্বর, দীপাবলি উপলক্ষে সরকারি ছুটি ছিল। ওইদিন ৭ থেকে ৮ জনের দৃষ্টিতে বাইকে চেপে নিকুঞ্জের বাড়িতে যায়। তাকে ধমকিয়ে রিটার্নিং অফিসারের অফিসে নিয়ে যায়। সকাল ১০টা ২০ মিনিট নাগাদ ছুটির দিনই রিটার্নিং অফিসার অফিস খুলেন। তিনি মনোনয়নপত্র প্রত্যাহারের দরখাস্ত গ্রহণ করেন। সৈকত সাহার দাবি, মনোনয়ন পরীক্ষা করা শেষ না হওয়া পর্যন্ত তা প্রত্যাহার করা যায় না। জোর করে মনোনয়ন প্রত্যাহার করানো বেআইনি। এই কারণে তিনি ৩নং ওয়ার্ডের নির্বাচন আপাতত স্থগিত রেখে নতুন তারিখ ঘোষণা করার আবেদন জানান। কারণ এর আগে

রিট পিটিশনের ফয়সলা চেয়েছিলেন নিকুঞ্জ। উচ্চ আদালত দুই পক্ষের শুনানির পর অবশ্য নির্বাচনের তারিখ নতুন করে ঘোষণা করেনি। তবে আবেদনকারীকে বলা হয়েছে, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারের কাছে তার অভিযোগ জানিয়ে রিপ্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য। ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই যাতে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিজে সিদ্ধান্ত নেন। শুধু তাই নয়, উচ্চ আদালত নির্দেশ দিয়েছে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে আবেদনকারীর উপর ভয়ভীতি দেখানো হয়েছিল কিনা তা কমিটি করে তদন্ত করে দেখার জন্য। তাকে নিরাপত্তা দিতেও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এই মামলায় আইনজীবী সৈকত সাহাকে সাহায্য করেন আইনজীবী সাগর বণিক এবং সৌগত দত্ত। রাজ্য সরকারের পক্ষে অ্যাডভোকেট জেনারেল সিদ্ধার্থ শঙ্কর দে সওয়াল করেন।

## বৃদ্ধার তিন লক্ষ হাতিয়ে নিল মুহুরি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। আদালত চত্বরে মুহুরি সুমন সাহার বিরুদ্ধে তিন লক্ষ টাকা হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠলো। এই ঘটনায় পূর্ব থানায় অভিযোগ করেছে প্রতিমা রানি সাহা নামে টাউন প্রতাপগড় এলাকার এক বৃদ্ধা। যদিও এই ঘটনায় এখনও অফআইআর নেয়নি পুলিশ বলে জানা গেছে। অভিযুক্ত মুহুরি সুমন সাহার বক্তব্যও পাওয়া যায়নি। প্রতিমাদেবীর দাবি, ২০২০ সালের ২৬ এপ্রিল তার স্বামী মারা যায়। স্বামীর সঙ্গে তার একটি যৌথ ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ছিলো স্টেটাল ব্যাঙ্কে। এই অ্যাকাউন্টে দশ লক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা ছিলো। স্বামীর মৃত্যুর পর ব্যাঙ্ক থেকে টাকা তুলতে যান প্রতিমাদেবী। কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ বেশ কিছু কাগজের কারণ দেখিয়ে টাকা দিতে রাজি হননি। এই কারণে প্রতিমা আগরতলা আদালত চত্বরে তারই পরিচিত চায়ের দোকানদার নারায়ণ সাহার সঙ্গে আলোচনা করেন। নারায়ণ আদালতের মুহুরি সুমন সাহার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন। যথারীতি সুমন প্রতিমাদেবীর কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র রেখে দেন। প্রতিশ্রুতি দেন, সবকিছু তৈরি করে তাকে ফোন করবেন। যথারীতি গত বছরের ৪ ডিসেম্বর রাত এগারোটো নাগাদ সুমনা তাকে ফোন করে জানান পরদিন তাকে ব্যাঙ্ক যেতে। ব্যাঙ্কের সামনে দুটি ঢেকে প্রতিমার স্বাক্ষর নেওয়া হয়। একটি ঢেকে পাঁচ লক্ষ টাকা। ব্যাঙ্কের ভেতর প্রবেশ করছেই এক অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দেওয়া হয়। ক্যাশ কাউন্টার থেকে ৫ লক্ষ টাকা তোলা হয়। এর মধ্যে দুই লক্ষ টাকা প্রতিমার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। বাকি তিন লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কের সামনেই অপরিচিত একজন লোককে দেওয়া হয়। বলা হয় ওই টাকা কয়েকদিন পরেই তার অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে। ১৫ মাস কেটে গেলেও সুমনা তিন লক্ষ টাকা ব্যাঙ্কে জমা করেনি। এখন এই টাকা সম্পর্কে কোনও কথাও বলতে নারাজ। বৃদ্ধা প্রতিমাদেবী প্রতারিত হয়ে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন। তিনি সাংবাদিকদের কাছে সাহায্য চাইছেন। পুলিশ প্রাথমিকভাবে এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখন পর্যন্ত অভিযোগটি অফআইআর হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি বলে জানা গেছে।

## দুষ্কৃতিদের ছাড়পত্র দিয়েছে প্রশাসন ঃ টিএইচআরও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। পূর্ব আগরতলা মহিলা থানায় সাংবাদিকদের ও রাজনৈতিক দলের নেতা ও কর্মীদের উপর দুষ্কৃতিকারীদের উপর্যুপরি হামলার ঘটনার গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ জানিয়েছে ত্রিপুরা হিউমান রাইটস অর্গানাইজেশন (টিএইচআরও)। থানা যখন দুষ্কৃতিকারীদের অবাধ রণক্ষেত্র তখন রাজ্যে আইনের শাসন যে কতটা বিপন্ন তা স্পষ্ট বলে টিএইচআরও অভিমত প্রকাশ করেছে। পুর নির্বাচনকে হ্রসবে পরিণত করে ত দুষ্কৃতিকারীরা পরিকল্পিতভাবে সন্ত্রাস সৃষ্টি করছে বলে অভিযোগ করা হয়েছে টিএইচআরও সম্পাদক পুরুষোত্তম রায়বর্মা। রাজ্য সরকার বিশেষভাবে আরক্ষা প্রশাসন দুষ্কৃতিকারীদের অবাধ ছাড়পত্র দিয়েছে বলে গুরুতর অভিযোগ করেছে টিএইচআরও। এক বিবৃতিতে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নিয়ে

বিরোধী দলের নেতা ও কর্মীদের পুলিশ অহেতুক গ্রেফতার-সহ বিভিন্নভাবে হেনস্থা করছে বলে অভিযোগ করেছে টিএইচআরও। পুর নির্বাচন যাতে হ্রসবে পরিণত না হয় এবং ভোটাররা যাতে অবাধে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেন তার জন্য রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দাবি করেছে টিএইচআরও।

## শুনানি হতে পারে সুপ্রিম কোর্টে

কলকাতা, ২২ নভেম্বর ।। ত্রিপুরার পরিস্থিতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিল তৃণমূল। সোমবার তৃণমূলের দায়ের করা মামলা গ্রহণ করলো দেশের শীর্ষ আদালত। ২৩ নভেম্বর মঙ্গলবার এই মামলার শুনানি হবে সুপ্রিম কোর্টে। ২৫ নভেম্বর পুরসভা এবং নগর পঞ্চায়েতের ভোট রয়েছে ত্রিপুরায়। সেই ভোটারে আগে সে রাজ্যে শাসকদল বিজেপি-র হাতে আক্রান্ত হচ্ছেন তৃণমূলের নেতা-কর্মীরা। গত কয়েক মাস ধরে একাধিক বার হামলা হয়েছে তাঁদের উপর। এই পরিস্থিতিতে ত্রিপুরার আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। কোনও বিরোধী দলকে সভা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না সেখানে। এর জেরে অবমাননা হচ্ছে সুপ্রিম কোর্টের দেওয়া রায়। যে রায় দেশের শীর্ষ আদালত জানিয়েছিল, নির্বাচনের আগে সব বিরোধীদলকে প্রচারের সুযোগ দিতে হবে। এই রায়ের অবমাননা হচ্ছে বলে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ তৃণমূল। তবে তৃণমূলের এই পদক্ষেপকে কটাক্ষ করতে ছাড়াইনি বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেছেন, “মাথায় দুটো ইট পড়েছে, তাইতো সুপ্রিম কোর্টে ছুটলো। আর দুটো ইট পড়তে তো রাষ্ট্রপুঞ্জ যাবে।”

## বিমানবন্দরে বোমা আতঙ্ক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। আগরতলা বিমানবন্দরে বোমা আতঙ্ক। সোমবার সকালে বিমানবন্দরে একটি কালো রঙের বড় ব্যাগ উদ্ধার ঘিরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। তৃণমূল দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিমান অবতরণের আগেই এই ব্যাগ ঘিরে ব্যাপক কৌতূহল তৈরি হয়ে যায়। গুল্লন রটে যায় ব্যাগের ভেতর বোমা রয়েছে। পুলিশ বোম স্কোয়াড এবং ডগ স্কোয়াড বোমা স্ক্রাউল করে। ব্যাগটি যাত্রীদের আসার পর যেখানে ব্যাগগুলি রাখা হয় সেই পার্কিং এলাকাতেই ছিল। ব্যাগের চারপাশ পুলিশ ব্যারিকেড করে নেয়। সি সি টিভির ফুটেজ দেখে আগরতলা বিমানবন্দরের অধিকর্তা এসডি বর্মণ জানিয়েছেন, ইন্ডিগো বিমানে কলকাতা থেকে আগরতলায় একজন যাত্রী এসেছিলেন সকালে। একজন যাত্রী সন্তবত ব্যাগটি রেখে চলে গেছেন। কলকাতা বিমানবন্দর থেকে নিরাপত্তা সত্ত্বান্ত ছাড়পত্র নেওয়ার পরই এই ব্যাগ ঘিরে উঠানো হয়েছিল। বোম স্কোয়াড একে নিশ্চিত করেন ব্যাগের মধ্যে বোমা নেই। যে যাত্রী ব্যাগ হেলে গেছে তার সন্ধান চলছে। প্রসঙ্গত, এই ব্যাগ উদ্ধার ঘিরেই গোটা রাজ্যেই অভিযেক বন্দ্যোপাধ্যায় আসতে পারবেন কিনা তার উপর আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল।

## আটক চোর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। শহরে বাড়ছে চুরি। এবার কৃষ্ণনগরে অমরেন্দ্র দেববর্মার নতুন নির্মিত বিল্ডিং বাড়িতে চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়লো এক যুবক। এই ঘটনায় পশ্চিম থানায় মামলা করা হয়েছে। অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ। অমরেন্দ্র’র বাড়িতে এক অল্প বয়সের যুবককে ঘোরাক্ষেত্র করতে দেখে আটক করা হয়। ওই যুবক নিজেকে প্রপ্নমে টাইলসের মিস্ত্রি বলে দাবি করে। তার ব্যাগে নতুন নির্মায়মান বাড়ির বহু সামগ্রী ছিল। জিজ্ঞাসাবাদ করলেই অভিযুক্ত চুরির কথা স্বীকার করেন না। এরপরই তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

## আবারও মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। করোনা আবারও মৃত্যু। সোমবার নতুন করে মাত্র একজন আক্রান্ত শনাক্ত হলেও বাড়লো মৃত্যু। নতুন আক্রান্ত বেড়েছে একজন পশ্চিম জেলার। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে ২৪ ঘণ্টায় ২ হাজার ২৮৬ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে ২২৯ জনের আরটিপিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা হয়। বাকিদের আন্টিজেন টেস্ট হয়েছে। আরটিপিসিআর-এ একজন করোনা মুক্ত হয়েছেন। ১৪ জন। রাজ্যে করোনা আক্রান্ত এখন পর্যন্ত ৮১৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত ৬১ জন করোনা আক্রান্ত চিকিৎসাধীন অবস্থায় আছেন। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় কিছুটা নামলো পজিটিভের খবর। এই সময়ে পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে ৮ হাজার ৪৮৮জন। মারা গেছেন ২৪৪জন।

## জয়ের সম্ভাবনা দেখছেন উমা



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। আগরতলা পুর নির্বাচনে জয়ের আশা দেখছেন চার নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থী উমা গোপা। মূলত বিহারী এবং মুসলিম ভোটারদের অধ্যুষিত এই এলাকা তৃণমূল প্রার্থী উমা গোপের জয় অকেচটাই নিশ্চিত ভাবছেন এলাকাবাসীরাও। উমা শিক্ষাবিজ্ঞানে স্নাতকোত্তর পাশ করেছে। ২৬ বছরের এই গৃহবধু বিজেপি প্রার্থী সুপর্ণা দেবনাথকে কড়া চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে ইতিমধ্যেই। জানা গেছে, চার নম্বর ওয়ার্ড এলাকায় ৬৫২ জন ভোটার রয়েছেন। তাদের মধ্যে প্রায় আড়াই হাজার ভোটার বিহারী। ১৮০ ভোটার মুসলিম। তারা উমা গোপের উপর আশ্বাস রাখতে চাইছেন। সুপর্ণা দেবনাথ আগেও কাউন্সিলারের দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু তার কাছে খুশি নন ওয়ার্ডের বহু পরিবার। এই কারণে তারা চাইছেন শক্তিতে কোনও লোক কাউন্সিলার হিসেবে জয় পান। এমনিতেও উমা গোপের সুমন রয়েছে এলাকায়। তৃণমূলের প্রার্থী হয়ে বাড়ি বাড়ি প্রচারেও সাড়া পেয়েছেন তিনি। এলাকার মধ্যে উমার বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলার মতো কোনও কিছু নেই বিজেপি এবং সিপিএম-র শিবিরেও। বিশেষ করে শান্ত ও নম স্বভাবের উমাকে দেখে নিতে চাইছেন বেশ কয়েকটি পরিবার। এলাকাবাসীদের বিশ্বাস, পুরভোটে বিজেপি প্রার্থীর সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এখন উমা। প্রসঙ্গত, পুরভোটে আগরতলার বেশ কিছু এলাকায় সন্ত্রাসের অভিযোগ উঠেছে। কিন্তু চার নম্বর ওয়ার্ডে সেই অর্থে দুর্বৃত্তা আক্রমণ করতে পারেনি। বাইক বাহিনীও রীতিমতো এই এলাকায় দুর্বল হয়ে পড়ে। এলাকার অমরেন্দ্র বক্তব্য, জোর জবরদস্তি করে এই এলাকায় ভোট পাওয়া যাবে না। যে কারণে তারা উমাকে জয়ী হিসেবে দেখতে পাচ্ছেন।

# কথা দিয়েছেন শাহ

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর ।। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ’র সঙ্গে ত্রিপুরা পরিস্থিতি নিয়ে বৈঠক করলো তৃণমূল প্রতিনিধি দল। সোমবার বিকেল ৪টে থেকে প্রায় আধ ঘণ্টা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে ১৫ জন তৃণমূল সাংসদ বৈঠক করেন। বৈঠকের পর তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় বলেন, “কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, ত্রিপুরার আর সন্ত্রাস হবে না।” আর এক সাংসদ কল্যাণ বলেন, “আমরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি জমা দিয়েছি। সায়নী ঘোষের

কথাও জানিয়েছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, ‘আপনাদের কথা শুনলাম। এবার রাজ্য সরকারের বক্তব্য শুনে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখার জন্য উপযুক্ত পদক্ষেপ করার কথা বলব।’ বৈঠকের পর আর এক তৃণমূল সাংসদ দোলা সেন বলেন, “চাপের মুখে কেন্দ্র যেমন কৃষি আইন প্রত্যাহার করেছিল তেমনই চাপে মুখে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দেখা করতে রাজি হলেন।” সোমবার সকালেই ত্রিপুরার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য

অমিতের সাক্ষাতের অনুমতি চেয়েছিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার নেতা ডেরেক ও’রায়েন। কিন্তু তিনি তৃণমূল সাংসদদের দেখা করার সময় দেননি বলে জানা গিয়েছে। এরপর সাংসদরা অমিতের দফতরের বাইরে বসে পড়েন এবং বিক্ষোভ দেখান। শেষ পর্যন্ত বিকেলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিতানন্দ রাই তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফোন করে ত্রিপুরা পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য তৃণমূলের প্রতিনিধিদের সময় দিয়েছেন শাহ।

## জলের দাবিতে রাস্তা অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। পানীয় জলের জন্য রাস্তা অবরোধ। ঘটনা সোমবার সকালে গান্ধীগ্রামের কাঁঠালতলি সড়কে। যুব মোর্চার নেতা রূপক দাসের প্রতিশ্রুতিতে উঠেছে অবরোধ। জানা গেছে, কাঁঠালতলি এলাকায় সংঘটিত বহু বাড়িতে পানীয় জলের সংযোগ দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ করে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর থেকে ব্যাপক হারে জলের লাইন বাড়ি বাড়ি পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু

পাইপ লাইনে ঠিকমতো জল আসছে না কারোর বাড়িতেই। গোটা দিনে কয়েক বার্তা জলই শুধুমাত্র পাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। কাঁঠালতলি এলাকায় আরও খারাপ অবস্থা। পানীয় জলের ধংসে শেষ পর্যন্ত রাস্তা অবরোধে নামেন এলাকার বাসিন্দারা। আগরতলা বামুটিয়া সড়ক অবরোধ করে রাখা হয়। খবর পেয়ে ছুটে যান পঞ্চায়েত সদস্যরা। প্রশাসনের আধিকারিকদের আসার আগেই গ্রামবাসীরা যুব মোর্চার নেতার

প্রতিশ্রুতিতে অবরোধ তুলে নেন। এমনকী পঞ্চায়েত প্রধানের প্রতিশ্রুতি দরকার মনে করেননি গ্রামবাসীরা। এদিকে পানীয় জলের পাইপ বাড়ি বাড়ি পৌঁছানো হলেও জল উৎপাদন অনেক কমে গেছে বলে অভিযোগ। যে কারণে গোটা এলাকার বাসিন্দারা পানীয় জল কম পাচ্ছেন। গান্ধীগ্রাম বাজারের পাশে পানীয় জল অফিসের পুরোনো ট্যাঙ্ক ছিল। এই এলাকা ব্যবহার করে জল উৎপাদন বাড়ানোরও দাবি উঠেছে।

# বাইপাস রাস্তার বেহাল অবস্থা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২২ নভেম্বর ।। শহর আগরতলার সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তা হল বাইপাস রাস্তা। বহিরাব্রাজা থেকে রাজ্যে আগত লরিগুলির মধ্যে বেশিরভাগ লরি কিংবা অন্যান্য গাড়িগুলি এই বাইপাস রাস্তাকেই ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এ রাজ্যের মানুষের কাছে নানান প্রশ্ন কিংবা সন্দেহের দানা বঁধতে শুরু করেছে। এই বাইপাস রাস্তাটি খয়েরপুর থেকে আমতলী পর্যন্ত গেছে। এই বাইপাস রাস্তার নিরাপত্তার দায়িত্বে চার-চারটি থানা রয়েছে, যেমন খয়েরপুর ফাড়ি থানা, শ্রীনগর থানা, পূর্ব আগরতলা



থানা এবং আমতলী থানা। চার চারটি থানা দায়িত্বে থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণ বাইপাস রাস্তায় পুলিশি নাকা পয়েন্ট রয়েছে মাত্র দুইটি। তার মধ্যে একটি হলো আমতলী থানার সামনে আর অন্যটি হলো বাইপাস রাস্তা থেকে আনন্দনগর যাওয়ার

মুখে। দীর্ঘদিন ধরেই নেশা কারবারিরা তাদের নেশা সামগ্রী নিয়ে শহর দিয়ে না গিয়ে বিকল্প পথেই বাইপাস রাস্তায় পৌঁছানোর চেষ্টা করে। গাঁজা পাচারকারী থেকে শুরু করে বিভিন্ন নেশা সামগ্রী নিয়ে এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করে।

অথচ সম্পূর্ণ বাইপাস রাস্তায় দু-দুটি নাকা পয়েন্ট রয়েছে। আর অন্যদিকে বাইপাস রাস্তার বেহাল দশা। গাড়ি চালকরা দীর্ঘদিন ধরেই রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। যদিও অল্পবিস্তর কাজ করা হচ্ছে

এই বাইপাস রাস্তায়। কিন্তু সাধারণ জন্মনে প্রশ্ন, রাস্তা সংস্কার কিংবা রাস্তার পাশের ড্রেন নির্মাণের কাজ কি শুধু নেশা কারবারিদের জন্যই করা হচ্ছে? আর প্রায়শই বাইপাস রাস্তায় রাতে সব থেকে বেশি যান দুর্ঘটনা ঘটেছে। তার কারণ শুধুমাত্র রাস্তার পাশে কোন লাইট নেই। যার ফলে যান দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে ছিনতাইবাজদের দৌরাডা অনেক বেশি। যান চালকদের অভিযোগ, বাইপাস রাস্তায় রাতের বেলা কোন ধরনের পুলিশের টহলদারি থাকে না। যার দরুন রাতের বেলা পথচলতি মানুষই যান চালকদের নানান সমস্যা়া পড়তে হচ্ছে।



# টিপস্ দিয়ে গেলেন অভিষেক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবকে যদি সুপ্রিম কোর্টে ল্যাজে-গোবরে না করতে পারি, আমার নাম অভিষেক বন্দোপাধ্যায় নয়। টেনে টেনে নেবো সুপ্রিম কোর্টে। আর ভোটটারদের উদ্দেশ্যে বলছি, নিজের ভোটটা নিজে দিতে যা করার, আপনার মাথায় যা আসছে তা-ই করুন— কথাগুলো বললেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দোপাধ্যায়। সোমবার ‘গণতন্ত্র বিপন্ন’—এবার এই ব্যানারেই সাংবাদিক সম্মেলনে মিলিত হলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী। শহরে পদযাত্রা করার কথা ছিল তাঁর। রবীন্দ্র ভবনের সামনে থেকে এই কর্মসূচি ছিল। কিন্তু রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে পুলিশ প্রশাসন অভিষেক ব্যানার্জীর পদযাত্রার অনুমতি দেয়নি। রাজ্যে এসে সার্বিক পরিস্থিতি এবং গত কয়েক ঘণ্টা ধরে ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে সরব হন অভিষেক। পড়ন্ত বিকালে একটি বেসরকারি হোটেলে আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে অভিষেক ব্যানার্জী বলেছেন, সহিংস দমন পীড়নের রাস্তায় হাঁটছে বিজেপি এবং তার পরিচালিত সরকার। নিজদের রেকর্ড নিজেরাই ভাঙছে। ভারতবর্ষের কোথাও বিরোধীদের রাস্তায় নামতে দেওয়া হয় না এমন ঘটনার নজির নেই। কিন্তু ত্রিপুরায় তা করে দেখাচ্ছে বিজেপি। যাদের হাতে অহিন তথা মানুষের নিরাপত্তা রক্ষার দায়িত্ব সেই পুলিশ এবং থানা আজ নিরাপদে নয়। পুলিশের সামনেই আক্রমণ, থানায় ভাঙচুর, তাণ্ডব। যে রাজ্যে খোদ থানা এবং পুলিশ নিরাপদে নেই সেই রাজ্যের মানুষ কতটা নিরাপদে আছে তা সহজেই অনুমেয়। অভিষেক ব্যানার্জীর দাবি, পশ্চিমবঙ্গে দ্বারায় সরকার আর ত্রিপুরার দ্বারায় গুণ্ডা। এখন মান্তানরা হেলমেট পরে এসে নিম্নমণ্ডাবে আক্রমণ করে। সাধারণ মানুষ থেকে সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধি কেউই এই আক্রমণ থেকে রক্ষা পাচ্ছে না। সারা দেশের সামনে ত্রিপুরার ভাববৃত্তি ৫০ বছর পিছিয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার। তিনি রাজ্যবাসীরা কাজ হাতজোড়



করে বলেন, যাচ্ছে তাই করা এবার বন্ধ করতে হবে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশও মানছে না এই সরকার। কারণ বিজেপি বুঝে গেছে তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। আর তার জন্যই এই অবনতি ও পরিস্থিতি। সুপ্রিম কোর্ট যে নির্দেশ দিয়েছে তা না মানার জন্য আদালত অবমাননার মামলা করেছে তৃণমূল। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে সুপ্রিম কোর্টে মঙ্গলবার গুনানি বলে জানান অভিষেক। অভিষেক ব্যানার্জী স্পষ্ট ভাষায় বলেন, তৃণমূল আর পাঁচটি রাজনৈতিক দলের মতো নয়। তৃণমূলকে যত মারবে তৃণমূল ততো বাড়াবে। এখনতো পাড়ায় পাড়ায় গুন্ডাদের লেলিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃণমূল যেখানে বলছে আগরতলায় নবরত্ন সেখানে বিজেপি ভিড়চ্ছে গুন্ডারাজ। ভোটারদের উদ্দেশ্যে অভিষেকের বার্তা আগরতলায় নবরত্নের বাস্তবায়ন করে ভারতসভায় ত্রিপুরাকে তুলে ধরার সুযোগ গ্রহণ করুন। তিনি বলেন, দ্বারারে গুন্ডা চান নাকি দ্বারারে সরকার চান এবারের ভোটেটা স্থির করে নিন। ভোটারদের উদ্দেশ্যে তিনি এও বলেছেন, নিজের ভোটটা নিজে দিন। নিজের ভোটটা দিতে যা করার আপনার মাথায় যা আসছে তাই করুন। বুক চিতিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ুন। এতদিন যারা আপনাকে বোকা বানিয়েছে তাদের সামনে ত্রিপুরার ভাববৃত্তি ৫০ বছর পিছিয়ে দিয়েছে বিজেপি সরকার। তিনি রাজ্যবাসীরা কাজ হাতজোড়

সাথে কথা বলে দ্বারারে সরকারের অবস্থান জেনে নিন, বিজেপির একনায়কতন্ত্ররাজ বন্ধ করতে হবে। গায়ের জোরে ক্ষমতায় টিকে থাকা যায় না। ১০০টির উপর এক্সআইআর তৃণমূলের তরফে করা হয়েছে বিভিন্ন থানায়। কিন্তু গ্রেফতার দুবের কথা অভিযুক্তদের থানায় ডেকে এনে জিজ্ঞাসাও করেনি পুলিশ। ১১জন মহিলা প্রার্থী আক্রান্ত হয়েছে। কোনও ব্যবস্থা নেই। এতো সুপ্রিম কোর্টকেও বুড়ো আঙুল দেখাচ্ছে। পাড়ায় পাড়ায় বোমা ফটানো, হাঙ্গামার রাজনীতি চলছে। ভেঙে দাও, গুড়িয়ে দাও, এটাই করছে বিজেপি। আর তৃণমূল পশ্চিমবঙ্গে সাজিয়ে দাও, গুড়িয়ে দাও রাজনীতি করছে। সবার কাছে দাঁড়াতে চায়। কারণ সাধারণ মানুষ কর্তব্য পালন করছে। ভোটারদের উদ্দেশ্যে আবারও বললেন অভিষেক—আপনারা কোন্টা চান ভেঙে দাও গুড়িয়ে দাও, নাকি সাজিয়ে দাও গুড়িয়ে দাও। বিজেপি লুটের রাজ কায়েম করছে।

অভিষেক বলেছেন, তৃণমূলকে মারতে মারতে হাঁপিয়ে যাবে। কিন্তু তৃণমূলকে কিছু করতে পারবে না। বিপ্লব দেবকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অভিষেক বলেছেন, সুপ্রিম কোর্টে এই বিপ্লব দেবকে ল্যাজে-গোবরে না করতে পারলে তার নাম অভিষেক বন্দোপাধ্যায় নয়। টেনে টেনে নিয়ে যাবেন সুপ্রিম কোর্টে। রীতিমতো হুমকির বার্তা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী। তিনি এও বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকল নেতারাি বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায় থেকে শুরু করে সকলকেই হুমকি দিয়েছে। অঙ্গভঙ্গী করে ভাষণ দিয়েছে। খোদ প্রধানমন্ত্রী দিদি দিদি শব্দ উচ্চারণ করে তিনি তার পরিচয় দিয়েছেন। কিন্তু তৃণমূল মনে করে সকলের প্রধানমন্ত্রী। ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অভিষেক বলেন, নরেন্দ্র মোদি আমাদের প্রধানমন্ত্রী, আপনারও প্রধানমন্ত্রী। কিন্তু নরেন্দ্র মোদি আপনার (পড়ুন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী) নেতা আমার নেতা নয়। বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে যা যা করেছে সেই রাজ্যে পাল্টা তৃণমূল কিছু করেনি। এটা তৃণমূলের দুর্বলতা নয়, এটা তৃণমূলের সৌজন্যতা। কেন্দ্রে-রাজ্যে এক সরকার ত্রিপুরার অভিষেক।এআইএক দিয়ে তদন্ত করে তাদের গ্রেফতার করতেও বলেছেন অভিষেক। শাহরুখ পুত্রকে যেভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে সেভাবে পশ্চিমবঙ্গে লুকিয়ে থাকা ত্রিপুরার তিন দাগি ড্রাগ মافیয়াকে ধরতে পাল্টা বার্তা দিলেন অভিষেক। তবে এদিনও তিনি বলেছেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমারের নাম এখন বিগ ফ্লপ দেব।

তৃণমূল। তৃণমূল রয়েছে ত্রিপুরার মানুষের হৃদয়ে। হাজার হাজার মানুষ আজ তৃণমূলের সাথে। গত কয়েক ঘণ্টার ঘটনা উল্লেখ করে তিনি বলেন, তিন মাসের সময়ে তৃণমূলকেই এতো ভয়। ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের তো আরও অনেক বাকি। সকলের গুন্ডার অবসান করতে হবে। বিজেপির পতন শুধু সময়ের অপেক্ষা। বিজেপি সরকারকে উৎখাত করবেই তৃণমূল প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বার্তা অভিষেকের। তিনি এও বলেছেন, গত কয়েক ঘণ্টার ঘটনায় সংবাদমাধ্যম থেকে সাধারণ মানুষ সকলেই তৃণমূলের সাথে আছে। তার জন্য তিনি ধন্যবাদও জানান। গণতন্ত্র বাঁচানোর লড়াইয়ে সকলেই शामिल। তবে রাজ্যের এসব ঘটনায় জাতীয় মানবাধিকার কমিশন কিছু ব্যবস্থা না নেওয়ায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, তার জন্য লজ্জা লাগা দরকার। তৃণমূল সব আসনে প্রার্থী দিতে পরেছে। যারা বলছে তৃণমূলের কিছুই নেই এ থেকে শিক্ষা নেওয়া উচিত। পশ্চিমবঙ্গে ত্রিপুরার ড্রাগ মافیয়া আছে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও উদ্যোগ নেই। এই অভিযোগের জবাব দিলেন অভিষেক।এআইএক দিয়ে তদন্ত করে তাদের গ্রেফতার করতেও বলেছেন অভিষেক। শাহরুখ পুত্রকে যেভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে সেভাবে পশ্চিমবঙ্গে লুকিয়ে থাকা ত্রিপুরার তিন দাগি ড্রাগ মافیয়াকে ধরতে পাল্টা বার্তা দিলেন অভিষেক। তবে এদিনও তিনি বলেছেন, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমারের নাম এখন বিগ ফ্লপ দেব।

## সুবলের বাড়িতে অভিষেক শহরের বৃকে প্রতিবাদ সভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। থানা চত্বরে হামলা, ভাঙচুর, তাণ্ডব, তৃণমূল কর্মী থেকে সাংবাদিক সকলের উপর নির্যম আক্রমণের প্রতিবাদের পাশাপাশি সুবল ভৌমিকের বাড়িতে নজিরবিহীন তাণ্ডব চালানোর ঘটনায় সরব তৃণমূল শিবির। আগরতলায় ওরিয়েন্ট টৌমহনিতো সংগঠিত হলো প্রতিবাদ সভা। সুশ্রীতা দেব, ব্রাতা বসু, কুশাল ঘোষ, সুবল ভৌমিক-সহ অন্যান্যরা এখানে বক্তব্য রাখেন। নেতৃবৃন্দ বলেছেন, জনতার একতা দেখে ভয় পেয়েছে বিজেপি। কিন্তু তৃণমূল মার খাবে কিন্তু মার দেবে না। এবারের পুর সংস্থার নির্বাচনে তৃণমূলের নবরত্ন বার্তা। কটাক্ষ করে নেতৃবৃন্দ

রয়েছে। তাদের বাড়িতে এমন ঘটনা ঘটেছে? প্রশ্ন তুলে অভিষেক বলেন, সুবল ভৌমিক রাজ্য তৃণমূল স্টিয়ারিং কমিটির কনভেনার। তার বাড়িতেও এমন ঘটনা। তিনি বলেন, এটা কখনোই মেনে নেওয়া যায় না। এদিন আক্রান্তদের সাথেও কথা বলেছেন অভিষেক। রাজ্য ত্যাগের আগে সুবল ভৌমিকের বাড়িতে গিয়ে অভিষেক বন্দোপাধ্যায় রীতিমতো ক্ষোভ উগারে দেন। তিনি বলেন, জঙ্গলের রাজত্ব ছাড়া কি চলছে এখানে। গোটা বিষয়গুলো তুলে ধরে তিনি এও বলেছেন, বর্তমানে যে পরিস্থিতি তাতে একটি বিষয় একেবারে পরিষ্কার হয়ে গেছে— বিজেপি এখন গুন্ডার ভরসা করছে, গণদমন তাদের নয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে বিজেপির বিরুদ্ধে মানুষ রুখে রাস্তায় নামছে। এটাই তৃণমূলের আতঙ্কের অন্যতম কারণ। সার্বিক বিষয়গুলো তুলে ধরে এদিনও বিভিন্ন জায়গায় তৃণমূল শিবির প্রচারে অংশ নিয়েছে প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলা করে। বলা যায়, বর্তমান প্রেক্ষিতে তৃণমূল এবারের পুর সংস্থার নির্বাচনে শক্তির মহড়ায় অন্যান্য রাজনৈতিক দলকেও বার্তা দিচ্ছে। চলমান ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে সিপিএমও সরব হয়েছে। এদিন অভিষেক বন্দোপাধ্যায় সিপিএম’র এই অবস্থানে খুশি হলোও কেনা বামেরা প্রতিবাদে রাস্তায় নামেনি তাতে তিনি তার আক্ষেপের কথা জানান। তবে রাজনৈতিক আক্রমণে বিজেপির সাথে সিপিএম’র বিরোধও



বলেন, পশ্চিমবঙ্গে দিদিকে বেলো অনেক আগেই শুরু হয়ে গেছে। তা দেখে রাজ্যে চালু হলো দাদাকে বেলো। আল দিদিকে বেলো, আর নকল দাদাকে বেলো। এবার নকল দাদাকেই বয়ক করা হবে মানুষ। অভিষেকের নাম শুনতেই বিজেপির হাত-পা কাঁপতে শুরু করে। তাই অভিষেকের পদযাত্রার অনুমতি দেওয়া হলো না দাবি তৃণমূল নেতৃত্বের। এদিন অভিষেক ব্যানার্জী সুবল ভৌমিকের বাড়িতে যান। ২৪ ঘণ্টা আগের তাণ্ডবের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি এও বলেছেন, এসব ঘটনা কখনোই পশ্চিমবঙ্গে ঘটেনি। দিলীপ ঘোষ কিংবা বর্তমান বিজেপির প্রশ্নে সভাপতি-সহ আরও অনেকেই আছেন যারা পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বিজেপি পরিচালনার দায়িত্বে

কিন্তু এভাবে বেশি দিন টিকে থাকা যায় না। রাজ্য ত্যাগের আগে অভিষেক আরও বলেছেন, আবার আসবেন পুরভোটের পর শুরু হয়ে যাবে ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পুরোদমনে প্রস্তুতি। আসছেন মমতা বন্দোপাধ্যায়ও। গোটা রাজ্যেই চলবে ধারাবাহিক কর্মসূচি। শুধু তাই নয়, সমস্ত স্তরের কমিটি গঠন করা হবে। সামগ্রিক বিষয়গুলো তুলে ধরে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ওরিয়েন্ট টৌমহনিতো আয়োজিত প্রতিবাদ সভা থেকে তৃণমূল নেতৃত্ব স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন—যদি সৃষ্টি অধঃপ ও শাস্তিপূর্ণ ভোট হয় তাহলে তৃণমূল বিপুল ভোটে জয়ী হবে। মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবে এই তৃণমূল। তিনি এও বলেছেন,

সরব হয়েছেন অভিষেক। তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বামদের অপশাসনের অবসান ঘটানো হয়েছে। তৃণমূলের আমলে পশ্চিমবঙ্গে চলছে সুশাসন। কিন্তু ত্রিপুরায় বামদের অপশাসনের অবসান ঘটিয়ে বিজেপি ভয়ঙ্কর শাসন কায়েম করেছে। উল্লেখ্য, আগরতলা পুর নিগম নির্বাচনের আগে চলমান ঘটনার প্রেক্ষিতে পুলিশ প্রশাসনের নিরপেক্ষ ভূমিকা দাবি করেছেন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক ব্যানার্জী। তিনি বলেছেন, এই আমলের আক্রান্ত, থানা আক্রান্ত, সুভাষা যারা শান্তির ঘট্টিনি। দিলীপ ঘোষ কিংবা বর্তমান বিজেপির প্রশ্নে সভাপতি-সহ আরও অনেকেই আছেন যারা পশ্চিমবঙ্গে রাজ্য বিজেপি পরিচালনার দায়িত্বে

## ভোটে বিজেপিকে সমর্থন



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। ২৫ নভেম্বর পুর সংস্থার নির্বাচনে বিজেপিকে ভোট দিতে আহ্বান জানানলেন আরপিআই (এ) দলের সভাপতি সত্যজিৎ দাস এবং সাধারণ সম্পাদক অমূল্য চন্দ্র দাস। আগরতলা প্রেস ক্লাবে আহূত এক সংবাদিক সম্মেলনে তারা দু’জনেই বলেছেন, বিজেপিকে এবারের নির্বাচনে সমর্থন করে বহিরাগতদের জবাব দিতে চায় এই রাজনৈতিক দলটি। তারা মনে করে

কলকাতা, শিলচর-সহ অন্যান্য জায়গা থেকে বহিরাগতরা এসে ত্রিপুরার শান্তির পরিবেশকে বিনষ্ট করছে। তারা শাস্তি রক্ষার আহ্বান করছে। নতুবা বহিরাগত ভাগাও অভিযান শুরু করবে। সাংবাদিক সম্মেলনে তারা আরও বলেন, পুর সংস্থার নির্বাচনে বিজেপিকে পূর্ণ সমর্থন করছে আরপিআই (এ)। যেখানে নির্বাচন হচ্ছে সেখানকার ভোটারদের বিজেপির জন্য রেখে দাঁত দানে অঙ্গীকারের আহ্বান রেখেছেন। তবে তারা বিজেপির হয়েও প্রচার করছে।

## পাল্টা জবাব জিতেন’র

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। বিজেপির প্রশ্নে কার্য্যালয় সাংবাদিক সম্মেলনে আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেছিলেন বিজেপি যেখানে প্রার্থী দিয়েছে সেখানে সিপিএম তথা বামেরা প্রার্থী দেয়নি। তিনি ছায়াজোটের কথা বলেছেন। এবার রতনলাল নাথের জবাবের পাল্টা দিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক জিতেন চৌধুরী। এদিন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে জিতেন চৌধুরী তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, মন্ত্রী রতন লাল নাথের এই কথাগুলো শোনে মানুষ আর এই মন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে না। পাণ্ডাও দেয় না মন্ত্রী রতন লালের কথায়। তবে ত্রিপুরা রাজ্যে দু-চারটি ঘোড়া আছে। মন্ত্রী রতন লাল নাথের কথা শোনে এই ঘোড়াগুলোও হাসছে। কারণ এই রতন লাল নাথ কোন্



দলে চলে যাবেন তা এখনও কেউ বলতে পারছে না। এই মন্তব্য করে জিতেন চৌধুরী বলেন, রতন লাল নাথের শরীর তো বিজেপিতে আছে কিন্তু তার মন কোথায় আছে কেউ জানে না। সূতরাং বিজেপির অফিসে বসে তৃণমূলকে বকছেন, সিপিএমকে গালি দিচ্ছেন। কিন্তু আগামীদিনে রতন লাল নাথের দেহ কোন অফিসে যাবে তা কেউ জানে না। কারণ বিজেপির জনবিচ্ছিন্নতায় রতন লাল নাথের মনোও চাপ সৃষ্টি করেছে। তাই তিনি এখন আবিষ্কার করছেন তৃণমূলের সাথে কোন্ কোন্ দলের সম্পর্ক আছে। এদিন জিতেন চৌধুরী অভিষেক ব্যানার্জীর কথাও জবাব দিয়েছেন। জিতেন চৌধুরীর পাল্টা জবাব, ত্রিপুরায় যা করছে বিজেপি পশ্চিমবঙ্গে তা করছে তৃণমূল। এই দুটো দল গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। পশ্চিমবঙ্গে তার প্রমাণ আছে, ত্রিপুরাতেও তা প্রমাণ আছে। তবে ত্রিপুরা উচ্চ আদালতের রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে জিতেন চৌধুরী বলেছেন, এটা জনগণের জয়।

## পুলিশের ভূমিকায় তীব্র ক্ষোভ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ।। রাজ্যের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এসইউসিআই। তবে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ ব্যক্ত করা হয়। এসইউসিআই অফিস সম্পাদক সঞ্জয় চৌধুরী বলেছেন, পুর নির্বাচনকে কেন্দ্র করে পুলিশ প্রশাসনকে টুঁটো জগন্নাথ বানিয়ে শাসক দল বিজেপি রাজ্যব্যাপী সন্ত্রাস চালিয়ে যাচ্ছে। রবিবার আগরতলার পূর্ব থানায় গিয়ে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উপর আক্রমণ করেছে এবং পুলিশকর্মী, সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে। থানায় গিয়ে আক্রমণের ঘটনা রাজ্যে নজিরবিহীন। সাধারণ মানুষ এতটাই আতঙ্কিত যে তারা ভোট দিতে পারবে কিনা প্রশ্ন করেছেন। এদিন সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে গিয়ে জিতেন চৌধুরী তার প্রতিক্রিয়ায় বলেছেন, মন্ত্রী রতন লাল নাথের এই কথাগুলো শোনে মানুষ আর এই মন্ত্রীর কথায় বিশ্বাস করে না। পাণ্ডাও দেয় না মন্ত্রী রতন লালের কথায়। তবে ত্রিপুরা রাজ্যে দু-চারটি ঘোড়া আছে। মন্ত্রী রতন লাল নাথের কথা শোনে এই ঘোড়াগুলোও হাসছে। কারণ এই রতন লাল নাথ কোন্

থেফতার করা হচ্ছে না। সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ঘটনাবলী খতিয়ে দেখতে বহিরাগত থেকে আসা আইনজীবী, মানবাধিকার সংগঠনের কর্মীদের বিরুদ্ধে দানবীয় উপা আইন প্রয়োগ করছে বিজেপি সরকার। বিজেপি, আরএসএস ও সংঘ পরিবার রাজ্যকে তাদের বিভেদের ও দমনের পরীক্ষাগার বানাতে চায়। সরকারের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন, পুলিশ, আইন ও নাগরিক প্রশাসন সবকিছুই আজ কার্যত কাঠের পুতুলে পরিণত হয়েছে। সাংবিধানিক গণতন্ত্র ও আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে। অন্যান্য নির্বাচনের মতো এবারও বিরোধীদের নির্মূল করাই বিজেপি-র লক্ষ্য। তাই পুরভোটে এই অভূতপূর্ব সন্ত্রাস ও ভয়ভীতি-র বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং ফ্যাসিবাদী বিজেপি-কে পরাস্ত করতে বিরোধী রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এক সর্বাত্মক ঐক্য গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবি। রাজ্যে বিপন্ন গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও সাংবিধানিক সংস্থাগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমস্ত বিরোধী দলগুলিকে সিপিআই(এমএল) রাজ্য কমিটি। এর জন্য বিরোধী দল সিপিআই(এম)-কে সর্বাত্মক এগিয়ে এসে উদ্যোগী হওয়ায় আহ্বান জানাচ্ছে সিপিআই(এমএল)। কারণ এই অভূতপূর্ব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার দায়ভার বিরোধী দলের উপরে নির্ভর করে। থানায় ঢুকে সাংবাদিকদের উপর নৃশংস আক্রমণ ও বিরোধী কর্মীদের উপর আক্রমণে অভিযুক্ত দুর্বৃত্তদের সামনে দুর্বৃত্তা আক্রমণ করছে। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বার বার রাজ্যের ও বহিরাগতের সাংবাদিকরা নৃশংস আক্রমণ ও দমনের শিকার হচ্ছে। পুলিশকর্মীরা মার খাচ্ছে। কিন্তু আক্রমণকারী দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কোন মামলা নেই। মামলা দায়ের করার পরেও

থেফতার করা হচ্ছে না। সংখ্যালঘুদের উপর আক্রমণের ঘটনাবলী খতিয়ে দেখতে বহিরাগত থেকে আসা আইনজীবী, মানবাধিকার সংগঠনের কর্মীদের বিরুদ্ধে দানবীয় উপা আইন প্রয়োগ করছে বিজেপি সরকার। বিজেপি, আরএসএস ও সংঘ পরিবার রাজ্যকে তাদের বিভেদের ও দমনের পরীক্ষাগার বানাতে চায়। সরকারের নির্দেশে নির্বাচন কমিশন, পুলিশ, আইন ও নাগরিক প্রশাসন সবকিছুই আজ কার্যত কাঠের পুতুলে পরিণত হয়েছে। সাংবিধানিক গণতন্ত্র ও আইনের শাসন ভেঙে পড়েছে। অন্যান্য নির্বাচনের মতো এবারও বিরোধীদের নির্মূল করাই বিজেপি-র লক্ষ্য। তাই পুরভোটে এই অভূতপূর্ব সন্ত্রাস ও ভয়ভীতি-র বিরুদ্ধে গণপ্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং ফ্যাসিবাদী বিজেপি-কে পরাস্ত করতে বিরোধী রাজনৈতিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তিবর্গকে নিয়ে এক সর্বাত্মক ঐক্য গড়ে তোলা আজ সময়ের দাবি। রাজ্যে বিপন্ন গণতন্ত্র, আইনের শাসন ও সাংবিধানিক সংস্থাগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যকে সামনে রেখে সমস্ত বিরোধী দলগুলিকে সিপিআই(এমএল) রাজ্য কমিটি। এর জন্য বিরোধী দল সিপিআই(এম)-কে সর্বাত্মক এগিয়ে এসে উদ্যোগী হওয়ায় আহ্বান জানাচ্ছে সিপিআই(এমএল)। কারণ এই অভূতপূর্ব সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার দায়ভার বিরোধী দলের উপরে নির্ভর করে। থানায় ঢুকে সাংবাদিকদের উপর নৃশংস আক্রমণ ও বিরোধী কর্মীদের উপর আক্রমণে অভিযুক্ত দুর্বৃত্তদের সামনে দুর্বৃত্তা আক্রমণ করছে। কর্তব্য পালন করতে গিয়ে বার বার রাজ্যের ও বহিরাগতের সাংবাদিকরা নৃশংস আক্রমণ ও দমনের শিকার হচ্ছে। পুলিশকর্মীরা মার খাচ্ছে। কিন্তু আক্রমণকারী দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে কোন মামলা নেই। মামলা দায়ের করার পরেও

## আজকের দিনটি কেমন যাবে

**মেঘ** : হঠাৎ পরিবর্তন।  
**কর্ম** : কোন সুখবরে উৎসাহিত হতে পারেন।  
**বিশিষ্টজনের সহায়তা** পেলেও শত্রুপক্ষ প্রবল হতে পারে। তবে সংযম ও বুদ্ধির দ্বারা শত্রুকে পরাস্ত করে নিজের লক্ষ্যে পৌঁছে যাবেন। তবে চলাফেরায় সতর্কতা দরকার।  
**বুধ** : দিনটিতে নিজের গুণকে সম্মান লাভ। সংস্হাগত পরিবর্তনের শুভ ইঙ্গিত। বন্ধুজনের বিতর্কপাত। নানাভাবে মানসিক চাপ। মনের দীর্ঘদিনের আশা পূরণ যোগ যোগ আছে। নিজের শরীর সম্পর্কে সচেতনতা অবাধ্যক।  
**মিথুন** : ছলচাতুরি ও ক্রোধ ক্ষতির কারণ হবে। অন্যের প্রতি বিরোধের মনোভাব ও চিন্তের উদ্বিগ্নতা দেখা দিতে পারে। কোন নিকট আত্মীয় বিষয়ে দুর্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে আশান্তি, বন্ধুবিচ্ছেদ ও মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি।  
**ককট** : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমো বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাকসংঘর্ষের প্রয়োজন।  
**স্বাস্থ্য** মধ্যম যাবে।  
**সিংহ** : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**কন্যা**: দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**ককট** : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমো বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাকসংঘর্ষের প্রয়োজন।  
**স্বাস্থ্য** মধ্যম যাবে।  
**সিংহ** : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**কন্যা**: দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**ককট** : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমো বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাকসংঘর্ষের প্রয়োজন।  
**স্বাস্থ্য** মধ্যম যাবে।  
**সিংহ** : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**কন্যা**: দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**ককট** : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমো বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাকসংঘর্ষের প্রয়োজন।  
**স্বাস্থ্য** মধ্যম যাবে।  
**সিংহ** : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**কন্যা**: দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**ককট** : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমো বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাকসংঘর্ষের প্রয়োজন।  
**স্বাস্থ্য** মধ্যম যাবে।  
**সিংহ** : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**কন্যা**: দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**ককট** : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমো বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাকসংঘর্ষের প্রয়োজন।  
**স্বাস্থ্য** মধ্যম যাবে।  
**সিংহ** : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**কন্যা**: দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**ককট** : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমো বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাকসংঘর্ষের প্রয়োজন।  
**স্বাস্থ্য** মধ্যম যাবে।  
**সিংহ** : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**কন্যা**: দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**ককট** : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমো বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাকসংঘর্ষের প্রয়োজন।  
**স্বাস্থ্য** মধ্যম যাবে।  
**সিংহ** : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**কন্যা**: দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**ককট** : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমো বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাকসংঘর্ষের প্রয়োজন।  
**স্বাস্থ্য** মধ্যম যাবে।  
**সিংহ** : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**কন্যা**: দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**ককট** : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমো বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাকসংঘর্ষের প্রয়োজন।  
**স্বাস্থ্য** মধ্যম যাবে।  
**সিংহ** : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**কন্যা**: দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**ককট** : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমো বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাকসংঘর্ষের প্রয়োজন।  
**স্বাস্থ্য** মধ্যম যাবে।  
**সিংহ** : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**কন্যা**: দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**ককট** : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমো বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাকসংঘর্ষের প্রয়োজন।  
**স্বাস্থ্য** মধ্যম যাবে।  
**সিংহ** : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**কন্যা**: দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**ককট** : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমো বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাকসংঘর্ষের প্রয়োজন।  
**স্বাস্থ্য** মধ্যম যাবে।  
**সিংহ** : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**কন্যা**: দিনটি পূর্বের তুলনায় ভালো। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ। কর্মস্থলে শান্তি বিঘ্নিত হবে। মানসিক অস্থিরতা বৃদ্ধি পাবে। হঠকারি সিদ্ধান্ত ক্ষতির কারণ হবে।  
**ককট** : নতুন সম্পত্তি ক্রয়ের যোগ। কর্মক্ষেত্রে নতুন যোগাযোগ। হঠাৎ কোন সুসংবাদ ও আর্থিক উন্নতি। প্রেমো বাধা। স্বজনবিরোধ। অর্থ ক্ষতির যোগ আছে। বাকসংঘর্ষের প্রয়োজন।  
**স্বাস্থ্য** মধ্যম যাবে।  
**সিংহ** : আয় হলেও ব্যয়বৃদ্ধির যোগ। পুরনো সমস্যার সমাধান। রাগ-জেদ বৃদ্ধিতে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অপমান, অপবাদ



# বিদ্যুৎ বিল নিয়ে অফিস ঘেরাও

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ নভেম্বর।। শান্তিরবাজার মহকুমার কলসি এডিসি ভিলেজের নাগরিকরা বিদ্যুৎ নিগমের কাজে বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাদের অভিযোগ, নিগম কর্তৃপক্ষ নিজেদের ইচ্ছেমত বিল ধরিয়ে দিচ্ছে নাগরিকদের হাতে। তাই সোমবার প্রচুর সংখ্যক বিদ্যুৎ ভোক্তা জেলাইবাড়িস্থিত বিদ্যুৎ নিগম অফিসে হাজির হন। তারা নিগম কর্তাকে ঘেরাও করেন। কলসি এডিসি ভিলেজের অধিকাংশ নাগরিক কৃষিজীবী। তারা কৃষি কাজ করে কোনোরকমভাবে দিন কাটান। নিগম কর্তৃপক্ষ ভোক্তাদের হাতে যে পরিমাণ বিলের রসিদ ধরিয়ে দিয়েছেন তাতে নাগরিকদের মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে। সেই কারণে এদিন নিগম অফিসে এসে ক্ষোভে ফেটে পড়েন নাগরিকরা। এলাকাবাসীর অভিযোগ, বিল পরিশোধ করার পরও বেশি হারে টাকা দিতে বলা হচ্ছে। নিগম কর্তাদের খামখেয়ালিপনার কারণেই এই পরিস্থিতি বলে জানান তারা। নাগরিকরা আরও বলেন, নিগম



কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে এবং সঠিক সময়ে বিলের রসিদ বাড়ি বাড়ি পাঠান না। যে কারণে, মিটার রিডিং জমে থাকে। পরবর্তী সময় এক সাথে মিটার রিডিং করে প্রচুর টাকার বিল ভোক্তাদের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। সবকিছু মিলিয়ে নিগম কর্তৃপক্ষের কাজকর্মে জেলাইবাড়ির নাগরিকরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। এদিন যেভাবে সংবাদমাধ্যমের কাছে নাগরিকরা নিজেদের ক্ষোভ উগরে

দিয়েছেন তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, কেউই নিগমের কাজে সন্তুষ্ট নন। সকলে একত্রিতভাবে জেলাইবাড়ি বিদ্যুৎ নিগম অফিসে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এর পর নিগম আধিকারিক আগামী ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত সবার কাছে সময় চেয়ে নেন। তিনি জানান, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলার পর ভোক্তাদের জানানো হবে। যদি এই ভাবে সমস্যার সমাধান না হয়

তাহলে নাগরিকরাও আন্দোলন গড়ে তুলবেন বলে জানিয়ে দিয়েছেন। তাছাড়া বিদ্যুৎ ছাড়া বাড়ি ঘরের অন্য কাজকর্মও করা যাচ্ছে না। নিগম অফিসে গিয়ে অভিযোগ জানানো হলেও কারোর কাছ থেকে সন্তুষ্টি মিলছে না বলে অভিযোগ। কমলপুর বিদ্যুৎ নিগম দফতর পরিচালনাকারীদের ভূমিকা নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। কারণ এতদিন ধরে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংকট চলেছে, তার পরও কেন কর্তার মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছেন? নাগরিকদের বন্ধবা

## ড্রেন পরিষ্কার করার দাবি

### এলাকাবাসীর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ নভেম্বর।। ড্রেন পরিষ্কার করার দাবি তুললেন এলাকাবাসী। ঘটনা চড়িলাম বাজার সংলগ্ন এলাকায়। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় সড়কের দু’পাশের ড্রেনগুলো আবর্জনায় পরিপূর্ণ হয়ে আছে। যার ফলে জল ড্রেন দিয়ে প্রবাহিত না হয়ে জাতীয় সড়ক দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। বাজার সংলগ্ন কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক ও বন্ধন ব্যাঙ্কের সামনে জাতীয় সড়কে অনেকখানি জায়গা জুড়ে জল জমে আছে। যার ফলে পথচারী থেকে যানবাহন চলাচলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। পথচারী থেকে গুরু করে ছাত্রছাত্রী এই রাস্তা দিয়ে যাবার সময় প্রায় সময় দুর্ঘটনার মুখে পড়ছে। অনেক যানবাহনের চাকা জলে পিছলে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনাগ্রস্ত হচ্ছে। এলাকার মহিলারা পর্বস্ত দাবি তুলেছেন অতিদ্রুত যাতে দু’পাশের ড্রেনগুলো পরিষ্কার করে দেয়। না হলে যেকোনো সময় আরও বড় ধরনের দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলে এলাকাবাসী আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া সংবাদমাধ্যমের সামনে জাতীয় সড়কে জমে থাকা জল নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তাদের দাবি অতিদ্রুত ড্রেন পরিষ্কার করা হোক।

## নাবালিকার শ্রীলতাহানি, তিন বছরের জেল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ নভেম্বর।। নাবালিকার শ্রীলতাহানির মামলায় অভিযুক্ত যুবকে তিন বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। ২০১৯ সালের ৮ ডিসেম্বর ধর্মনগর মহিলা থানায় ২৩ বছরের বিজয় হাজমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছিলেন নির্ধাতিতা নাবালিকার মা। তার কথা অনুযায়ী ৭ ডিসেম্বর সকাল ১১টা থেকে সাড়ে ১১টা নাগাদ তার মেয়ে যখন খেলাধুলা করছিল অভিযুক্ত বিজয় হাজম তার শ্রীলতাহানি করে। এই ঘটনার পর তিনি পুলিশের দ্বারস্থ হন। পুলিশ অভিযোগ পেয়ে বিজয় হাজমকে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## প্রচারসজ্জা নষ্ট, উত্তাল সোনামুড়া



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২২ নভেম্বর।। রাতের আঁধারে দুর্ভুক্তিরা বিরোধীদের প্রচারসজ্জা নষ্ট করেছে। সেই ঘটনার কিছু ছবি এবং ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে উঠে এসেছে। সোমবার সকালে এইসব ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোনামুড়ার রাজনৈতিক পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠে। সিপিআইএম, কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেস তিনটি রাজনৈতিক দল পৃথক পৃথক কর্মসূচির মধ্য দিয়ে নিজেদের ক্ষোভ উগরে দেয়। এদিন সিপিআইএম প্রার্থী-সহ নেতা-কর্মীরা সোনামুড়া থানার সামনে এসে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। তাদের অভিযোগ, যে সব দুর্ভুক্তিরা প্রচারসজ্জা নষ্ট করেছে তারা বিজেপির লোক। সোনামুড়া থানায় এই বিষয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। পাশাপাশি রিটার্নিং অফিসারের কাছেও অভিযোগ

জানানো হয়েছে। কংগ্রেসের তরফ থেকেও এদিন বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করা হয়। যার নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী বিল্লাল মিয়া। অপরদিকে তৃণমূল কংগ্রেসও সোনামুড়া শহরে বিক্ষোভ মিছিলের মধ্য দিয়ে থানা ঘেরাও করে। পশ্চিমবঙ্গের বিধায়ক তথা সোনামুড়া নির্বাচনি পর্যবেক্ষক আমিরুল ইসলামের নেতৃত্বে প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে থানার সামনে বিক্ষোভ চলতে থাকে। পরবর্তী সময় তারা মহকুমাস্থ অফিসে গিয়ে ডেপুটিশন প্রদান করেন। পূর ও নগর নির্বাচনের সরব প্রচার শেষ হওয়ার একদিন আগে যেভাবে সোনামুড়ার রাজনৈতিক পরিবেশ সরগরম হয়ে উঠেছিল তা আগে দেখা যায়নি। নাগরিকরাও আশঙ্কা করছেন এই পরিস্থিতি চলতে

থাকলে অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তবে এদিন পুলিশ প্রশাসন পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য প্রস্তুত ছিল। সর্বত্র পুলিশ এবং আধা সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের মোতায়েন করা হয়। এদিন সামাজিক মাধ্যমে যে ফুটেজ উঠে এসেছে তাতে দেখা গেছে দুর্ভুক্তিরা সিপিআইএম’র পতাকা তুলে নিয়ে যাচ্ছে। এ নিয়ে সিপিআইএম নেতৃত্ব পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে ক্ষোভ জানিয়েছেন। সিসি ক্যামেরার ফুটেজে দুর্ভুক্তির ঘর ছবি ধরা পড়লেও তাদের বিরুদ্ধে পুলিশের কোনো ব্যবস্থা নেই। সেই কারণেই বিরোধী অন্য রাজনৈতিক দলগুলিও এদিন এক যোগে রাস্তায় নেমে প্রচারসজ্জা নষ্টের প্রতিবাদে সরব হয়েছে।

## হুমকি উপেক্ষা করে বামেদের সভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২২ নভেম্বর।। নির্বাচনি প্রচারে বামপন্থীরা বার বার বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। এমনকী প্রচার শেষে আক্রান্ত হতে হয়েছে দলীয় প্রার্থী থেকে গুরু করে নেতা-কর্মীদের। তার পরও সোনামুড়া মহকুমায় বামপন্থীদের প্রচার চলছে ঝড়ে। গতিতে। সোমবার সন্ধ্যায় নগর পঞ্চায়েতের ৬নং ওয়ার্ডে প্রার্থী ইকবাল কাসেমের সমর্থনে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে ভাষণ রাখেন বিধায়ক শ্যামল চক্রবর্তী, অহিদুর রহমান, নারায়ণ চক্রবর্তী প্রমুখ। বজ্রাভাষণ রাখতে গিয়ে বলেন, নির্বাচনের আর মাত্র ২ দিন বাকি। নাগরিকদের সচেতন ও সতর্ক থাকতে হবে। কারণ একটাই, এ রাজ্যে গণতন্ত্র অনেক আগেই ভুলুপ্তি হয়ে গেছে। বাম আমলে



প্রতিটা নির্বাচনে উৎসব মুখর পরিবেশ দেখা যেতো। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাগরিকরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করার জন্য ভোট কেন্দ্রে ছুটে যেতেন। হাসি মুখেই তারা ভোট দিয়ে বাড়ি ফিরতেন। কিন্তু বর্তমানে সেই পরিবেশ নেই। এখন নির্বাচন হচ্ছে হামলা-হুজুতি ও আক্রমণ। সেই শান্তির পরিবেশ। সন্ত্রাসের

মধ্যেই রাজ্যবাসী ৪৪ মাস অতিক্রম করেছে। এবারের নির্বাচনে কাঙ্ক্ষিত জয়ী করা হবে তা নাগরিকরা আগেই ঠিক করে রেখেছেন। তাই শাসকদল বিষয়টি বুঝতে পেরে উদ্ভাবন হয়ে গেছে। যেকোনো অপকৌশলে তারা স্বার্থ উদ্ধারের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। তাই নাগরিকদের সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়েছেন বাম নেতৃত্ব।

## ফের শিক্ষকের দাবিতে পড়ুয়াদের অবরোধ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ২২ নভেম্বর।। ফের শিক্ষকের দাবিতে আবারো রাস্তায় নামল ছাত্রছাত্রীরা। এবার রাস্তায় নামল কমলনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা। ঘন্টার বিবরণে জানা যায়, বঙ্গনগর ব্লক অধীনস্থ কমলনগর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের পড়ুয়ারা শিক্ষকের দাবিতে স্কুলের সামনেই বঙ্গনগর-সোনামুড়া জাতীয় সড়ক অবরোধ করে বসে। এই অবরোধ সকাল ১০ টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত চলে। পরবর্তী সময়ে কমলনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আবু তাহের ও স্কুল পরিচালক কমিটির সদস্যরা এসে ছাত্রছাত্রীদের প্রতিক্রিয়া দেন। আগামী কিছুদিনের মধ্যে স্কুলে পূর্ণাঙ্গ সংখ্যক শিক্ষক



নিয়োগ করা হবে বলে তারা কথা দিয়েছেন। আর তখন অবরোধকারীরা আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেয়। এর আগে অনেকেই রাস্তা অবরোধ প্রত্যাহার করানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু অবরোধকারীরা তাদের আশ্বাস না

মেলায় অবরোধ প্রত্যাহার করেনি। দীর্ঘদুই ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করার পর আশ্বাস পায় তারা। অবরোধকারীরা প্রথমে সাফ জানিয়েছিল বৃত্তাক্ষ পর্যন্ত তাদের শিক্ষক যাচিতি পূরণ না করা হয়, ততক্ষণ তারা রাস্তায় অবরোধ

তুলবে না। এই স্কুলে ৬০০ জন ছাত্রছাত্রীরা জন্য সর্বমোট ১৫ জন শিক্ষক ছিলেন। সম্প্রতি ৫ জন শিক্ষক বদলি হওয়ার পর থেকেই স্কুলে শিক্ষক সংকট দেখা দেয়। আর তাতেই স্কুলের আরো বেশি সমস্যা বেড়ে যায়। গত দশ দিন পূর্বে স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা প্রধানশিক্ষকের কাছে শিক্ষকের দাবিতে আবেদন জমা দেয়। প্রধানশিক্ষক ও এসএমসির তরফে তাদের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল এক সপ্তাহের মধ্যে শিক্ষকের যাচিতি পূরণ করা হবে। এক সপ্তাহের জায়গায় দশ দিন কেটে গেলেও তাদের দাবি পূরণ করা হয়নি। তাই অবশেষে ছাত্রছাত্রীরা পূর্ণাঙ্গ সংখ্যক শিক্ষকের জন্য সোমবার জাতীয় সড়ক অবরোধ করে।

## আবেদনের এক বছর পরও নেই বিদ্যুৎ সংযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলপুর, ২২ নভেম্বর।। আবেদন জমা দেওয়ার এক বছর পরও নতুন বিদ্যুৎ সংযোগ দিচ্ছে না নিগম কর্তৃপক্ষ। কারণ, দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের আকাল চলছে। কমলপুর বিদ্যুৎ নিগম অফিসে বহু মানুষ নতুন সংযোগের জন্য আবেদনপত্র জমা দিয়ে রেখেছেন। কিন্তু এক বছরের বেশি সময় হয়ে গেলেও নিগম কর্তৃপক্ষের কোনো হেলদোল নেই। অনেকেই নতুন বাড়ি গড়ে তুলেছেন। তাই বিদ্যুৎ সংযোগের আবেদন করেছিলেন। তাছাড়া বিদ্যুৎ ছাড়া বাড়ি ঘরের অন্য কাজকর্মও করা যাচ্ছে না। নিগম অফিসে গিয়ে অভিযোগ জানানো হলেও কারোর কাছ থেকে সন্তুষ্টি মিলছে না বলে অভিযোগ। কমলপুর বিদ্যুৎ নিগম দফতর পরিচালনাকারীদের ভূমিকা নিয়ে প্রচণ্ড ক্ষোভ জানিয়েছেন স্থানীয়রা। কারণ এতদিন ধরে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারের সংকট চলেছে, তার পরও কেন কর্তার মুখে কুলুপ এঁটে রেখেছেন? নাগরিকদের বন্ধবা

## পালিয়ে যাওয়া অভিযুক্ত গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২২ নভেম্বর।। আদালত থেকে পালিয়ে যাওয়া এনডিপিএস মামলায় অভিযুক্তকে পুনরায় গ্রেফতার করা সম্ভব হয়েছে। ২০১৯ সালের ২০ আগস্ট কদমতলা থানার দায়েরকৃত ৩৭/২০১৯ মামলার অভিযুক্ত বদরুল হককে গ্রেফতার করা হয়েছে অসমের নিলামবাজার থেকে। রবিবার ধর্মনগর থানার পুলিশ গোপন সূত্রে জানতে পারে বদরুল হক নিলামবাজারে লুকিয়ে আছে। সেই মোতাবেক তারা অসম পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে। করিমগঞ্জ জেলার নিলামবাজার থানার পুলিশের সহায়তায় বদরুল হককে থেংফতার করা হয়। নিলামবাজারেই অভিযুক্তের বাড়ি। তাকে বাড়ি থেকে গ্রেফতার করে

পুলিশ। পরবর্তী সময় অভিযুক্তকে ধর্মনগর থানায় নিয়ে আসে। তার বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় আরও একটি মামলা দায়ের হয়েছিল। সেই মামলার নম্বর ১০৮/২০১৯। ভারতীয় দণ্ডবিধি ২৫৪ ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে। নিলামবাজারের লোয়ারপোয়া বাদুর বাজার এলাকায় বদরুল হকের বাড়ি। সেই অভিযুক্ত ২০১৯ সালে ধর্মনগর আদালত থেকে পালিয়ে গিয়েছিল। তাকে এনডিপিএস মামলায় গ্রেফতার করে আদালতে নিয়ে গিয়েছিল পুলিশ। তখনই পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে অভিযুক্ত পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। কিছুটা দেরি হলেও অবশেষে সেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

## ব্যাঙ্ক দেরিতে খোলায় ক্ষুব্ধ গ্রাহকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ নভেম্বর।। ব্যাঙ্ক দেরিতে খোলায় ক্ষুব্ধ হয়ে যায় গ্রাহকরা। ঘটনা সোমবার ত্রিপুরা স্টেট কো-অপারেটিভ চড়িলাম শাখায়। অনেক দূর-দূরান্ত থেকে গ্রাহকরা স্টেট কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কের সামনে সকাল ৯টা থেকেই ভিড় জমাতে থাকে। কারণ সোমবার চড়িলামে হাট বসে। তাই দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ ব্যাঙ্কে গিয়ে কাজ শেষ করে তারপর বাজার করে বাড়িতে চলে যায়। এছাড়াও এখন যারা সরকারি

ঘর পেয়েছেন, তাদের টাকা আ্যাকাউন্টে ঢুকছে কিনা এবং ভাতার টাকা ঢুকছে কিনা সমস্ত বিষয়ের খোঁজ নিতে সোমবার দিন ব্যাঙ্কে ভিড় ছিল। কিন্তু ব্যাঙ্ক কর্মীরা কর্মস্থলে পৌছতে পৌনে ১১টা বেজে যায়। যার ফলে ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন গ্রাহকরা। ব্যাঙ্কের এক কর্মী জানিয়েছেন, তিনি নাকি দশটার আগেই ব্যাঙ্কের সামনে এসে বসেছিলেন। কিন্তু ব্যাঙ্ক খুলেছে পৌনে ১১টা। সংবাদমাধ্যমের সামনে তিনি বলেন তার কোন দোষ নেই।

## জলের সমস্যায় ক্ষুব্ধ নাগরিকরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ নভেম্বর।। পানীয় জলের সমস্যার সমাধান না হওয়ায় ডিডব্লিউএস দফতরের উপর ক্ষেপে লাল গ্রামের সাধারণ মানুষ। জম্পুইজলা ব্লকের অন্তর্গত জগাইবাড়ি এডিসি ভিলেজ কমিটি এলাকায় বিগত চার থেকে পাঁচ বছর ধরে জলের সমস্যায় ভুগছে স্থানীয়রা। জানা যায় এলাকায় বিশাল বড় জলের ট্যাঙ্ক আছে। সেখানে পানীয় জলের মেশিন বসানো ছিল। মেশিনটি চার থেকে পাঁচ বছর পূর্বে নষ্ট হয়ে যায়। যার ফলে জলের সমস্যায় পড়ে গ্রামের লোকজন। মেশিনটি সারাই করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সংশ্লিষ্ট দফতর। কিন্তু চার থেকে পাঁচ বছর হতে চলেলেও এখনো পর্যন্ত



মেশিন সারাইয়ের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি সংশ্লিষ্ট দফতর। এ বিষয়ে ভিলেজ সচিবের বিরুদ্ধেও এক রাশ ক্ষোভ উগরে দিয়েছে এলাকাবাসী। কারণ এ বিষয়ে ভিলেজ সচিবের কোন উদ্যোগ

লক্ষ্য করছে না এলাকাবাসীরা। গ্রামের মানুষ দাবি তুলেছে অতি দ্রুত যাতে জগাইবাড়ি ভিলেজ কমিটি উদ্যোগ নিয়ে ডিডব্লিউএস’র সঙ্গে কথা বলে পানীয় জলের ব্যবস্থা করে দেয়।

## রাজ্য নির্বাচন আয়োগ

ত্রিপুরা।। আগরতলা।।

- ❖ আগামী ২৫শে নভেম্বর, ২০২১ বৃহস্পতিবার, সকাল ৭ টা থেকে বিকাল ৪ টা পর্যন্ত আগরতলা পুর নিগম, বিভিন্ন পুর পরিষদ এবং নগর পঞ্চায়েত সমূহের নির্বাচনের ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে।
- ❖ ঐদিন নিজ-নিজ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে আপনার মূল্যবান ভোট প্রদান করুন।
- ❖ ২৩শে নভেম্বর, ২০২১ বিকাল চারটায় নির্বাচনি প্রচার পর্ব সম্পন্ন হওয়ার পর আইন অনুসারে আর ভোট প্রচার কার্য করা যাবে না। সংশ্লিষ্ট নির্বাচন ক্ষেত্রের ভোটের না হলে রাজনৈতিক দলের কর্মীরা সেই নির্বাচন ক্ষেত্র এলাকায় অবস্থান করতে পারবেন না।
- ❖ কোভিড-১৯ সংক্রমণ রোধে সরকারি সকল বিধি নিষেধ মেনে চলুন।
- ❖ নির্বাচনি প্রক্রিয়া অবাধ, শান্তিপূর্ণ ও নিরাপদভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে সকলকে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

রাজ্য নির্বাচন আয়োগের পক্ষ থেকে জনস্বার্থে প্রচারিত

ICA-D-1297-21



## জানা ওজানা

# স্যাটেলাইট কীভাবে কাজ করে



পাবে। যেহেতু এটি একটি বাণিজ্যিক স্যাটেলাইট, কাজেই এর সেবা ভোগ করতে হলে আর্থিক বিনিয়োগ করতে হবে। আমাদের এই স্যাটেলাইট তৈরি করেছে ফ্রান্সের কোম্পানি থালাস অ্যালানিয়া। এ তো গেল স্যাটেলাইটের তথ্য। কিন্তু এই স্যাটেলাইট স্থাপন করতে হলে একটি রকেটের মাধ্যমে এটিকে ভূপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ৩৬ হাজার কিলোমিটার উচ্চতায় মহাশূন্যে নিয়ে যেতে হবে। ইলেন নাস্কের স্পেসএক্স কোম্পানির তৈরি অত্যাধুনিক ফ্যালকন-৯ রক-৫ রকেট দিয়ে আমাদের রকেটের মূলত স্যাটেলাইট স্পেসে উৎক্ষেপণ করা হবে। রক-৫ হলো ফ্যালকন-৯-এর সর্বশেষ সংস্করণ। এর ক্ষমতা আগেরগুলোর তুলনায় অনেক বেশি, অনেক বেশি নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী। এই রকেটের মূলত তিনটি অংশ থাকে। একদম নিচেরটিকে বলে স্টেজ-১ বা বুস্টার স্টেজ।

এটা মূলত লিফট অফ বা ভূপৃষ্ঠ থেকে উৎক্ষেপণ করানোর কাজে ব্যবহৃত হয়। মুক্তিবৈগের মাধ্যমে মূল অভিকর্ষজ ত্বরণ কাটিয়ে বঙ্গবন্ধু-১-কে লো অর্থ অরবিটে উড়িয়ে নিয়ে যাবে এটা। এরপর দ্বিতীয় স্টেজের ধাক্কায় জিওসিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিটের পথ পাড়ি দেবে। জিওসিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিট অতিক্রমের সময়ই খুলে যাবে ভাগন ক্যাপসুল। তখন বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট উন্মুক্ত হয়ে ফ্যালকন-৯ রকেট থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে যাবে। ফ্যালকন-৯ থেকে ডেপ্লয়মেন্টের পর এর নিয়ন্ত্রণ চলে আসবে এটার নির্মাতা থালাস অ্যালানিয়ার হাতে। থালাস অ্যালানিয়ার ফ্রান্সের কানে স্থাপিত গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে নিয়ন্ত্রণ করে আস্তে আস্তে জিওসিনক্রোনাস ট্রান্সফার অরবিট থেকে ৩৫ হাজার ৭৯০ কিলোমিটার উচ্চতার জিওস্টেশনারি অরবিটের দিকে নিয়ে যাবে। ৩৫ হাজার ৭৯০ কিলোমিটার থেকে বেশি উচ্চতার নিরক্ষীয় রেখার ওপর অবস্থিত স্যাটেলাইটের কক্ষপথগুলোকে বলা হয় জিওস্টেশনারি অরবিট। বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের জন্য নির্ধারিত কক্ষপথ হলো ১১৯ দশমিক ১ ডিগ্রি উত্তর। গ্লোবাল পজিশন সিস্টেমে বাংলাদেশের অবস্থান ৯০ ডিগ্রি উত্তরে। তার মানে, বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হলে বাংলাদেশে স্থাপিত এন্টেনাগুলোকে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে ৩০ ডিগ্রি বাঁকা করে রাখতে হবে। আমরা যদি ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে ধরি, তাহলে আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইটটি ইন্দোনেশিয়ার ঠিক ওপরে অবস্থান করবে। গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে স্যাটেলাইটকে ওই কক্ষপথে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটি সহজ নয়। একজন অন্ধ লোককে শুধু মোবাইলে নির্দেশনা দিয়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছে দেওয়ার মতোই কঠিন। ভূপৃষ্ঠ থেকে কোনো একদিকে যাওয়ার কমান্ড স্যাটেলাইটকে পাঠানো হবে। স্যাটেলাইট সেই অনুযায়ী প্রপেলার পরিচালনা করে যেতে থাকবে। আর গ্রাউন্ড স্টেশনকে জানাতে থাকবে কতটুকু এগোল। এভাবে খুব ধীরে স্যাটেলাইটে জমানো জ্বালানি পুড়িয়ে নির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে যাওয়া হবে। এটা অত্যন্ত ধীরগতির প্রক্রিয়া। জিওসিনক্রোনাস ট্রান্সফার

## পর্ব ২

অরবিট থেকে আমাদের জন্য নির্ধারিত ১১৯ দশমিক ১ ডিগ্রি উত্তর দ্রাঘিমা় স্থাপন করা হবে। এর জন্য সময় লাগবে ৮ থেকে ১০ দিন। কক্ষপথে স্থাপনের পর এই স্যাটেলাইটের নিয়ন্ত্রণ শুরু হবে বাংলাদেশের গাজীপুরে স্থাপিত গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে। এই গ্রাউন্ড স্টেশন থেকেই প্রায় এক মাস ধরে কিছু ইন অরবিট টেস্ট করা হবে। এরপরই এটি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করার উপযোগী হয়ে উঠবে। গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে দুইভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে উপগ্রহটিকে। একটি হবে ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ, আরেকটি হবে কমিউনিকেশন নিয়ন্ত্রণ। ভারসাম্য নিয়ন্ত্রণ হবে মূলত স্যাক্রিফ্রিভাবে, কিন্তু মাঝেমধ্যে গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে নিয়ন্ত্রণ করতে হতে পারে। এটা বাণিজ্যিক উপগ্রহ। কাজেই কাকে কতটুকু ফ্রিকোয়েন্সি বরাদ্দ করা হয়েছে, কী ধরনের এনক্রিপশন ব্যবহার করা হয়েছে, এসব পর্বেক্ষণ করা হবে গ্রাউন্ড স্টেশন থেকে। তবে ২৪ ঘণ্টা সিগন্যালের শক্তি পর্বেক্ষণ করে ঠিক রাখাই হবে গ্রাউন্ড স্টেশনের মূল কাজ। মূলত দুই ধরনের বাণিজ্যিক কাজে আমাদের বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট ব্যবহৃত হবে টেলিভিশন সম্প্রচার আর টেলিকমিউনিকেশন। টেলিভিশন চ্যানেলগুলো তাদের অনুষ্ঠানমালাকে ট্রান্সমিটার আর ডিশ এন্টেনা দিয়ে প্রেরণ করবে উপগ্রহের দিকে। প্রায় ৩৬ হাজার কিলোমিটার পাড়ি দেওয়া সেই সিগন্যালকে অপ্রয়োজনীয় ও অবাঞ্ছিত তরঙ্গ ঢুক পড়তে পারে। উপগ্রহ সেগুলোকে ফিল্টার করবে, তারপর আবার এমপিফাই করে সেই সিগন্যালকে পৃথিবীর দিকে প্রেরণ করবে কৃত্রিম উপগ্রহ। এবার স্যাটেলাইট টিভি ব্যবসায়ীরা তাদের ভিসিআি এন্টেনা দিয়ে এই সিগন্যাল গ্রহণ করে তা আমাদের ঘরে ঘরে পৌঁছে দেনেন। তবে এখন ক্ষুদ্রাকৃতির কিছু ডিশ এন্টেনা এসেছে। সেগুলো দিয়ে সরাসরি সেট-টপ বক্সের মাধ্যমে টিভিতে দেখতে পাই। এই সার্ভিসকে বলা হয় ডাইরেক্ট টু হোম। স্যাটেলাইট টিভি রিসিভারে এ ধরনের ডেসক্রিপশনের অপশন রেখেই তৈরি করা হয়। টিভি স্টেশন থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ ঘুরে আমাদের টিভিতে সিগন্যাল পৌঁছানো পর্যন্ত প্রায় ৭২ হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হয়। কিন্তু পুরো প্রক্রিয়াটা সম্পন্ন হতে সময় লাগে মাত্র সেকেন্ডের তিন ভাগের এক ভাগ। স্যাটেলাইট ব্যবহার করে ইন্টারনেটের ডেটা আদান-প্রদানের কাজও প্রায় একই রকমভাবে হয়। এ ক্ষেত্রে দুই জায়গাতেই ট্রান্সিভার বা একই সঙ্গে আদান ও প্রদান দুটি কাজেরই উপযোগী যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকতে হবে। স্যাটেলাইটের সঙ্গে যোগাযোগে সক্ষম যেকোনো কমিউনিকেশন সিস্টেমই এই স্যাটেলাইটের দৃষ্টি সীমানায় থাকা অন্য যেকোনো কমিউনিকেশন সিস্টেমের সঙ্গে যোগাযোগ করতে সক্ষম হবে। সরকার যদি চায় স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় বা হাসপাতালে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দূরশিক্ষণ বা টেলিটিকিৎসার প্রবর্তন করা সম্ভব এই উপগ্রহের মাধ্যমে। যদিও সেটা হবে অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কারণ প্রতিটি

● এরপর দুইয়ের পাতায়

# কর্মী নিয়োগে সিবিআই

কলকাতা, ২২ নভেম্বর।। স্কুলে গ্রুপ-ডি কর্মী নিয়োগ মামলায় সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। আগেও সিবিআই তদন্তের ভাবনা প্রকাশ করেছিল হাইকোর্ট। এদিন সিবিআই অধিকর্তার নেতৃত্বে অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছে আদালত। গ্রুপ ডি কর্মী নিয়োগ মামলায় দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে প্রাথমিক খোঁজখবরের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্টের নির্দেশ অনুসারে, তা সিবিআই তদন্ত নয়। সিবিআইয়ের অধিকর্তাকে অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট। কমিটি গড়ে এই অনুসন্ধান করবে সিবিআই। কমিটিতে ডিআইসি পদমর্যাদার আধিকারিক, যুগ্ম অধিকর্তা

পদমর্যাদার আধিকারিক থাকবেন। এই দল তথ্য সংগ্রহ করবে। আদালত বলেছে, ‘কারা নিয়োগপত্র দিয়েছিল? দৃষ্টিভঙ্গির খুঁজে বের করতে হবে।’ ২১ ডিসেম্বরের মধ্যে আদালতে প্রাথমিক রিপোর্ট পেশের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সিবিআই অনুসন্ধানের নির্দেশ দিয়ে বিচারপতি বলেন, ‘কমিশন সুপারিশ না করলে, কীভাবে নিয়োগপত্র দিলে পর্বদ? কোন অদৃশ্য হাতে এই সুপারিশ পর্বদে পৌঁছল, কারাই বা জারি করল?’ রাজ্য পুলিশের প্রতি সম্মান রেখেই এই নির্দেশ, জানাল হাইকোর্ট। তদন্ত স্বচ্ছ বলে মানুষের মনে হওয়া উচিত, মন্তব্য হাইকোর্টের। এর আগে এই ঘটনায় অবশ্য হাইকোর্টের চিন্তাভাবনার

পরিপ্রেক্ষিতে অবসর প্রাপ্ত বিচারপতিকে দিয়ে তদন্তের সওয়াল করা হয় রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে। স্কুলে নিয়োগে দুর্নীতির মামলায় হাইকোর্টে রাজ্যের সওয়ালে বলা হয়, ‘৩ জন বিচারপতিকে দিয়েও তদন্ত কমিটি গঠন করা যেতে পারে। চতুর্থ শ্রেণির কর্মী নিয়োগের দুর্নীতি মামলায় বিচারপতি মন্তব্য করেন, ‘দৃষ্টিভঙ্গি কোনও রাজনৈতিক দল হয় না, তারা দৃষ্টিভঙ্গি হয়। দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দলের আশ্রয় নেয়। আমি কোনও রাজনৈতিক দল বা নেতার বিরুদ্ধে নই। যারা যুক্ত, তাদের সব পদ থেকে বহিষ্কার করতে হবে। প্রশাসনের যে পদে থাকুন না কেন তাকে বহিষ্কার করতে হবে’।

## ভালবেসে বানিয়ে দিলেন ‘তাজমহল’

ভোপাল, ২২ নভেম্বর।। স্ত্রী বা প্রেমিকার প্রতি নানানভাবে ভালবাসা ব্যক্ত করার কথা শোনা যায়। ভালবাসা জাহির করতে স্ত্রী বা প্রেমিকাকে কখনও ফুল, কখনও চকোলেট, কখনও বা দামি পোশাক বা সুগন্ধি দিয়ে থাকেন স্বামী বা প্রেমিক। কিন্তু মধ্যপ্রদেশের এক ব্যক্তি তাঁর স্ত্রীর প্রতি ভালবাসা জানাতে যা করলেন, তা অবাক করা কাণ্ড। মধ্যপ্রদেশের বুরহানপুরের বাসিন্দা আনন্দ চোকসে। স্ত্রীর প্রতি তাঁর ভালবাসার নির্শন হিসেবে উ পহার দিলেন “তাজমহল”। দোকান থেকে পুথিবাঁ-বিষাতিত সৌধের কোনও প্রতিরূপ কিনে এনে দিয়েছেন, এমনটা ভালবে ভুল হবে। হৃদয় তাজমহলের মতো একটি বাড়ি তৈরি করেছেন আনন্দ এবং সেটি উপহার দিয়েছেন

● এরপর দুইয়ের পাতায়



সিংঘ সীমান্তে সাংবাদিক সম্মেলনে কৃষক আন্দোলনের নেতা বলবীর সিং রাজেওয়াল সহ অন্যান্যরা।

## অভিযুক্ত প্রাক্তন কমিশনারকে সুরক্ষা

মুম্বই, ২২ নভেম্বর।। তাকে যেন গ্রেফতার না করা হয়, সুপ্রিম কোর্টের কাছে এই মর্মে আবেদন করেছিলেন পরমবীর সিং। মুম্বই পুলিশের প্রাক্তন কমিশনার পরমবীর আর্থিক তছরূপ কাণ্ডে অভিযুক্ত। তছরূপের কথা প্রকাশে আসতেই গা ঢাকা দিয়েছিলেন তিনি। এ নিয়ে শীর্ষ আদালতের ভৎসনার মুখে পড়তে হয়। তবে শেষ পর্যন্ত গ্রেফতারি থেকে নিরাপত্তার আবেদন মঞ্জুর করা হল। সেই সঙ্গে তদন্তে যোগ দিতে বলা হয়েছে তাকে। এর আগের শুনানিতেও পরমবীরের আইনজীবী একই আবেদন করেছিলেন। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট তাতে আলো দেয়নি। সাফ জানানো হয়েছিল, প্রাক্তন কমিশনারকে আগে তাঁর বর্তমান হদিশ জানাতে হবে। শীর্ষ আদালতে এই মুহূর্তে পরমবীরের নামে মহারাষ্ট্রের পাঁচটি মামলা চলছে এবং গোয়েগাঁও আর্থিক তছরূপ কাণ্ডে তাঁর নামে জামিন অযোগ্য ওয়ারেন্ট রয়েছে। আগের শুনানিতে শীর্ষ আদালতের বৈধ বলে, “কোথায়

পরম বীর সিং? তিনি তদন্তে যোগ দেননি, আমরা জানি না তিনি কোথায় আছেন। তিনি একজন উচ্চপদস্থ আধিকারিক এবং এই লুকিয়ে থাকা বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিচ্ছে।” বিচারপতি সঞ্জয় কিষাণ কল বলেন, “আপনি যদি বিদেশে বসে থাকেন এবং সেখান থেকে আদালতে আবেদন করেন আপনি ফিরে আসবেন যদি আদালত একমাত্র আপনার সুবিধার নির্দেশ দেয়। সেটাই হয়তো হবে।” আদালতের এই কড়া অবস্থানের পর পরম বীরের আইনজীবী জবাব দেওয়ার জন্য কিছুদিন সময় চেয়েছিলেন। সোমবার তিনি জোনাল, বিশেষ নয়, এদেশেই আছেন। তিনি পালিয়ে যেতে চান না। আইনজীবীর মারফত পরমবীর বলেন, “আমি এমন বার্তা দিতে চাই না যাতে মনে হয় কোনও ভুল কাজ করেছি। বিচার ব্যবস্থার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। দয়া করে আমার সুরক্ষা আবেদন মঞ্জুর করুন। আমি সবচেয়ে উচ্চপদের পুলিশকর্মী ছিলাম, পালাব না।”

## লাইফ স্টাইল

# কিছুতেই খাবারে চিনির আধিক্য কমাতে পারছেন না?

# জন্য রইল ৫ উপায়

ওজনই হোক বা রক্তে শর্করার মাত্রা, চিনি খাবার্য কমাতে হয় অনেককেই। কিন্তু যারা মিষ্টি খেতে ভালোবাসেন, তাঁদের পক্ষে এটা বেশ কঠিন বিষয়। কিন্তু চাইলে চিনির বদলে অপেক্ষাকৃত স্বাস্থ্যকর কিছুও বেছে নেওয়া যায়। এখানে রইল রোজকার খাবারে চিনির আধিক্য কমানোর পাঁচটি সহজ উপায়। দেখে নিন এক নজরে :

১. মধু : চিনির বদলে চা, কফিতে

এক চামচ মধু গুলে নিতে পারেন। চিনির মিষ্টি ভাব তো পাবেনই, সেই সঙ্গে মধুর গুণও। তবে হ্যাঁ, প্রথম পক্ষে খেতে একটু অনারকম লাগতে পারে। ২. গুড় : যদিও এটি বেশি পরিমাণে খাওয়া একেবারেই ভালো নয়। কিন্তু চিনির তুলনায় এটি বেশি ভালো বিকল্প। চা, রান্না ইত্যাদিতে চিনির বদলে সামান্য গুড় ব্যবহার করতে পারেন। গুড়েরে কিছু উপকারিতাও রয়েছে। চিনির মতো একেবারে

এম্পটি ক্যালোরি নয়। ৩. অপরিিশোপিত কার্বোহাইড্রেটে গুরুত্ব দিন : ধরুন ওটস খাবেন। তাতেও কিন্তু চিনি মেশান অনেকে। এর বদলে কলা, আম ইত্যাদি মিষ্টি ফল দিয়ে ওটস খান। চিনির মতো মিষ্টত্বও পাবেন, ফলের উপকারিতাও মিলবে। ৪. নজর দিন ফ্রেভারে : কথায় আছে, ঘ্রাণেই ঝোঁ জোজন। তাই নজর দিন খাবারের সুগন্ধে। পায়স, হালুয়া জাতীয় রান্নায়

## ‘বীর চক্রে’ সম্মানিত অভিনন্দন

নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর।। সোমবার অভিনন্দন বর্তমানকে ‘বীর চক্র’ সম্মানে ভূষিত করলেন রাষ্ট্রপতি রামনাথ কোবিন্দ। ২০১৯ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের এফ-১৬ যুদ্ধবিমানকে গুলি করে অবতরণ করান তৎকালীন উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমান। এদিন সেই কাজের স্বীকৃতি হিসেবে ক্যাপ্টেন অভিনন্দন বর্তমানকে ‘বীর চক্র’ সম্মানে সম্মানিত করা হল। ২০১৯ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি জম্মু-কাশ্মীরের পুলওয়ামা জেলায় জম্মু থেকে স্ট্রীপারের যোগ্যার পথে সেনাদের কনভয়ে বিস্ফোরণ ঘটায় জইশ শহদে জঙ্গি গোষ্ঠী। ওই বিস্ফোরণে শহিদ হন ৪০ জনের বেশি জওয়ান। ১২ দিনের মাথায় আকাশপথে পাকিস্তানের বালাকোট চুকে জইশদের জঙ্গিধাটিতে পাক্তা হামলা চালায় ভারতীয় বায়ুসেনা। ধ্বংস করে দেয় বেশ কয়েকটি জঙ্গিধাটি। এরপর আকাশপথে ভারতে ঢুকে পাল্টা হামলার চেষ্টা চালায় পাকিস্তানি যুদ্ধ বিমান এফ-১৬। যদিও ভারতীয় বায়ুসেনা পাকিস্তানের সেই পরিকরনা সফল হতে দেয়নি। বায়ুসেনার উইং কমান্ডার অভিনন্দন মিগ-২০০ নিয়ে পাক যুদ্ধবিমানটিকে ধাওয়া করে পাকিস্তানের আকাশসীমায় ঢুকে পড়েন এবং গুলি করে নামান পাকিস্তানি এফ-১৬ বিমানটিকে। এই ঘটনার পরই পাকিস্তান অধিকৃত কাশ্মীরে ঢুকে পড়ায় উইং কমান্ডার অভিনন্দন বর্তমানকে বন্দি করে সে দেশের প্রশাসন। এদিকে অভিনন্দনের মুক্তির দাবিতে সোচ্চার হয় ভারত-সহ গোটা বিশ্ব। পাকিস্তানকে ঈশ্বরায়ি দেয় রাষ্ট্রসংঘও। অবশেষে কূটনৈতিক চাপের কাছে মাথা নত করতে বাধ্য হয় পাকিস্তান। মুক্তি দেওয়া হয় অভিনন্দন বর্তমানকে। এদিন অভিনন্দন বর্তমান যেমন ‘বীর চক্র’ সম্মান পেলেন, তেমনিই জম্মু-কাশ্মীরে কুখ্যাত জঙ্গিদের খতম করা প্রকাশ যাবৎক মরণোত্তর ‘কীর্তি চক্র’ সম্মানে সম্মানিত করা হল। এই সম্মান তুলে দেওয়া হল প্রয়াত সেনার মা ও স্ত্রীর হাতে। মরণোত্তর ‘সুর্ঘ চক্র’ সম্মান পেলেন মেজর বিভূতি শঙ্কর ধৌনিয়াল।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## ‘ত্রিপুরায় গণতন্ত্র ভুলুষ্ঠিত’

কলকাতা, ২২ নভেম্বর।। ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মীদের উপর হামলা। অভিযেক বন্দোপাধ্যায়ের সভা বাতিল এবং তৃণমূল সাংসদদের সঙ্গে অমিত শাহ দেখা না করা। বিভিন্ন অভিযোগে বিজেপিকে নিশানা করলেন মমতা বন্দোপাধ্যায়। সোমবার চারদিনের দিল্লি সফরে যাওয়ার আগে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে তোপ দাগলেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, বিজেপি শাসিত রাজ্যে গণতন্ত্রের কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে। তাঁর অভিযোগ, ত্রিপুরায় তৃণমূল নেতা-কর্মীদের উপর অত্যাচার চলছে। কিন্তু এখন মানবাধিকার কমিশন চূপ। তৃণমূলকে ভয় পেয়েছে বলেই অমিত শাহ সাংসদদের সঙ্গে দেখা করছেন না। পরে অশ্বা তৃণমূল সাংসদদের সাথে দেখা করেন অমিত শাহ। সোমবার মমতা বন্দোপাধ্যায় বলেন, ‘সায়নীর মতো শিল্পীর বিরুদ্ধে প্রাণের অভিযোগ দিয়েছে। অত্যাচারের পর অত্যাচার করছে। জানি না

এখন কোথায় গেল মানবাধিকার কমিশন।’ মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, ‘বিজেপি শাসিত রাজ্যে গণতন্ত্র নেই। কথায় কথায় খুন করা হচ্ছে। গুন্ডারা আর্মস নিয়ে পুলিশের সামনে রাস্তায় ঘুরছেন। নির্বাচনের নামে ত্রিপুরায় প্রহসন চলছে। তার পরেও আমাদের কর্মীরা কাজ করছেন। মানুষ এর জবাব দেবে।’ ত্রিপুরার ঘটনার প্রতিবাদে অমিত শাহ’র সঙ্গে দেখা করছেন তৃণমূল সাংসদরা। ত্রিপুরা সরকারকে সুষ্ঠু ভাবে নির্বাচনের নামে ত্রিপুরায় প্রহসন দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। নির্বাধীদের প্রচারে যাতে কোনও অসুবিধা না হয়, প্রশাসনকে তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি। শীর্ষ আদালতের সেই নির্দেশকে হাতিয়ার করে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ‘সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মানছে না ত্রিপুরা সরকার। এটা শীর্ষ আদালতের অবমাননা।’ দিল্লি, মুম্বই-সহ আরও অন্যান্য রাজ্যেও ত্রিপুরা ইস্যু নিয়ে বিক্ষোভ হবে বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী।

## ক্ষমতায় এলে প্রতি মহিলার ব্যাক্স আকাউন্টে হাজার টাকা

চণ্ডীগড়, ২২ নভেম্বর।। এবার পাঞ্জাবেও লক্ষ্মীর ভাভারের মতো মহিলাদের জন্য বিশেষ প্রকল্প! জল্পনা উসকে দিলেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ক্যাপ্টেন অরবিন্দ সিং মুখ্যমন্ত্রীর পদ হারিয়ে কংগ্রেস ছাড়ার পর পাঞ্জাব বিধানসভা ভোটের সমীকরণ বেশ জমে উঠেছে। বর্তমানে কংগ্রেস প্রার্থন থাকলেও ২০২২ এর বিধানসভা নির্বাচনে কী হবে তা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে। এর মধ্যেই ভোটের আগে গুরুত্বপূর্ণ



ঘোষণা করে দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী সোমবার পাঞ্জাবের মোগা-র এক জনসভায় কেজরিওয়াল ঘোষণা করেন, ২০২২ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আপ ক্ষমতায় এলে রাজ্যের প্রতিটি মহিলার ব্যাক্স আকাউন্টে মাসে ১০০০ টাকা দেওয়া হবে। মহিলাদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে এটি হবে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। উল্লেখ্য, ১১৭ আসনের পাঞ্জাব বিধানসভায় বর্তমানে আপ-এর দখলে রয়েছে ২০ আসন। কংগ্রেসে ভঙ্গনের জেরে এবার রাজ্যে ক্ষমতায় আসার স্বপ্ন দেখছে আম আদমি পার্টি। এদিন মোগা-র সভায় তাঁকে অনুকরণ করার অভিযোগ আনলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “পাঞ্জাবে এখন এক ভুরো কেজরিওয়াল ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমি যে প্রতিশ্রুতিই দিই, সেটাি সে দেয়। গোটা দেশে একমাত্র কেজরিওয়ালই বিদ্যুতবিল শুন্য নামিয়ে এনেছে। তাই ভুরো কেজরিওয়ালদের থেকে সাবধান।” ২০১৭ সালে পাঞ্জাব বিধানসভা নির্বাচনে শিরোমনি অকালি দল ও বিজেপি জোটকে হারিয়ে ক্ষমতায় আসে কংগ্রেস। ১১৭ আসনের পাঞ্জাব বিধানসভায় কংগ্রেসের দখলে আসে ৭০ আসন। আপ দখল করে ২০টি আসন। শিরোমনি অকালি দলের খুলিতে যায় ১৫টি আসন। বিজেপি পায় মাত্র ৩টি সিট।

## রবিবার দিল্লিতে সর্বদলীয় বৈঠকে মোদি

শীতকালীন অধিবেশনের সবচেয়ে বড় ইস্যু হতে চলছে তিন কৃষি আইন প্রত্যাহার। গত সপ্তাহে যা প্রত্যাহার করার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মোদি। সূত্রের খবর, আগামী বুধবার কৃষি আইন প্রত্যাহার বিলটিকে আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমোদন দিতে চলছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা। উল্লেখ্য, তিন কৃষি আইন প্রত্যাহারের দাবি ছাড়াও কেন্দ্রের বিজেপির সরকারের কাছে বিরোধী শিবিরের দাবি ছিল, কৃষকদের দাবি অনুযায়ী ন্যূনতম সহায়ক মূল্য দিতে হবে। এদিকে আন্দোলনকারী কৃষকরা জানিয়ে দিয়েছেন, সবকটি দাবি না মিটেলে তারা আন্দোলন প্রত্যাহার করবেন না। এদিকে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে দলের সাংসদদের সঙ্গে পরবর্তী আশোলান এবং সংসদে দলের অবস্থানগত রূপরেখা স্থির করতে দিল্লিতে পৌঁছেছেন তৃণমূল

সুপ্রিমো মমতা বন্দোপাধ্যায়। এই সফরে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর এজিয়ার বৃদ্ধি-সহ ত্রিপুরায় হিংসার ঘটনা নিয়ে মোদির দরবারে হাজির হবেন তিনি। বেশ কয়েকজন বিরোধী নেতার সঙ্গেও দেখা করার পরিকল্পনা রয়েছে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য, কৃষি আইন প্রত্যাহার করে বিরোধীদের থেকে বড় হাতিয়ার নিচ্ছে নিজেছে বিজেপি। এর পরেও যে বিজেপি-বিরোধীরা শান্ত থাকবে না, ইতিমধ্যেই সেই ইঙ্গিতও মিলেছে। এই আবহেই সংদলের সঙ্গেই মুখোমুখি কথা বলতে চাইছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।





### পয়েন্ট ভাগ করলো ব্লাডমাউথ স্কাইলার্ক

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ৪ দুই প্রতিবেশী ক্লাব ব্লাডমাউথ এবং স্কাইলার্কের ম্যাচ অমীমাংসিতভাবে শেষ হলো। সোমবার উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে তৃতীয় ডিভিশনে নিজেদের শেষ ম্যাচে মুখোমুখি হয় এই দুই দল। উত্তেজনার ম্যাচটি ১-১ গোলে শেষ হয়। গ্রুপ শীর্ষে থাকার কোন সম্ভাবনাই নেই। এই অবস্থায় দুই দলের ম্যাচটি ছিল কার্যভঃ নিভন্ন রক্ষার। এই ধরনের ম্যাচ যেমন হওয়ার কথা তেমনই হয়েছে। দুই দলেরই কয়েক জন ফুটবলার ব্যক্তিগতভাবে নিজেদের চেনানোর চেষ্টা করেছে বটে তবে খেলায় পরিকল্পনার অভাব ছিল। শহরের অন্যতম বনেদি ক্লাব ব্লাডমাউথ তিন বছর পর ময়দানে নেমেছিল। ২০১৮-তে প্রথম ডিভিশন থেকে নেমে যায়। পরের মরশুমে দল মাঠে নামাতে ব্যর্থ হয়। ফলে এবার তৃতীয় ডিভিশনে খেলতে হলো ব্লাডমাউথকে। যদিও তাদের লড়াই ব্যর্থ হয়েছে। দ্বিতীয় ডিভিশনে উঠার স্বপ্ন বিলীন। ফলে আগামী বছরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। স্কাইলার্ক মোটামুটিভাবে তৃতীয় ডিভিশনের দল হিসাবেই চিহ্নিত। টিএফএ-র স্বীকৃতি ধরে রাখার জন্যই তারা বছর বছর দল নামান। তবে এই বছর দলটা খুব খারাপ খেলেনি। বেশ কয়েক জন প্রতিভাবান ফুটবলার নজর কেড়ে নিয়েছে। সাই সাগরে মতো দলকেও হারিয়ে দিয়েছে। সীমিত শক্তি নিয়েও এদিন শেষ ম্যাচে মোটামুটি লড়াই করলো। দুই সমশক্তিসম্পন্ন দলের ম্যাচ তেমন উপভোগ্য হলো না। প্রথম দিকে দুই দলই প্রতিপক্ষের ভুলে কিছু সুযোগ পেয়েছিল। যদিও গোাল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের ৭ মিনিটে স্কাইলার্কের স্বর্ণ মলসম গোল করে দলকে এগিয়ে দেয়। এরপরই কিছু সময়ের জন্য আক্রমণাত্মক হয়ে উঠে ব্লাডমাউথ। ২৬ মিনিটে রকি জমাতিয়া ব্লাডমাউথকে সমতায় নিয়ে আসে। এরপর আর কোন গোল হয়নি। ১-১ গোলে শেষ হয় ম্যাচ। রোফারি শিবজ্যোতি চক্রবর্তী, সাগর জমাতিয়া এবং সুস্থ জমাতিয়া-কে হলুদ কার্ড দেখিয়েছেন। আগামী ২৯ তারিখ পর্যন্ত কোন খেলা নেই। গত ১০ নভেম্বর থেকে তৃতীয় ডিভিশন ফুটবল শুরু হয়েছিল যা এখন বাকি পর্বে। আর মাত্র তিনটি ম্যাচ বাকি আছে। প্রতিদিন দুইটি করে ম্যাচ খেলানোর সুফল পেয়েছে টিএফএ। আগামী ৩০ নভেম্বর ইউবিএসটি বনাম আনন্দ ভবন এবং নাইন বুলেটস বনাম সাই স্যাগ পরস্পরের মুখোমুখি হবে। ‘এ’ গ্রুপ থেকে ইতিমধ্যেই চূড়ান্ত ম্যাচে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ত্রিবেণী সংঘ। ‘বি’ গ্রুপ থেকেও শেষ নিশ্চিত নাইন বুলেটস। প্রায় ম্যাচে সাই যদি অটোন ঘটাতে পারে তবে আলাদা কথা। না হলে শিরোপা অর্জনের ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের মুখোমুখি হবে নাইন বুলেটস-ই। এই ম্যাচটি হবে ৩ ডিসেম্বর।

## অনূর্ধ্ব ১৬ পূর্বোত্তর ক্রিকেট

## বোর্ডের সূচিতে আগরতলার নাম থাকলেও টিসিএ-র কোন খবর নেই

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ৪ অনূর্ধ্ব ১৬ ছেলেদের মার্চেন্ট ট্রফির পূর্বোত্তর জোনের ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচগুলি আগরতলায় করার জন্য নাকি টিসিএ-র কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে বিসিসিআই। তবে টিসিএ যদি আগরতলায় বোর্ডের প্রস্তাব মতো অনুর্ধ্ব ১৬ বিজয় মার্চেন্টট্রফির পূর্বোত্তর জোনের ‘এ’ গ্রুপের ম্যাচগুলির আয়োজনে ব্যর্থ হয বা সম্মত না হয় তাহলে ম্যাচগুলি দেওয়া হবে বেঙ্গল ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন তথা সিএবি-কে। সিএবি ম্যাচগুলি কলকাতায় করবে। সুচৎ খবর, আগামী বছরের ৯-২২ জানুয়ারি বিসিসিআই-র এবারের অনূর্ধ্ব ১৬ ছেলেদের বিজয় মার্চেন্ট ট্রফির খেলাগুলি হবে। মোট সাতটি শহরে খেলা হবে। এখন পর্যন্ত যা ঠিক আছে তাতে গোয়ালিয়র বাইপেনারে হবে উত্তরাঞ্চলের খেলা, পণ্ডিচেরীতে হবে দক্ষিণ জোনের

## শেষ বলে ছক্কায় তামিলনাড়ুকে ট্রফি জেতালেন শাহরুখ খান



নয়াদিল্লি, ২২ নভেম্বর। ম্যাচ তুলনায় তাঁর অনেকটাই বেশি, মহেন্দ্র সিংহ ধোনির সামনেই শেষ করার দক্ষতা যে বাকিদের এটা গোটা বিশ্বই জানে। সেই শেষ বলে ছক্কা মেরে

## শেষ মুহূর্তে টেস্ট দলে ডাকা হল সূর্যকুমারকে

মুম্বই, ২২ নভেম্বর।। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দু’টেস্টের সিরিজে ডাকা হতে পারে ভারতীয় ক্রিকেটার সূর্যকুমার যাদবকে। টেস্টের জন্য ঘোষিত দলে তিনি ছিলেন না। তবে রাহুল দ্রাবিড়ের দল পরিচালন সমিতি তাঁকে শেষ মুহূর্তে টেস্ট দলে যোগ দেওয়ার জন্য ডেকেছে বলেই শোনা গিয়েছে। যদিও বোর্ডের তরফে এখনও সরকারি ভাবে এ খবর স্বীকার করা হয়নি। ইংল্যান্ড সফরে প্রথম বার টেস্ট দলে ডাক পেয়েছিলেন সূর্যকুমার। তখন তাঁকে বিকল্প হিসেবে ভেবে রাখা

হয়েছিল। কিন্তু সিরিজের একটি ম্যাচেও তিনি সুযোগ পাননি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মিডল অর্ডার আরও মজবুত করার লক্ষ্যেই তাঁকে ডাকা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয় দলের এক কর্তা এক ওয়েবসাইটে বলেছেন, “টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে সূর্যকুমারের। কলকাতা থেকে বাকিদের সঙ্গে কানপুরে টেস্ট দলের সঙ্গেও যোগ দেবে।” টি-টোয়েন্টি দলের সদস্য ছিলেন সূর্যকুমার। তিনটি ম্যাচেই খেলেছেন তিনি। তবে খুব একটা ছাপ ফেলতে পারেননি এই সিরিজে।

হয়েছিল। কিন্তু সিরিজের একটি ম্যাচেও তিনি সুযোগ পাননি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে মিডল অর্ডার আরও মজবুত করার লক্ষ্যেই তাঁকে ডাকা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ভারতীয় দলের এক কর্তা এক ওয়েবসাইটে বলেছেন, “টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তন হচ্ছে সূর্যকুমারের। কলকাতা থেকে বাকিদের সঙ্গে কানপুরে টেস্ট দলের সঙ্গেও যোগ দেবে।” টি-টোয়েন্টি দলের সদস্য ছিলেন সূর্যকুমার। তিনটি ম্যাচেই খেলেছেন তিনি। তবে খুব একটা ছাপ ফেলতে পারেননি এই সিরিজে।

## জেলা আসরের লক্ষ্যে সদরের খো-খো দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ৪ পশ্চিম জেলাভিত্তিক স্কুল আসরের পক্ষে সোমবার সদরের খো-খো দল গঠন করা হয়েছে। দল গঠনের লক্ষ্যে একটি নির্বাচনি শিবির অনুষ্ঠিত হয়। এরপর বালক ও বালিকা উভয় বিভাগে দল গঠন করা হয়েছে। বালক বিভাগে নির্বাচিত খেলোয়াড়রা হলো—বিশাল দত্ত, হৃদয় দেবনাথ, বিশাল দেব, প্রকাশ ভৌমিক, অনুরাগ বিন, সায়ন দেবনাথ, সাগর বিশ্বাস, আকাশ দাস, সঞ্জিত সরকার, সুদীপ দাস,

সায়ন দেবনাথ। স্ট্যান্ডবাই সোহেল খান, প্রসেনজিৎ ঘোষ। বালিকা বিভাগে নির্বাচিত খেলোয়াড়র হলো—প্রিয়া দেবনাথ, পূজা দাস, জন্মত খাতুন, ছবি সুব্রধর, অপর্ণা বেগম, শ্রেয়সী পাল, রিয়া রায়, হামাচি দেববর্মা, ঋত্বিকা দাস, দীপিকা সরকার, দিয়া বিশ্বাস, তন্ন দাস। স্ট্যান্ডবাই নিশা দেববর্মা, রুচিকা বর্মণ। দুইটি দলই পুর ভোটের পর অনুষ্ঠিত পশ্চিম জেলা আসরে সদরের হয়ে অংশগ্রহণ করবে। এদিকে, যেরকম বড়ের গতিতে রাজ্যভিত্তিক স্কুল ক্রীড়া

অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সরকারি অর্থেই যখন প্রতিযোগিতা হয় তখন ধীরে-সুছে সময় নিয়ে কেন এই আসর অনুষ্ঠিত হয় না। তাহলে খেলোয়াড়দের পক্ষে সুবিধাজনক হবে। পাশাপাশি সংগঠকরাও আরও ভালোভাবে আসরগুলি সম্পন্ন করতে পারবে। কিন্তু তা না করে এক মাস সময়ের ব্যবধানে ঝড়ে র গতিতে সব কিছু সম্পন্ন করা হচ্ছে। যা রাজ্যের স্কুল ক্রীড়াঁকে মোটেই নতুন দিশা দেখাবে না বলে মনে করছে বিশেষজ্ঞরা।



### বিজয় হাজারে ট্রফির প্রস্তুতি শুরু

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ৪ সোমবার থেকে এমবিবি স্টেডিয়ামে আসন্ন বিজয় হাজারে ট্রফির লক্ষ্যে রাজা সিনিয়র ক্রিকেট দলের প্রস্তুতি শুরু হলো। উ পস্থিত ছিলেন স্বয়ং যুগসচিব কিশোর কুমার দাস। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে মেঘালয়ের মতো দলের কাছে হেরে এলিট গ্রুপে উঠার সুযোগ হারিয়েছে। এবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে রাজা দল কি করে সেদিকেই সবাই তাকিয়ে। আগামী বছর এলিটে খেলতে পারবে নাকি প্লেটে নেমে যেতে হবে তা নিয়েই যাবতীয় আশঙ্কা। শিবিরে ২৭ জন ক্রিকেটারকে ডাকা হয়েছে। যথারীতি তিন পেশাদার ক্রিকেটারকে দলের মধ্যমণি করে রাখা হয়েছে। বস্তুতঃ এবার পেশাদার ক্রিকেটাররাই রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীদের চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে। অতীতেও অনেক সময় রদ্বিমার্কী পেশাদার ক্রিকেটার খেলে গিয়েছে এরাঙ্গে। কিন্তু তবু প্রথম দিকে তাদের নিয়ে ক্রিকেটপ্রেমীদের একটা উৎসাহ এবং আশা ছিল। কিন্তু এবার যাদের আনা হয়েছে শুরু থেকেই তাদের নিয়ে হতাশাগ্রস্ত ক্রিকেটপ্রেমীরা। ফলে বিজয় হাজারে ট্রফি নিয়েও আশঙ্কায় ক্রিকেট মহল।

### তিপ্রা ফুটবল লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল শুরু

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ৪ বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সোমবার থেকে খুমলুঙ স্টেডিয়ামে তিপ্রা ফুটবল লিগের কোয়ার্টার ফাইনাল শুরু হয়েছে। প্রথম কোয়ার্টার ফাইনালে মুখোমুখি হয় উনকোটি জোন ও ধলাই জোন। ম্যাচে জয় হয়েছে ধলাই। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে খেলার শুভসূচনা করেন প্রশাসনিক সংস্কার কমিটির চেয়ারম্যান তথা এমডিসি প্রদ্যোত বিক্রম কিশোর দেববর্মা। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্য নির্বাহী সদস্য পূর্ণচন্দ্র জমাতিয়া। এডিসি-র উদ্যোগে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় এদিনের ম্যাচে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন চোরাম্যান জগদীশ দেববর্মা, উপ-মুখ্য নির্বাহী সদস্য অনিমেশ দেববর্মা, উপ-মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক সুরত চৌধুরী, সিআরপিএফ-র ৭১ নং ব্যাটেলিয়ানের কমান্ডেন্ট রাম প্লেট সহ অন্যান্যরা। তিপ্রা জনগোষ্ঠীর হুটবলের উন্নতিতে ফুটবল অ্যাকাডেমি গঠন করার প্রস্তাব পেশ করেন প্রদ্যোত বিক্রম কিশোর দেববর্মা। বাংলাদেশের জাতীয় দলে সন্তোষ ত্রিপুরা নামে তিপ্রা ফুটবলার রয়েছে। আমাদেরও এখানে এই ধরনের ফুটবলার বের করে আনতে হবে যাতে তারা জাতীয় দলে খেলতে পারে।

## সন্তোষ ট্রফিতে ত্রিপুরার নেতৃত্বে রণেশ

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ৪ আসন্ন পূর্বোত্তর জোন সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে ত্রিপুরাকে নেতৃত্ব দেবে গোলকিপার রণেশ দেববর্মা। তার ডেপুটি হিসাবে রয়েছে বাদল দেববর্মা। আগামীকাল সকাল ১১টায় রেলপথে রাজা দল রওয়ানা হবে। দলের কোচ হিসাবে আছেন ডিকে প্রধান। ম্যানেজার হিসাবে দলের সাথে যাবেন কৌশিক রায়। গত ১০ নভেম্বর থেকে সন্তোষ ট্রফির লক্ষ্যে রাজা দলের প্রস্তুতি শিবির শুরু হয়। যদিও পর্যাপ্ত সংখ্যক ফুটবলারের অভাবে

সেভাবে অনুশীলন সম্ভব হয়নি। রাজা দলের হয়ে ফুটবলারদের খেলার ব্যাপারে অনীহা এর একটা বড় কারণ। একটা সময় অবস্থা এতই খারাপ হয়ে যায় যে, ফুটবলারদের অনুরোধ করে নিয়ে আসতে হয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশের ৫ ফুটবলারও দলে ছিল। টিএফএ-র তরফে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ত্রিপুরা পুলিশের ফুটবলারদের খেলতে দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়। সেই অনুযায়ী মুখ্যমন্ত্রীও ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তার পরও পুলিশ কর্তৃ পক্ষ ফুটবলারদের ছাড়তে টালবাহানা

করে। শেষ পর্যন্ত ফুটবলারদের ছাড়া হলেও তারা দলের সাথে অনুশীলন করতে পারেনি। বলা যায়, গোটা দলকে নিয়ে এক দিনও অনুশীলন করতে পারেননি কৌশিক রায়। গ্রুপে ত্রিপুরাকে খেলতে হবে মণিপুর এবং মিজোরামের বিরুদ্ধে। এককথায় প্রবল প্রতিপক্ষ। এরকম দুইটি দলের বিরুদ্ধে খেলার জন্য যে ধরনের প্রস্তুতি দরকার সেটা নানিয়েই খেলতে যাচ্ছে ত্রিপুরা। টিএফএ-র তরফে গোটা দলকে শুভেচ্ছা জানানো হয়েছে। এদিন ফুটবলারদের হাতে জার্সি তুলে দেওয়া হয়।



## দিল্লিতে নিভৃতবাসে অনূর্ধ্ব ১৯ দল

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ৪ রবিবার রাতেই দিল্লি পৌছেছে অনূর্ধ্ব ১৯ দল। হোটেলে ঢোকার পর থেকেই নিভৃতবাস পর্ব শুরু হয়েছে সোম-কে (জুনিয়র) কোচ করে আনা হয়েছে। যদিও কোচেরও দুর্ভাগা তিনি অনূর্ধ্ব ১৯-র বেশ কয়েক জন সেরা ক্রিকেটারকে পাননি। বলা যায়, জোড়াতালি দিয়ে গঠন করা হয়েছে। এই অবস্থায় দিবসীয় ম্যাচে হেরে ব্রিকেটারদের। এরপর ২৭ এবং ২৮ নভেম্বর অনুশীলন করবে দল। ২৯ নভেম্বর থেকে প্রথম ম্যাচ। প্রথম প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ। ভিনু মানকড় ট্রফিতে শোচনীয়ভাবে

ব্যর্থ হওয়ার পর এখন ক্রিকেট মহল তাকিয়ে কোচবিহার ট্রফির দিকে। বিভিন্ন কারণে এই বছর সেরা দল গঠন করা সম্ভব হয়নি। অনেক আশা নিয়ে কলকাতার গৌভম সোম-কে (জুনিয়র) কোচ করে আনা হয়েছে। যদিও কোচেরও দুর্ভাগা তিনি অনূর্ধ্ব ১৯-র বেশ কয়েক জন সেরা ক্রিকেটারকে পাননি। বলা যায়, জোড়াতালি দিয়ে গঠন করা হয়েছে। এই অবস্থায় দিবসীয় ম্যাচে হেরে ব্রিকেটারদের। এরপর ২৭ এবং ২৮ নভেম্বর অনুশীলন করবে দল। ২৯ নভেম্বর থেকে প্রথম ম্যাচ। প্রথম প্রতিপক্ষ হায়দরাবাদ। ভিনু মানকড় ট্রফিতে শোচনীয়ভাবে

মধ্যে বিহার এবং উত্তরাখণ্ডের শক্তি প্রায় ত্রিপুরার মতোই। কিন্তু বাকি তিনটি দল ত্রিপুরার চেয়ে অনেক শক্তিশালী। বিশেষ সূত্রে জানা গেছে যে, টিম ম্যানেজমেন্ট নাকি বোলিং নিয়ে মোটামুটি সন্তুষ্ট। তবে ব্যাটিং নিয়ে কিছুটা সমস্যা আছে। দলনায়ক আনন্দ ভৌমিক ছাড়া দুর্লভ রায়, অরিন্দম বর্গা-র রয়েছে। তবে আসল সময়ে তারা নিজেদের কটাত মেনে ধরতে পারে সেটাই দলের ভবিষ্যৎ ঠিক করে দেবে। জানা গেছে, ক্রিকেটাররা শেখ ফরুকুর মোজাজেই রয়েছে।ফিটনেসের দিক দিয়েও কোন সমস্যা নেই। আপাতত নিভৃতবাস পর্ব শেষ হওয়ার অপেক্ষায় তারা।

## ম্যাচ পরিত্যক্ত, ২ পয়েন্ট পেলো ত্রিপুরা

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ৪ অনূর্ধ্ব ২৫ জাতীয় একদিনের ক্রিকেটে ত্রিপুরার গুরুটা মন্দ হলো না। না খেলেই ২ পয়েন্ট পেয়ে গেলো। ব্যাদান্দুরংর আলোর ক্রিকেট স্টেডিয়ামে মহারാষ্ট্রের বিরুদ্ধে ম্যাচ ছিল ত্রিপুরার। গত কয়দিন ধরেই বৃষ্টি হয়েছে সেখানে। এদিনও বৃষ্টির জন্যই ম্যাচটি ভেঙে গেলো। ফলে না খেলেই ২ পয়েন্ট পেয়ে গেলো ত্রিপুরা। মহারাষ্ট্রের মতো শক্তিশালী দলের বিরুদ্ধে ম্যাচটি হলে কি হতো সেটা আগাম বলা যায়। সমস্যা জর্জরিত ত্রিপুরার কাছে তাই ম্যাচটি না হওয়ায় সুবিধাই হলো। আগামীকাল আসরের দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিপুরা খেলবে চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে। ম্যাচটি হবে এম চিন্মাস্বামী স্টেডিয়ামে। চণ্ডীগড় কোনভাবেই মহারাষ্ট্রের সমমানের দল নয়। তাই

ত্রিপুরার পক্ষে ম্যাচ জেতা অসম্ভব নয়। যদিও রাজা দলের অভ্যুত্থরণ পরিবেশটাই আসল বলে মনে করছেন ক্রিকেট মহল। সুন্দরভাবেই দলটি প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। দল গঠন নিয়েও কোন বিতর্ক হয়নি। এই অবস্থায় আচমকাই দলের প্রধান কোচকে সরিয়ে দেওয়া হয়। ক্রিকেটাররা এই পরিস্থিতিটা কিভাবে সামলাবে সেটাই আসল। নতুন কোচ সেভাবে এখনও দলের সাথে খাপ খাওয়াতে পারেননি। তবে ক্রিকেটারদের মনে রাজত্ব হবে, তাদের সামনে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ পড়ে আছে। দলের অভ্যুত্থরণ নেতিবাচক পরিবেশ যাতে কোনভাবেই পারফরম্যান্সের উপর প্রভাব না ফেলতে পারে সেটা নিশ্চিত করতে হবে ক্রিকেটারদেরই। এমনিতে এবার যতগুলি দল গঠন করা হয়েছে তার

মধ্যে অনূর্ধ্ব ২৫-র দল নিয়েই সেরকম বিতর্ক হয়নি। এই পর্যায়ের সম্ভাব্য সেরা ক্রিকেটারদেরই দলে সুযোগ দেওয়া হয়েছে। যে কারণেই প্রধান কোচকে সরিয়ে দেওয়া হোক না কেন একেবারে শেষ সময়ে তা করা হয়েছে। কোন সমস্যা থাকলে আগেই তার সমাধান করা যেতো কিংবা কোচের সাথে বনিবনা না হলে তাকে সরিয়ে দেওয়া যেতো। এসব না করে একেবারে অপেশাদারি ভঙ্গীতে শেষ সময়ে তাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এই বিষয়টাই এখন অনূর্ধ্ব ২৫ দলের সামনে বড় সমস্যা। এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারলে দলটির পক্ষে ভালো ফলাফল করা অসম্ভব নয়। আগামীকাল চণ্ডীগড়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে রাজা দল সেরা পারফরম্যান্স করবে এমনই আশা ক্রিকেট মহলের।

### ২১০৯-র পুরস্কার এখনও বকেয়া!

## ব্যর্থতার একের পর এক রেকর্ড টিসিএ-র বর্তমান কমিটির হাতে

প্রতিবাদী কলম ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর ৪ ব্যর্থতার একের পর এক নজিরবিহীন রেকর্ড নাকি এখন টিসিএ-র বর্তমান কমিটির দশলে ঢলে যাচ্ছে। জানা গেছে, ২০১৮ ক্রিকেট সিজনের পর টিসিএ নাকি আর কোন ক্রিকেটের পুরস্কার বিতরণ ক’বে নি। ২০১৮ সিজনে টিসিএ-র যে সমস্ত খেলা হয়েছিল তা নাকি পিছিয়ে ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। যদিও অতীতে আগের সিজনের খেলার পুরস্কার পরের বছরের সেপ্টেম্বর মাসে হতো। জানা গেছে, এখনও নাকি ২০১৯ ক্রিকেট সিজনের পুরস্কার বিতরণ করেনি টিসিএ। ২০১৯ ক্রিকেট সিজনের পুরস্কার নাকি এখনও দেওয়া হয়নি। ২০১৯ ক্রিকেট সিজনে যে সমস্ত ঘরোয়া ক্রিকেট সিজনে টিসিএ-র কর্তাদের বলেও নাকি কোন লাভ হচ্ছে না। তবে প্রশ্ন উঠছে যে, ২০১৯ সিজনের খেলার কেন এখনও পুরস্কার বা প্রাইজমানি আটকে রাখা হয়েছে বা দেওয়া হচ্ছে না? ক্রিকেট মহলের অভিযোগ, যে কমিটি তাদের ২৬ মাসে একটা ক্রিকেট শুধু যে ট্রফি তুলে দেওয়া হয় তা নয়, বিভিন্ন ক্রিকেট আসরের

চ্যাম্পিয়ন, রানার্সদের প্রাইজমানি ছাড়াও বিভিন্ন আর্থিক পুরস্কার সেখানে দেওয়া হয়। এছাড়া টিসিএ-র কর্মীদের আর্থিক পুরস্কারও রয়েছে। কিন্তু এখনও ২০১৯ ক্রিকেট সিজনের পুরস্কার বকেয়া। টিসিএ-র এই ব্যর্থতা নিয়ে ক্রিকেট মহল অবশ্য সরব। কিন্তু টিসিএ-র বর্তমান কমিটি নাকি এখনও নজর দেয় না। জানা গেছে, বিভিন্ন ক্লাব, কোচিং সেন্টার এবং মহকুমাগুলি নাকি টিসিএ-তে অনুরোধ জানিয়েছিল যে, পুরস্কার প্রদান যে কোন সময় হলেও তাদের প্রাপ্য প্রাইজমানি যে দিয়ে দেওয়া হয়। খবরে প্রকাশ, টিসিএ-র দুই বছর আগের খেলার পুরস্কার বিতরণ যে এখনও বকেয়া এবং প্রাইজমানি এখনও দেওয়া হয়নি। সেই ব্যাপারে টিসিএ-র কর্তাদের বলেও নাকি কোন লাভ হচ্ছে না। তবে প্রশ্ন উঠছে যে, ২০১৯ সিজনের খেলার কেন এখনও পুরস্কার বা প্রাইজমানি আটকে রাখা হয়েছে বা দেওয়া হচ্ছে না? ক্রিকেট মহলের অভিযোগ, যে কমিটি তাদের ২৬ মাসে একটা ক্রিকেট শুধু যে ট্রফি তুলে দেওয়া হয় তা নয়, বিভিন্ন ক্রিকেট আসরের

ক্রিকেটের খেলা করতে পারেনি, যারা দুই বছর ধরে ঘরোয়া খেলায় নিজেদের দলবদল ক’তে পারেনি তারা আর কত ব্যর্থতার রেকর্ড গড়বেন? কেন ২০১৯ সিজনের খেলার পুরস্কার ২০২১ সালের সেপ্টেম্বর হয়েনি? জানা গেছে, নিয়ম মতো আগামী ডিসেম্বর মাসে টিসিএ-র বার্ষিক সাধারণ সভা। অতীতে এখন সাধারণ সভার আগেই বার্ষিক পুরস্কার বিতরণ করা হয়। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, টিসিএ এখনও ২০১৯ সিজনের পুরস্কার দেয়নি। তবে পুরস্কারের চেয়েও ক্লাব, মহকুমা ও কোচিং সেন্টারগুলির বেশি দরকার প্রাইজমানি। তেমনি খেলার পুরস্কার বিতরণ হওয়া হবে বা বৃ্তি পাবে তাদের টাকাও দেওয়া হয়নি। সবমিলিয়ে বলা চলে, নজিরবিহীন ব্যর্থতার একের পর এক রেকর্ড এখন টিসিএ-র বর্তমান কমিটির দখলে। শোনা যাচ্ছে, ডিসেম্বর মাসে নাকি টিসিএ ঘরোয়া ক্রিকেট নিয়ে তৎপর হবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এই তৎপরতা কি শুধুমাত্র প্রচারের জন্য না এতে সত্যতা কিছু আছে। কেননা দুই বছর ধরে দেখা যাচ্ছে টিসিএ-র ক্রিকেট নিয়ে কাজকর্ম।



**9436940366**

**BAPPIRAJ FURNITURE**

**Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura**

© Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur

বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার

## যুবককে খুনের অভিযোগ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আমবাসা, ২২ নভেম্বর। রহস্যজনকভাবে মৃত্যু এক যুবকের। রেল লাইনের পাশে সোমবার সকালে যুবকের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। তার পরিবারের লোকজন ঘটনাটি খুন বলেই সন্দেহ করছেন। তবে এই ঘটনার সাথে কারা জড়িত থাকতে পারে সেই বিষয়ে বিস্তারিত কিছুই বলতে পারেননি তারা। জানা যায়, ওই ব্যক্তির নাম বীরেন্দ্র দেববর্মা (৩২) বাড়ি জিরানীয়া এলাকায়। সোমবার সাতসকালে নালকটি রেলস্টেশনের পাশে দেববর্মা বসি এলাকায় রেললাইনের পাশে এক ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখতে পায় স্থানীয়রা। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে খবর দেওয়া হলে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। খবর দেওয়া হয় মৃতের পরিবারের লোকজনকে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পরিবারের লোক ছুটে আসে। এটি একটি খুনের ঘটনা বলে অভিযোগ করা হয়। এদিকে পুলিশ জানায় ময়নাতদন্ত শেষে অর্থাৎ তদন্তক্রমে বেরিয়ে আসবে আসল ঘটনা। বিয়ের পর থেকে বীরেন্দ্র তার শ্বশুরবাড়ি নালকটিতেই থাকতেন। পরিবারের তরফে আরো জানায় রবিবার রাতে তিনি মেলা দেখার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন। বাড়ি থেকে চার বন্ধু মেলা দেখার নাম করে তাকে নিয়ে যায়। তাদের অভিযোগ, প্রথমে

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## প্রার্থীকে নিরাপত্তা দিতে ডিজিকে নির্দেশ আদালত'র



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর। পুর নিগমের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের প্রার্থী রাকেশ দাসকে নিরাপত্তা দিতে পুলিশ মহানির্দেশককে বলাগে উচ্চ আদালত। ১৯ নভেম্বর প্রচারের সময় রাকেশকে নতুননগর এলাকায় আক্রমণ করা হয়েছিল। ডান হাত ভেঙে যায় রাকেশের। আগরতলা পুর নিগমের ৩ নং ওয়ার্ডের সিপিআই প্রার্থী রাকেশ দাসকে প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা প্রদানের জন্য রাজ্য পুলিশের মহানির্দেশক ও

পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপারকে নির্দেশ দিয়েছে উচ্চ আদালত। উল্লেখ্য, ১৯ নভেম্বর নির্বাচনি প্রচারে যখন প্রার্থী রাকেশ দাস নতুননগর এলাকায় ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছিলেন তখন দুষ্কৃতিকারীরা প্রার্থী ও তার সঙ্গীদের আক্রমণ করে। আক্রমণে প্রার্থীর ডান হাত ভেঙে যায় এবং দলীয় কর্মী ও সমর্থকরা গুরুতরভাবে জখম হন। এই ঘটনা জানিয়ে প্রার্থী পুলিশ প্রশাসন, রাজ্য নির্বাচন কমিশনকে স্মারকলিপি প্রদান করে দুষ্কৃতিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ও নিরাপত্তা দাবি করেন। দুষ্কৃতিকারীরা প্রার্থীকে প্রাণনাশের হুমকি দিয়ে নির্বাচনি প্রচার থেকে বিরত থাকতে বলেছে। প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা না নেওয়াতে প্রার্থী উচ্চ আদালতে রিট মামলা দায়ের করেন। এদিন বিচারপতি এস তলাপাত্র ও বিচারপতি এসজি চট্টোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জরুরি ভিত্তিতে রিট মামলার শুনানি

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## নিরাপত্তারক্ষী সংকটে আদালত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর। আগরতলা আদালত চত্বরে এমনিতেই নিরাপত্তার জন্য বারবার দাবি তুলছেন আইনজীবীরা। বেশিরভাগ বয়স্ক এবং ভুঁড়ি বেড়ে যাওয়া পুলিশ কর্মীদেরই আদালতে নিরাপত্তার জন্য দেওয়া হয় বলে বহুদিনের অভিযোগ। এবার পুর নির্বাচন উপলক্ষে আদালতে অধিকাংশ পুলিশ কর্মীকে নিরাপত্তার জন্য ছেড়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। সম্ভবত মঙ্গলবার থেকেই ন্যূনতম ২৯ জন পুলিশ কর্মীকে নির্বাচনের নিরাপত্তার জন্য ছেড়ে দেওয়া

হচ্ছে। মাত্র ১৭ জন থেকে ১৮ জন পুলিশ কর্মী নিয়ে গোটা আদালত চত্বরে নিরাপত্তা আগামী কিছুদিন দিতে হবে। তার মধ্যে ১২ জনই মহিলা। এই পরিস্থিতিতে কিভাবে বিভিন্ন মামলায় ধৃতদের বিচারকের এজলাসে পেশ করা হবে তা নিয়েও প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, সদর পুলিশ কোর্টে ৪৮ জন পুলিশ কর্মী রয়েছেন। তাদের মধ্যে ইনসপেক্টর সন্তোষ শীলকে নির্বাচন ঘোষণার পরই সরিয়ে নেওয়া হয়। এরপর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল রতন ভট্টাচার্য। তিনি সাবইনসপেক্টর। তিনি সহ ৪৮ জন পুলিশ কর্মী মিলে গোটা

আদালত চত্বরের নিরাপত্তার ব্যবস্থাটি দেখেন। এই পুলিশ কর্মীরাই আসামিদের লকআপ থেকে আদালতে নিয়ে যান। এমনিতেই সম্প্রতি চুরির ঘটনাও বেড়েছে। এখন আসামিদের সুবিধা পাইয়ে দিতে অধিকাংশ পুলিশ কর্মীকে নির্বাচনের কাজে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ। ইতিমধ্যেই ২৯ জনের নাম লিপিবদ্ধ হয়েছে নির্বাচনের দায়িত্বে পাঠানোর জন্য বলে অভিযোগ। ২৮ নভেম্বর পর্যন্ত এই পুলিশ কর্মীদের নির্বাচনি কাজে থাকতে হবে। তাহলে টানা ৬ দিন মাত্র ১৮

জন পুলিশ কর্মী নিয়ে কিভাবে ৪০ থেকে ৫০ অভিযুক্তকে বিচারকের এজলাসে হাজির করা হবে তা নিয়েই প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। কোনও অভিযুক্ত যদি আদালত থেকে পালিয়ে যায় তাহলে দায়িত্ব কে নেবেন? এই প্রশ্নও দেখা দিয়েছে। এমনিতেই সোমবার যুব ভূগমূল নেত্রী সায়েনী ঘোষকে আদালতে হাজির করাকে ঘিরে প্রচুর পুলিশ এবং টিএসআর মোতায়েন করতে হয়েছিল। নির্বাচনের কাজে অধিকাংশ পুলিশ কর্মী চলে গেলে আদালতের নিরাপত্তা করা দেখবেন তা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে।

## ডিম বিক্রেতার বাড়িতে হামলা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ২২ নভেম্বর। দুটি সেক্স ডিমের টাকা মিটিয়ে দেওয়ায় কেন্দ্র করে বামেলার সূত্রপাত। ডিম বিক্রেতা আজিদুর রহমান ভাবেও পারেননি দুটি



ডিমের টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কথা বলায় এই ধরনের পরিস্থিতির শিকার হতে হবে। অভিযোগ, রাকেশ চাকমা নামে এক ব্যক্তি দলবল নিয়ে শান্তিরবাজারের উত্তর

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## অস্ত্র ছিনতাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বঙ্গনগর, ২২ নভেম্বর। রহিমপুর সীমান্তে পাচারকারীদের হাতে আক্রান্ত হন বিএসএফ জওয়ান রবীন্দ্র সিং। বিএসএফ ১৫০ নম্বর ব্যাটলিয়নের আশাবাড়ি বিওপির জওয়ান রবীন্দ্র সিং ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের ১৬৩ নং গেটে কর্তব্যরত ছিলেন। তখনই একদল পাচারকারী নেশা সামগ্রী পাচার করছিল। কর্তব্যরত জওয়ান বিষয়টি টের পেয়ে পাচারকারীদের



পেছনে ধাওয়া করেন। একটা সময় সীমান্ত থেকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে চলে আসে ওই জওয়ান। রহিমপুর উত্তর পাড়ায় ওই জওয়ানের উপর লাঠিসোঁটা নিয়ে আক্রমণ চালায় পাচারকারীরা। লাঠির আঘাতে জওয়ান রক্তাক্ত হন। এমনকী তার সার্ভিস রাইফেল ছিনিয়ে নিয়ে যায় পাচারকারীরা। ঘটনাটি জানাজানি হতেই এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে বিএসএফ'র অন্য জওয়ান এবং অধিকারিকরা ছুটে আসেন।

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## আক্রান্ত দুই চাকরিচ্যুত শিক্ষক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর। প্রকাশ্য দিনের আলোতেই আক্রান্ত ১০৩২৩ এক শিক্ষক। দোকানে এসে দুষ্কৃতির তাকে ব্যাপকভাবে মারধর করে। ভাঙচুর চালায় দোকানে। আহত শিক্ষকের নাম ভাস্কর পাল। তিনি এবং তার ভাগিনা দু'জনেই জখম হয়েছেন। তাদের জিবিপি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে। সোমবার বেলা দেড়টা নাগাদ আগরতলা পশ্চিম থানার কাছে নেতাজি চৌমুহনির সামনে ঘটনা। এই জায়গাতেই ছোট দোকান দিয়েছিলেন ভাস্কর পাল। চাকরি হারানোর পর থেকে এটাই

ছিল তার জীবিকা উপার্জনের উপায়। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩ এই আক্রমণের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। সংগঠনের পক্ষে কমল দেব অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি তুলেছে। এদিকে সিপিএম'র সদর মহকুমা কমিটির পক্ষে গৌতম চক্রবর্তী এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। তিনি জানান, ভাস্করের সঙ্গে আক্রান্ত হয়েছিল তার ভাগ্নে কণজিৎ রুদ্রপাল। আক্রমণকারীরা বিজেপি দলের দৃষ্টিতে বলেও দাবি করেছেন তিনি। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। তবে এ ক্ষেত্রেও প্রকাশ্য দিনের

● এরপর দুইয়ের পাতায়

## শহরে টাকা ছিনতাই

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ নভেম্বর। শহরে পুর নির্বাচনে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই সহজেই ছিনতাই হয়ে যাচ্ছে। সোমবার রাতে লোক চৌমুহনি বাজারের পাশে দুই ছাত্রীর কাছ থেকে দশ হাজার টাকা ছিনতাই করা হয়। বহিকে চেপে আসা এক যুবক দশ হাজার টাকা ভর্তি ব্যাগ নিয়ে ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। এই ঘটনায় লোক চৌমুহনি এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। দুই ছাত্রী পশ্চিম থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ। লালবাহাদুর এলাকা থেকে শিলা দেববর্মা এবং খুশা দেববর্মা নামের দুই ছাত্রী লোক চৌমুহনি বাজারে এসেছিলেন। তারা কলকাতায় পড়াশোনা করে। মঙ্গলবারই কলকাতায় যাওয়ার কথা। এ জন্য বাজার করতে এসেছিলেন লোক চৌমুহনিতে। লোক চৌমুহনি বাজার সেরে পোয়ে হেঁটে মূল সড়কে যাচ্ছিলো দু'জন মিলে। তাদের ব্যাগেই ছিলো দশ হাজার টাকা। এমন সময় পেছন দিক থেকে এসে এক যুবক

● এরপর দুইয়ের পাতায়

**Happy Birthday**

**AVIKA DEBBARMA**

**Rima Debbarma (Mother), Biplab Debbarma (Father), Biswarai Debbarma, Uttam Kr. Debbarma, Pankhirai Debbarma, Nantu Debbarma (G.Father) Shikha Debbarma (G.Mother), Menuka Debbarma (Dida), Susmita Debbarma, Kuheli Debbarma, Sumita Debbarma, Andina Debbarma, Puja Debbarma, Manisha Debbarma, Rani Debbarma (Pisi), Ankit Debbarma (Uncle), Suraj Debbarma, Molin Debbarma, Sanjit Debbarma (Pishu), Salma Debbarma, Naina Debbarma, Smita Debbarma, Juma Debbarma (Aunt), Pramehwar Debbarma (Mama)**

**Address :- Vill-Kamrangabari Police Reserve, P.O.- Gournagar, P.S. Kailasahar Unakoti District Tripura.**

**+HEALTH NEWS+**

**YOUNITED**

**SUPERSPECIALITY CLINIC & SRL DIAGNOSTICS**

**Dr. Madhumita Roy, MS (RIMS)**

**Consultant Obstetrician & Gynecologist**

২২ শে নভেম্বর থেকে নিয়মিত রোগী দেখবেন

সোমবার থেকে শনিবার, সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে ৮.৩০ পর্যন্ত। সাপ্তাহিক বন্ধঃ - রবিবার

**Milansangha near Mouchak club**

**For Booking :- 8256997699**

**Ram Bricks Industries**

**Jirania**

ইটের জন্য কোম্পানীর একমাত্র নিজস্ব এই ফোন

নম্বরে যোগাযোগ করুন।

**Mob - 7640085418**

**সোনার বাজার দর**

১০ গ্রাম : ৪৮,৮০০

ভরি : ৫৬,৯৩৩

**REQUIRED**

A reputed financial company is looking for some energetic retired person, business man, housewife's etc.

**Qualification :** Minimum 10<sup>th</sup> Pass & Above. **Age :** 18 years & above

**Fixed Salary + PF**

**For details :** (M) : 9863596049

**Send Bio-Data :** 8131959225

ICA-D-1296-2021/22

**প্রত্যেকটা ভোট মূল্যবান**

**ভোটার তালিকায় আপনার নাম নথিভুক্ত করতে ভুলবেন না**

যদি আপনি ১লা জানুয়ারী ২০২২ এ ১৮ বছরের হচ্ছেন অথবা ১৮ বছর হয়ে গেছেন তহলে আজই নিম্নে দেওয়া মাধ্যমগুলির মাধ্যমে আবেদন করুন:

**ভাউনলোড করুন ভোটার হেল্পলাইন অ্যাপ**

**লসইন করুন** [www.voteportal.eci.gov.in](http://www.voteportal.eci.gov.in) অথবা [www.nvsp.in](http://www.nvsp.in) এ

**ভোটার সহায়তা কেন্দ্রের মাধ্যমে**

**বুঝ লেভেল অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে**

**Election Commission of India** <https://eci.gov.in>

**ফোনে ১৯৫০**

**ভোটার হেল্পলাইন**

আরো ভাষার জন্য

**For Booking :- 8256997699**

ক্যান এবং ভোটপত্র কলম Voter Helpline App